এক্ষণ বিশেষ সংখ্যা

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডায়েরী

সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ও নির্মাল্য আচার্য সম্পাদিত
সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক দ্বিমাসিক

পত্রিকাটি ধুলো খেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ড কপি দিয়েছেন : দিব্যেন্দু সিংহ রায়

স্ক্যান ও এডিট করেছেন : সুজিত কুণ্ডু

একটি আবেদন

আপনাদের কাছে যদি এরকমই কোনো পুরোনো আকর্ষণীয় পত্রিকা থাকে এবং আপনিও যদি আমাদের মতো এই মহান অভিযানের শরীক হতে চান, অনুগ্রহ করে নিচে দেওয়া ই-মেইল মারফত যোগাযোগ করুন।

e-mail : optifmcybertron@gmail.com; dhulokhela@gmail.com

Save money with the Dunlop C49 car tyre

specially treaded for maximum mileage

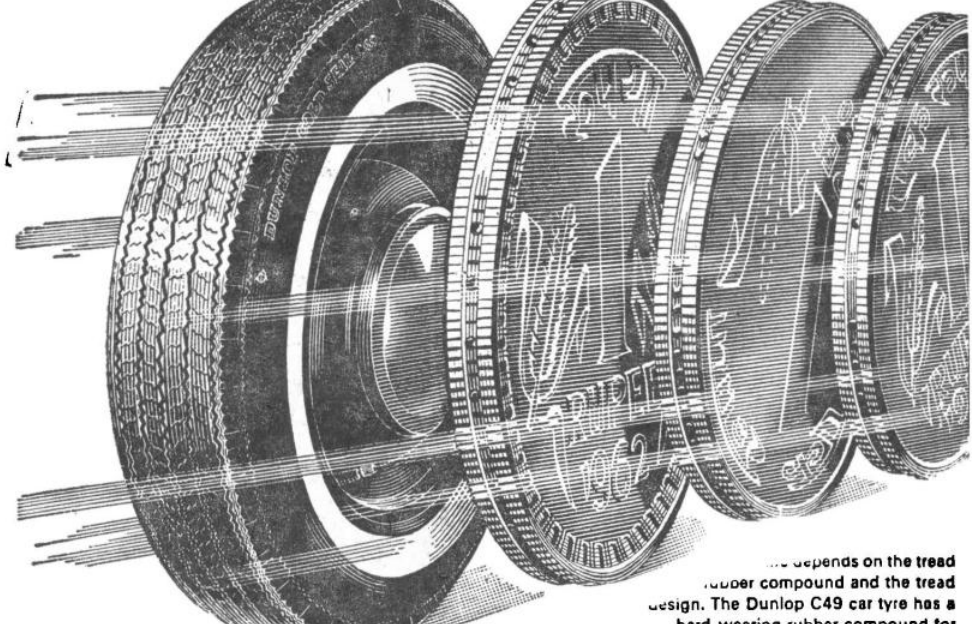

...e depends on the tread ...ubber compound and the tread ...esign. The Dunlop C49 car tyre has a hard-wearing rubber compound for extra mileage. The specially designed tread adds to its slow-wearing properties. Together with the unique casing, the tread of the Dunlop C49 gives you maximum mileage potential.

If you're in the market for a new car tyre, buy the money-saver. Dunlop C49.

DUNLOP C49

car tyre makes your money go farther

FREE! BOOKLET ON TYRE CARE.

Write in to Dunlop India Limited, Publicity Department, 62A Mirza Ghalib Street, Calcutta 700 016 mentioning this publication.

জবাকুসুম

তেল মাখা কি ছেড়েই দিলি?

তা কেন, দিনের বেলা তেল মেখে ঘুরে বেড়াতে অনেক সময় অসুবিধা লাগে।

কিন্তু তেল না মেখে চুলের যত্ন নিবি কি করে?

আমি তো দিনের বেলা অসুবিধা হলে রাতে শুতে যাবার আগে ভাল করে জবাকুসুম মেখে চুল আঁচড়ে শুই।

জবাকুসুম মাখলে চুল তো ভাল থাকেই ঘুমও বেশী ভাল হয়।

সি. কে. সেন অ্যাণ্ড কোং
প্রাইভেট লিঃ
জবাকুসুম হাউস,
কলিকাতা, নিউ দিল্লী

With Compliments From

Indian Explosives Limited

FERTILIZER DIVISION

GPO Box No. 267

PANKI

Kanpur 208001

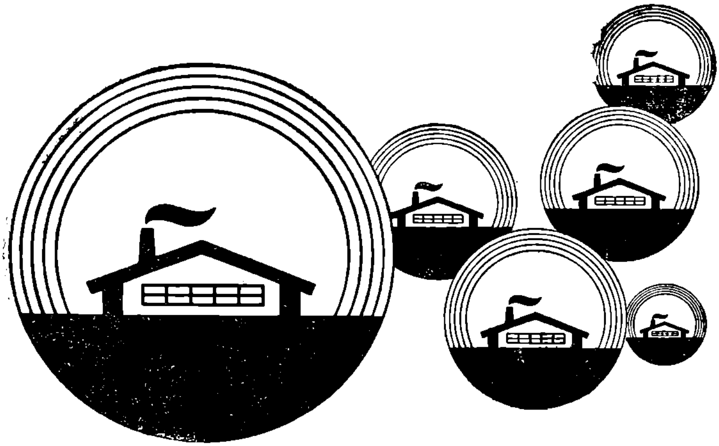

Making new industries bloom

Thirty years ago, manufacturing cars in India appeared to many like an idle dream. But Hindustan Motors ventured into this new field.

India is now self-sufficient in automobiles largely because of the pioneering efforts of Hindustan Motors. What is equally important, Hindustan Motors have helped to bring into existence a host of new ancillary industries employing tens of thousands of skilled technicians to manufacture the hundreds of components that go into the making of an automobile.

Over the past thirty years, these industries, brought into being by Hindustan Motors, have expanded, diversified and improved their range of manufactures to meet the demands of other automobile manufacturers not only in India but also abroad. Today one of the important items of export of the Indian Engineering industry are automobile components and accessories which bring in more than Rs. 15 crores in foreign exchange every year.

Bringing new ancillary industries into existence—this is one of the ways in which Hindustan Motors keep India's economy moving and growing.

Hindustan Motors Limited
Keeping India's economy moving and growing

OCHM/1·1/72

Make Your Move Now And Grow Industriously
In West Bengal

WBIDC IS ALL SET TO HELP

Industrial Units—Large or Medium
With Wide Range of Incentives
For Expansion of Existing Units
Or Setting Up New Industry.

Some of our Super-Incentives Are :

(i) 75% Contribution for Project Feasibility Study.

(ii) Refund of Sales-tax as interest free loan.

(iii) Assistance in securing term loan and share capital.

(iv) Subsidy on Power, Land and Water.

(v) Return of Octroi or Entry Tax as grant.

For further details please contact :

PUBLIC RELATIONS OFFICER

West Bengal Industrial Development Corporation Limited

23A Netaji Subhas Road, Calcutta 1

Telephone : *22-2448*

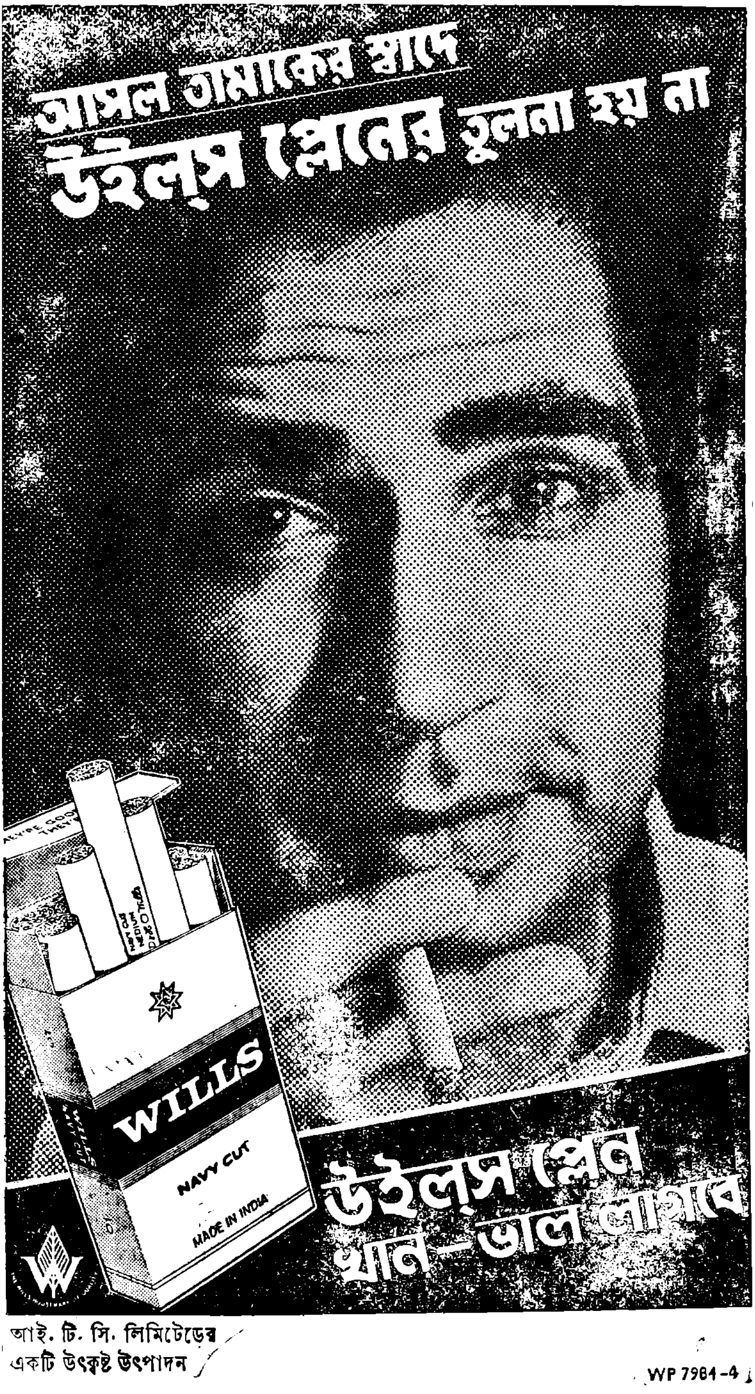

আই. টি. সি. লিমিটেডের
একটি উৎকৃষ্ট উৎপাদন

WP 7984-4

ডায়াবিটিস্ রোগীদের জন্য দুগ্ধজাত মিষ্টান্ন

ডায়াবিটিস্ ব্যক্তিদিগের গ্রহণযোগ্য দুগ্ধজাত মিষ্টান্নের অভাব দূর করার উদ্দেশ্যে

কে. সি. দাশ প্রাইভেট লিমিটেড

তাঁদের এসপ্ল্যানেডের দোকানে নিম্নোক্ত মিষ্টান্নাদি সর্বদা প্রস্তুত রাখার ব্যবস্থা করেছেন।

রসগোল্লা সন্দেশ রসোমালাই ছানার পায়েস

চিনি-মিশ্রিত সাধারণ মিষ্টান্ন থেকে পৃথক রাখার উদ্দেশ্যে মিষ্টান্নগুলিকে খাদ্য-পর্যায়ভুক্ত হালকা সবুজ রঙে রঞ্জিত করা হয়েছে। এইসব মিষ্টান্নে চিনি স্যাকারিন বা সাইক্লামেট ব্যবহৃত হয় নি।

কে. সি. দাশ

প্রাইভেট লিমিটেড

১১ এসপ্ল্যানেড ইস্ট। কলকাতা ৭০০০০১

টেলিফোন : ২৩-৫৯২০

উজ্জ্বলতর ভবিষ্যতের লক্ষ্যে...

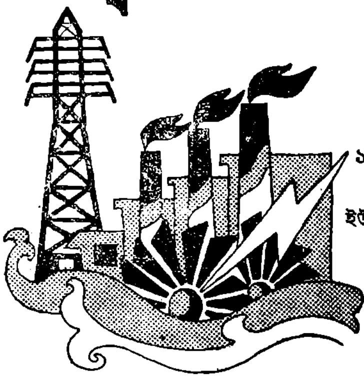

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষৎ এই রাজ্যে কৃষি, শিল্প, রেলচলাচল, গার্হস্থ্য ও বাণিজ্যিক প্রয়োজনে বিদ্যুৎ সরবরাহ করছে। এছাড়া, কলকাতার চাহিদা পূরণেও পর্ষৎ বিদ্যুৎ সরবরাহ করে থাকে। ১৯৭৩ এবং ১৯৭৪ সালে কলকাতার বিদ্যুৎ সংকটের মোকাবিলায় ব্যাণ্ডেল তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের চারটি ইউনিটকেই বছরের অর্ধেক সময় অবিরাম চালু রাখতে হয়েছিল। সাঁওতালডি নতুন বিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকেও ইতিমধ্যে কলকাতায় সরবরাহের জন্যে ডিভিসি-র মাধ্যমে বিদ্যুৎ আসতে শুরু করেছে। উত্তরবঙ্গে জলঢাকা কেন্দ্র নির্ভরযোগ্যভাবে বিদ্যুৎ যোগান দিয়ে চলেছে।

প্রকল্প : ব্যাণ্ডেল ও সাঁওতালডি—এ দুটি কেন্দ্র বর্তমানে সম্প্রসারিত হচ্ছে। আগামী কিছুদিনের মধ্যেই সাঁওতালডির দ্বিতীয় ইউনিট নতুন ২২০ কেভি লাইনের মাধ্যমে কলকাতায় বিদ্যুৎ সরবরাহ করতে শুরু করবে। এছাড়া কোলাঘাটে তিনটি ২০০ মেগাওয়াট শক্তিসম্পন্ন ইউনিট স্থাপনের কাজও হাতে নেওয়া হয়েছে। জলঢাকা ও কার্শিয়াঙের জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র দুটির বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা বাড়ানোর কাজও এগিয়ে চলেছে।

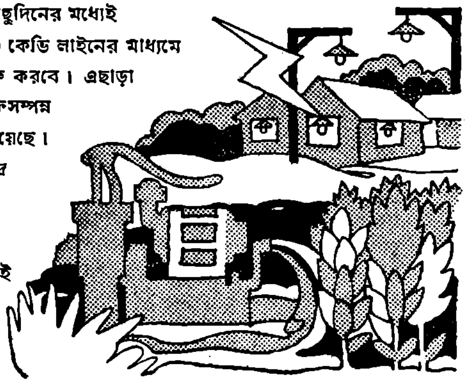

গ্রামীণ বৈদ্যুতিকরণ : ইতিমধ্যেই রাজ্যের প্রায় ১০,০০০টি গ্রামে বিদ্যুৎ পৌঁছে গেছে। মাত্র আড়াই বছরের মধ্যেই রাজ্যের ৭০০০ গ্রামে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হয়েছে।

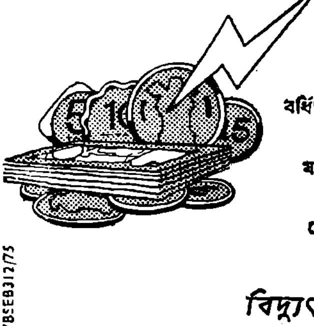

অর্থ : এই বিশাল কর্মকাণ্ডের জন্যে প্রয়োজনীয় অর্থ জোগাড়ের জন্যে পর্ষৎ আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। সাম্প্রতিককালে জ্বালানী, মাশুল এবং অন্যান্য খাতে বর্ধিত ব্যয় সামাল দিতে বিদ্যুতের হার সংশোধন করা হয়েছে। বিভিন্ন অর্থলগ্নীকারী প্রতিষ্ঠান থেকে যদি ঠিকমতো অর্থ যথাসময়ে পাওয়া যায়, তাহলে ৫ম পরিকল্পনার শেষে রাজ্যে ১০০০ মেগাওয়াট অতিরিক্ত বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্যে যেসব প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে, সেগুলির কাজ সময়মতো শেষ করা সম্ভব হবে।

বিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্য পূরণে

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষৎ

TCP/WBSEB312/75

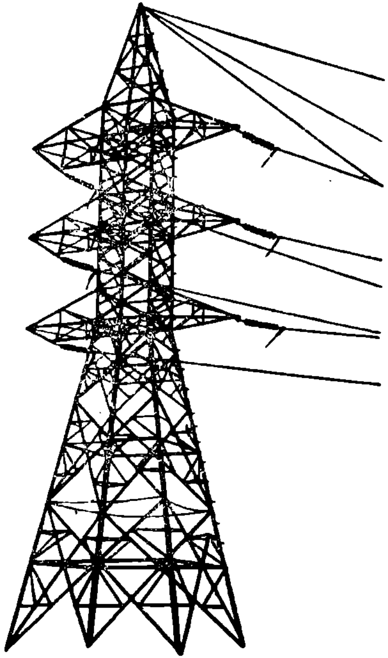

A SYMBOL OF TOWERING CONFIDENCE — dvc

You see a new life in DVC—a new dimension altogether. It has come out of its boundaries and is no longer an organisation solely for the benefit of the Valley. To-day DVC power reaches beyond West Bengal and Bihar—to parts of U.P. & Orissa. Industries are the back-bone of the country and DVC's power is life-breath of Industries.

Yet power supply is only a part of DVC's activities. It has enriched the granaries of the vast Lower Damodar Region by controlling floods and providing much needed water for irrigation.

DVC today is deeply integrated in the life of the Eastern Region and you feel its impact in every sphere of the society.

DVC/PA/3-75

Issued by
Information Deptt.

DAMODAR VALLEY CORPORATION

Damodar Valley Corporation

Bhabani Bhavan, Calcutta 700 027

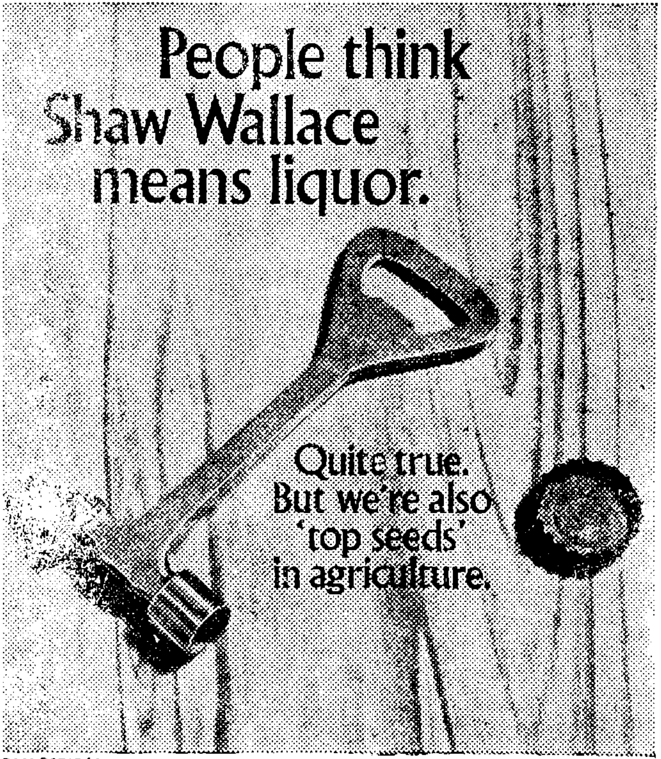

DBM-3376D/4R

And from agrochemicals to feeding stuffs, Shaw Wallace have been sowing the seeds of development from West Bengal to Tamil Nadu.

In the crucial area of agriculture, more specifically fertilisers, we often have to battle against odds, to reach the farmers—even in the remotest village—on time, in times of scarcity. To help them benefit from modern inputs.

We manufacture glue and gelatine, mine steatite, mill flour and grow tea. We have special schemes for unemployed graduates.

Of course, the liquor division continues to record outstanding progress, its products enjoying a high level of co

"Agricultural operations recorded an increase of 16% in the tonnage of fertilisers sold. Demand for superphosphate continued at a high level. Agrochemical sales again increased dramatically by 127% over the previous year..."

From the Chairman's Review of 1973

We are not the biggest, but we try to be the best.

SHAW WALLACE

SRI ANNAPURNA COTTON MILLS & INDUSTRIES LIMITED

Regd. office

P-10 New Howrah Bridge Approach Road

CALCUTTA 700001

Telephone : 34-2474/9640 Telex : 021-7424

Founder

Late Girija Prasanna Chakravarti

Manufacturers of

Hank Yarn, Hosiery Yarn, Grey Cloth Fabrics—

Medium-Fine-Superfine

Spindles : 27304 Looms : 400 (100 looms under erection)

Factory

SHAMNAGAR, 24-PARGANAS

Subsidiary Company

ASHER TEXTILES LIMITED

(Spindles : 26400)

Avanashi Road

Gandhinagar P. O.

Tirupur 638603

(South India)

Telephone : 20065, 20198 Telex : 085-298

দূর কে নিকট করেছে

ভারতবর্ষ এক গৌরবোজ্জ্বল অতীতের অধিকারীসে অতীত প্রায় প্রাগৈতিহাসিক। তার সমৃদ্ধ সভ্যতা ও সংস্কৃতি বিশেষ উল্লেখের অপেক্ষা রাখেনা। তার শিল্প, স্থাপত্য, চিত্রকলা ও ভাস্কর্যের যে অসংখ্য চিহ্ন এই মহান উপমহাদেশের সর্বত্র ছড়িয়ে রয়েছে তা এই দেশবাসীর কাছে গর্ব ও প্রেরণার চিরন্তন উৎস।

শতাব্দীর পর শতাব্দী যোগাযোগের অভাবে এই গৌরব চিহ্নগুলি অজ্ঞাতই ছিল। ভারতীয় রেলপথ সেই যোগাযোগ সম্ভব করে দূর কে নিকট করেছে এবং ভারতীয় শিল্প ও সংস্কৃতির অমূল্য অবদানকে সমগ্র জাতির সাধারণ সম্পত্তিতে পরিণত করেছে।

পূর্ব রেলওয়ে

ক্ষুদ্রায়তন শিল্প কারখানা স্থাপনের জন্য

ত্রিপুরা

আপনাকে সাদর আহ্বান জানাচ্ছে

উপযুক্ত ক্ষেত্রে উদ্যোক্তাদের নিম্নলিখিত সহায়তাগুলি
দেওয়া যেতে পারে

১ আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত শিল্প-উপনগরীতে কারখানা গৃহ
২ শিল্প ঋণ
৩ বিদ্যুৎশক্তি ব্যবহারের উপর ভর্তুকি
৪ ন্যায্য মূল্যে কাঁচামাল সরবরাহ
৫ বিনামূল্যে কারিগরী সহায়তা
৬ সুলভ মূল্যে কারখানার জন্য জমির বন্দোবস্ত
৭ কাঁচামাল এবং উৎপন্ন পণ্য ত্রিপুরায় আনা এবং ত্রিপুরা থেকে বাহিরে প্রেরণের পরিবহন মূল্যের উপর ভর্তুকি
৮ নূতন শিল্প কারখানা স্থাপন এবং চালু শিল্পের সম্প্রসারণের জন্য স্থায়ী লগ্নীর উপর ১৫ শতাংশ ভর্তুকি

বিস্তারিত তথ্যের জন্য শিল্পদপ্তরে যোগাযোগ করুন

ত্রিপুরা শিল্প দপ্তর থেকে প্রচারিত

অস্থির জগৎ/স্থির ঐতিহ্য

এই অক্ষয় ঐতিহ্যের
আর এক বাহক

বেঙ্গল কেমিক্যাল — ৭৪ বছরের অক্লান্ত প্রচেষ্টায় গঠিত

BC/G/39/B

মিলে মিশে করি কাজ

বর্তমানে দি ফার্টিলাইজার কর্পোরেশন অফ ইণ্ডিয়া লিঃ-এর পূর্বাঞ্চল বিপণন শাখার আওতায় সিন্ত্রী এবং নামরূপ কারখানা দুটি মোটামুটি ভাবে সার উৎপাদন করে চলেছে। এছাড়া আমদানীকৃত সার সহ ট্রম্বে কারখানার কিছু সার আপাততঃ মধ্যপ্রদেশের জন্য এবং গোরক্ষপুরের কারখানার কিছু সার বিহারের জন্য পাওয়া যাচ্ছে। এছাড়া এগিয়ে আসছে দুর্গাপুর সার কারখানা।

কেন্দ্রীয় কৃষি ও খাদ্য মন্ত্রনালয়ের অত্যাবশ্যক পণ্য নিয়ন্ত্রণ বিধির আওতায় পূর্বাঞ্চল ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের নির্দেশে বিভিন্ন স্বীকৃত সমবায় সংস্থা, অনুমোদিত ক্রেতা প্রতিষ্ঠান ও ডিলারদের মাধ্যমে ফার্টিলাইজার কর্পোরেশনের পূর্বাঞ্চল বিপণন শাখা সার বণ্টন করেন। এর মধ্যে ৫০% বা ততোধিক পরিমাণ সার সরকারী সমবায় ও ক্রেতা প্রতিষ্ঠানগুলির মাধ্যমে বিপণন বিধিবদ্ধ।

সরকারের এই ব্যবস্থা ফার্টিলাইজার কর্পোরেশন অফ ইণ্ডিয়া লিঃ এবং রাজ্য সরকারগুলির মধ্যে হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তুলতে সাহায্য করে। আরো বড় কথা, এই সমষ্টীগত কর্ম্মসূচির মাধ্যমে গ্রামে সর্ব্বত্র সমভাবে সার পেঁছানর ব্যবস্থা সহজ হয়। তাই এগ্রো ইণ্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন, কো-অপারেটিভ আর ফার্টিলাইজার কর্পোরেশন অফ ইণ্ডিয়া লিঃ এই তিনের যৌথ প্রচেষ্টায় বিকেন্দ্রীভূত বিপণন ব্যবস্থা ছোট ছোট চাষি ভাইদের ও সুদূর গ্রামাঞ্চলে কৃষিকর্ম্মে প্রয়োজনীয় সার সরবরাহ সহজ করে। পূর্বাঞ্চলের প্রতিটি রাজ্য সরকারের সঙ্গে আমাদের এই মিলিত কর্মসূচির মূল কথা, আমরা সর্বদা কৃষি মন্ত্রণালয় ও রাজ্য সরকারের অন্যান্য দফতরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ, ভাব ও পরিকল্পনা আদান প্রদান করে কাজ করি। অধিক ফলন কার্যক্রমে রাজ্যসরকারগুলির সহযোগিতা আমাদের শ্রেষ্ঠ হাতিয়ার।

দি ফার্টিলাইজার কর্পোরেশন অফ্ ইণ্ডিয়া লিঃ

পূর্ব্বাঞ্চল বিপণন শাখা

৪১, চৌরঙ্গী রোড কলিকাতা-১৬

আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই

করোগেটিং অ্যাণ্ড পেপার প্রসেসিং
কোম্পানি প্রাইভেট লিমিটেড

২৪৩ ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড
কলকাতা ৩৬

টেলিফোন : ৫৫-৩০৫৮/৫৯

With the Compliments of

TATA STEEL

WE SAIL TO THE FAR HORIZONS OF THE WORLD

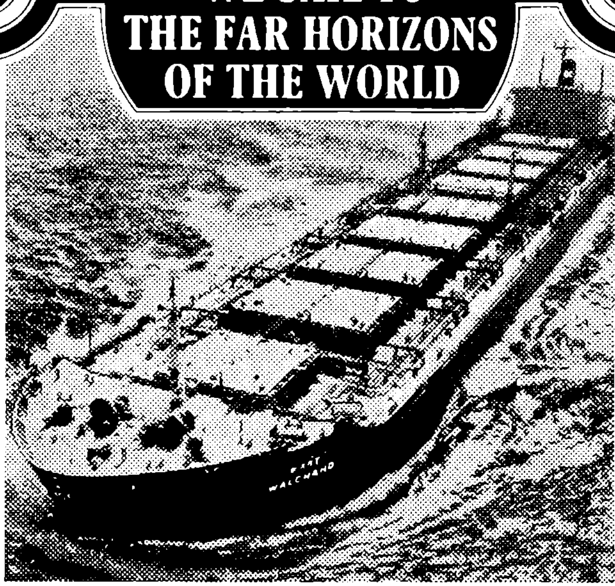

COASTAL SERVICES:
India-Bangladesh-Pakistan-Burma-Sri Lanka

OVERSEAS SERVICES:
India-Bangladesh-Pakistan-U.K.-Continent
India-Bangladesh-Poland
India-Bangladesh-Straits-Mediterranean-Adriatic
Mediterranean-Adriatic-West Asia (Gulf)
India-Bangladesh-A.R.E.-Red Sea
India-Bangladesh-West Asia (Gulf)
India-Bangladesh-Black Sea Ports
India-Bangladesh-U.S.A.-Mexico (via Colombo-Cochin-Caribbean Ports)
India-Bangladesh-Indonesia-Straits-Colombo-Cochin-E. Canada-U.S. Great Lakes
India-Bangladesh-Indonesia-Straits-Hong Kong-Taiwan-U.S. Pacific-W. Canada
India-Bangladesh-Indonesia-Straits-Hong Kong-Taiwan-U.S.N.H.Gulf-Mexico (via Panama)
India-Bangladesh-W. Africa

SCINDIA ESTD-1919

Scindia House, Narottam Morarjee Marg,
Ballard Estate, Bombay-400 038
Telephone: 268161 (12 lines)
Telex: 011-2205 & 011-3519

15 Park Street, Calcutta-700 016
Telephone: 243456/57/58
Telex: 021-7305

A-S16

THE SCINDIA STEAM NAVIGATION COMPANY LIMITED

With best Compliments

KRISHI RASAYAN

P. O. RANITAL
Dist. BALASORE
ORISSA

With the Compliments of

BAGREES PRIVATE LIMITED

201/B Mahatma Gandhi Road
(3rd Floor)
CALCUTTA 7

Gram : SMARTLOOK
Telephone : 33-5292

চার্টার্ড ব্যাঙ্কে জমাতে আপনি সর্বদাই উৎসাহ বোধ করবেন—

ভাল বই লোকে বার-বার পড়ে। আমাদের কাছে একটি সেভিংস একাউন্ট খুলুন আর লক্ষ্য রাখুন আপনার পাস-বইএর দিকে, দেখবেন আপনার টাকা কত তাড়াতাড়ি বেড়ে চলেছে। চার্টার্ড ব্যাঙ্কে জমান আপনি যখনই আপনার পাস-বইএর পাতা ওল্টাবেন তখনই জমাতে উৎসাহ বোধ করবেন —এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

দি চার্টার্ড ব্যাঙ্ক

স্ট্যাণ্ডার্ড ও চার্টার্ড
ব্যাঙ্কিং গ্রুপ–এর সদস্য

৪, নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা-১
১৪, নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা-১
৩১, চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা-১৬
২০৮, রাসবিহারী এ্যাভিনিউ, গড়িয়াহাট, কলিকাতা-২৯
৬, বিবেকানন্দ রোড, জোড়াসাঁকো, কলিকাতা-৭
১০. নির্মল চন্দ্র স্ট্রীট, বৌবাজার, কলিকাতা-১২
২১/এ, আর. জি. কর রোড, শ্যামবাজার, কলিকাতা-৪
৬৭, কাশীপুর রোড, কলিকাতা-৩৬

SEKAI/CB/174

Manufacturers of

SUGAR

At Its Plassey Factory. The Only Working Sugar Factory In The State of West Bengal

AND

VANASPATI

At Its Factory At Jaipur, Rajasthan, Producers of Best Quality Vanaspati Under Most Modern And Up-To-Date Conditions

THE RAMNUGGER CANE & SUGAR COMPANY LIMITED

7 Wellesley Place, Calcutta 1

বিশেষ সুযোগ

বাংলা সাহিত্যের ও রবীন্দ্র-অনুরাগী পাঠকের সাহিত্যরস-পিপাসা চরিতার্থ করবার সুযোগ সম্প্রসারিত হয় এই উদ্দেশ্যে বিশ্বভারতী-প্রকাশিত কয়েকখানি গ্রন্থে পাঠক ও পুস্তক-বিক্রেতাদের বিশেষ কমিশন দেওয়া হচ্ছে। ১৯৭৫ সালের রবীন্দ্রজন্মোৎসব থেকে এক বৎসর নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলিতে এই সুবিধা পাওয়া যাবে।

১। পূর্ব-বাংলার গল্প ॥ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বাংলা দেশের পল্লী অঞ্চলের জীবনযাত্রার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের যে পরিচয়, তা ঐ সময়ে রচিত কোনো কোনো গল্পের উৎস। সেইরকম কয়েকটি গল্পের সংকলন। মূল্য ৭·০০

২। রূপান্তর ॥ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সংস্কৃত, পালি, প্রাকৃত তথা ভারতের বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষা থেকে অনূদিত বা রূপান্তরিত রবীন্দ্রনাথের প্রকীর্ণ কবিতাগুলি নানা মুদ্রিত গ্রন্থ, সাময়িক পত্র ও পাণ্ডুলিপি থেকে মূলসহ এই গ্রন্থে একত্র সমাহৃত। মূল্য ৭·০০ টাকা

৩। পল্লীপ্রকৃতি ॥ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

এ দেশের পল্লী সমস্যা ও পল্লী সংগঠন সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ ও বক্তৃতাবলী—শ্রীনিকেতনের আশা ও উদ্দেশ্যের ব্যাখ্যা—অধিকাংশ রচনাই ইতিপূর্বে গ্রন্থভুক্ত হয়নি। মূল্য ৪·৫০ টাকা।

৪। রবীন্দ্র-জিজ্ঞাসা

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যচিন্তা, রবীন্দ্র-রচনা এবং রবীন্দ্র-পাণ্ডুলিপি বিষয়ে বিভিন্ন লেখকের মূল্যবান তথ্যসমৃদ্ধ রচনা-সংগ্রহ। রবীন্দ্র-জিজ্ঞাসু গবেষক শিক্ষক ও ছাত্রদের পক্ষে অবশ্য সংগ্রহযোগ্য। ১ম খণ্ড ১৫·০০, ২য় খণ্ড ২০·০০ টাকা।

৫। চার্লস ফ্রিয়ার এণ্ডরুজ ॥ শ্রীমলিনা রায়

ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের একনিষ্ঠ সেবক, বিশ্বভারতীর আদর্শ প্রচারে রবীন্দ্রনাথের একান্ত সহকারী বন্ধু চার্লস ফ্রিয়ার এণ্ডরুজের বহুবিচিত্র জীবনালেখ্য। সচিত্র। মূল্য ১০·০০ টাকা

৬। যা দেখেছি যা পেয়েছি ॥ শ্রীসুধীররঞ্জন দাস

বিশ্বভারতীর প্রাক্তন উপাচার্য তথা ভারতের প্রধান বিচারপতির সুদীর্ঘ ও বৈচিত্র্যময় জীবনের মনোরম বিবরণী। মূল্য ১৪·০০ টাকা

কমিশনের হার

সাধারণ ক্রেতা : শতকরা ২০·০০ টাকা / পুস্তকবিক্রেতা : শতকরা ৩০·০০ টাকা

বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ

কার্যালয় : ১০ প্রিটোরিয়া স্ট্রীট। কলিকাতা ১৬

বিক্রয়কেন্দ্র : ২ কলেজ স্কোয়ার/২১০ বিধান সরণী

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কালজয়ী সৃষ্টি
উপন্যাস
দিবারাত্রির কাব্য ৫.০০
অহিংসা ৭.৫০
মাঝির ছেলে ৩.৫০
গল্প
অতসীমামী ৫.০০

উল্লেখযোগ্য প্রকাশন
জীবনী
কমরেড লেনিন ১২.০০
অমল দাশগুপ্ত
কার্ল মার্কস ১২.০০
মার্কসবাদ-লেনিনবাদ ইনস্টিটিউট, বার্লিন-সম্পাদিত
অনুবাদ : অমল দাশগুপ্ত

আমাদের প্রকাশিত অন্যান্য বইয়ের তালিকার জন্য লিখুন

লেখা পড়া ॥ ১৮ বি শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট। কলকাতা ১২

এক্ষণ
পুরনো সংখ্যা

মুদ্রিত মূল্যের দ্বিগুণ দামে এখনো কিছু সংখ্যা পাওয়া যাচ্ছে

খোঁজ করুন

সুবর্ণরেখা ॥ ৭৩ মহাত্মা গান্ধি রোড, কলকাতা ৯

সতীনাথ গ্রন্থাবলী

৩য় খণ্ড ২০.০০ ॥ ৪র্থ খণ্ড ৩০.০০ যন্ত্রস্থ

সম্পাদনা : শঙ্খ ঘোষ / নির্মাল্য আচার্য

অশ্রুকুমার সিকদার-এর

আধুনিক কবিতার দিগ্‌বলয় ১৮.০০

বিষয়-সূচী : কবিতার কূটত্ব, কবিতার আয়তন, অনুবাদ কবিতা প্রসঙ্গে, ইয়েটস ও জীবনানন্দ, জীবনানন্দের চার অধ্যায়, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, অমিয় চক্রবর্তী, বুদ্ধদেব বসু, বিষ্ণু দে, সমর সেন এবং সুভাষ মুখোপাধ্যায়—এঁদের পূর্ণাঙ্গ আলোচনা।

ডাক্তার অরুণকুমার চক্রবর্তী-র

চিকিৎসা বিজ্ঞানে বাঙালী

সম্পূর্ণ এক নতুন ধরনের বই যা বাংলা ভাষায় আগে লেখা হয় নি। এদেশে পশ্চিমী অ্যালোপ্যাথি চিকিৎসা-পদ্ধতির সূচনা থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত যে সব স্বনামধন্য বাঙালী চিকিৎসক ও গবেষক চিকিৎসা-শাস্ত্রের অগ্রগতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছেন, তাঁদের তথ্যনিষ্ঠ ও আকর্ষণীয় পরিচয় এই গ্রন্থ। লেখক একজন কৃতী চিকিৎসাবিজ্ঞানী এবং তাঁর সুযোগ্য লেখনীর মাধ্যমে বইখানি স্বচ্ছন্দে এক মূল্যবান ইতিহাসের মর্যাদা লাভ করেছে। বহু তথ্যসমৃদ্ধ ও দুষ্প্রাপ্য চিত্র-সংবলিত। ১৫.০০

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়-এর চলচ্চিত্রে রূপায়িত উপন্যাস

আমি সে ও সখা ৮.০০ পরিণয়মঙ্গল ৭.০০

অরুণা প্রকাশনী : ৭ যুগলকিশোর দাস লেন ॥ কলকাতা ৬

পরিবেশক ॥ **সিগনেট বুকশপ :** ১২ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট ॥ কলকাতা ১২

আসুন বিষ্ণুপুরে
পোড়ামাটির অপরূপ ভাস্কর্যের দেশে

মল্লরাজা বীর হম্বীরের আমলে ও পরবর্তী সময়ে প্রতিষ্ঠিত মন্দির এবং তার অপরূপ পোড়ামাটির অলংকরণ বহন করছে বাংলার স্থাপত্যের সুমহান ঐতিহ্য। রেল কিংবা সড়ক পথে বিষ্ণুপুরে যাওয়া যায়। জয়রামবাটী এবং কামারপুকুর থেকে বিষ্ণুপুরের দূরত্ব প্রায় ৪৫ কিলোমিটার। সুনিশ্চিত স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য মনোরম বিষ্ণুপুর ট্যুরিস্ট লজে উঠুন।

বিবরণীর জন্য খোঁজ নিন :

ট্যুরিস্ট ব্যুরো

৩/২, বিনয়-বাদল-দীনেশ বাগ
(ডালহৌসি স্কোয়ার) ঈস্ট কলিকাতা-১
ফোন : ২৩-৮২৭১ গ্রাম : TRAVELTIPS
স্বরাষ্ট্র (পর্যটন) বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

TCP/TB 200 A3

সমান্তরাল ॥ সান্ত্বনা মজুমদার

আকস্মিক দুর্ঘটনায় পঙ্গু হয়ে যাওয়া মমতা নাম্নী এক প্রাণোচ্ছল সুন্দরী তরুণীর করুণ উপাখ্যান। স্নেহ প্রেম ভালোবাসার চলমান জগতের সঙ্গে স্থাবর মমতার অবুঝ বোঝাপড়ার এই রক্তাক্ত ইতিবৃত্ত বাংলা সাহিত্যে এক নূতন দিগন্ত উন্মোচন করেছে। পঙ্গু ও বিকলাঙ্গের সংকীর্ণ বিশ্ব, তাদের আশা ও নৈরাশ্যের এমন প্রত্যক্ষ ও প্রামাণিক বিবরণ বাংলা ভাষায় আগে আর লেখা হয় নি। লেখিকার প্রথম উপন্যাস হলেও মনন এবং লিপিকুশলতার জন্য 'সমান্তরাল' নিঃসন্দেহে পাঠকসাধারণের অভিনন্দন অর্জন করবে ॥ মূল্য ১০·০০

সুবর্ণরেখা ॥ ৭৩ মহাত্মা গান্ধি রোড। কলকাতা ৯

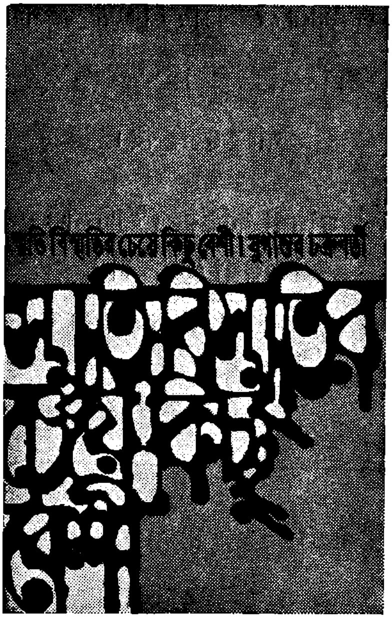

যুগান্তর চক্রবর্তীর কবিতার বই **স্মৃতিবিস্মৃতির চেয়ে কিছু বেশী** পনেরো বছর-ব্যাপী লেখা থেকে নির্বাচিত সংকলন। বেশ কিছু কপি এখনো অবশিষ্ট আছে। দাম তিন টাকা।

লেখাপড়া / ১৮-বি শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট। কলিকাতা ১২

কমলকুমার মজুমদার প্রণীত গ্রন্থাবলী

গল্প-সংগ্রহ ১০·০০

একালের এই শ্রেষ্ঠ গল্পগ্রন্থটির প্রথম সংস্করণ দ্রুত নিঃশেষিত হচ্ছে।

অন্তর্জ্জলী যাত্রা ৫·৫০

বাংলা সাহিত্যসংসারে যে উপন্যাসটি কিংবদন্তির পর্যায়ে উত্তীর্ণ।

পানকৌড়ি ১·২৫

সচিত্র ছড়ার বই।

ছাপা চলছে

দানসা ফকির (নাটিকা)

রিজিয়া (নাটিকা)

সুবর্ণরেখা ॥৭৩ মহাত্মা গান্ধি রোড। কলকাতা ৯

নতুন বই

সমাজচিত্রে ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা প্রহসন

ড. জয়ন্ত গোস্বামী

বিস্তৃত পরিচয়সহ গত শতাব্দীর পাঁচ শতাধিক প্রহসনের পুনরুদ্ধার, প্রকাশ-তারিখসহ সম্পূর্ণ তালিকা ইত্যাদির সঙ্গে রয়েছে আধুনিক সমাজবিজ্ঞানের নিরিখে সেগুলির সমাজচিত্র উপস্থাপন। দেড় হাজার পৃষ্ঠাব্যাপী এই মূল্যবান গবেষণা বাংলাসাহিত্যে এক অনন্য স্থান করে নেবে। মূল্য আশি (৮০·০০) টাকা।

রবীন্দ্রনাথের ট্র্যাজেডি-চেতনা

ড. জীবনকুমার মুখোপাধ্যায়

পাশ্চাত্ত্য ট্র্যাজেডির সূচনাকাল থেকে দেশকালের বিভিন্নতায় ট্র্যাজেডির রস-স্বরূপের বিভিন্নতা এবং সেই পরিপ্রেক্ষিতে রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস, গল্প, নাটক ও নাট্যকাব্যে ট্র্যাজেডির স্বরূপ বিশ্লেষণ। মূল্য কুড়ি (২০·০০) টাকা।

সাহিত্যশ্রী ॥৭৩ মহাত্মা গান্ধি রোড, কলকাতা ৯

এখন পাওয়া যাচ্ছে

শ্রীশঙ্কর ভট্টাচার্য্য রচিত

অর্দ্ধেন্দুশেখর ও বাংলা থিয়েটার

বাংলা থিয়েটারের অবিস্মরণীয় শিল্পীপুরুষ অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফীর জীবনকাহিনীর বিস্তৃত তথ্য এতদিন অজ্ঞাত ছিল। এই প্রথম তাঁর তথ্যসমৃদ্ধ প্রামাণিক ও পূর্ণাঙ্গ জীবনী রচিত হলো। এতাবৎ কোনও গ্রন্থে অসংকলিত তাঁর দুষ্প্রাপ্য আত্মবিবরণী এবং অসংখ্য অজ্ঞাতপূর্ব ও নোতুন উপকরণ গ্রন্থটির প্রধানতম আকর্ষণ। অর্দ্ধেন্দুশেখর ও তৎকালীন থিয়েটার-জগতের সামগ্রিক পরিচয় লাভের পক্ষে এই আকর-গ্রন্থখানি একান্ত অপরিহার্য। মূল্য পঁচিশ টাকা।

শঙ্কর প্রকাশন ॥ ১৫।১এ যুগলকিশোর দাস লেন, কলিকাতা ৬

লোকনাথ ভট্টাচার্যের উপন্যাস

বাবুঘাটের কুমারী মাছ

মূল্য নয় টাকা

যে-বিচিত্র শিবিরের আলেখ্য এই উপন্যাস, তা সব কল্পনাকে হার মানিয়ে বাহ্যিক আরাম ও ইন্দ্রিয়-চরিতার্থতার এক স্বর্গ যেমন একদিকে, অন্যদিকে তেমনি আত্মিক ব্যভিচার ও পশুত্বের গ্লানিতে জর্জরিত মানুষের এক নরক।

এখনো সামান্য সংখ্যক কপি পাওয়া যাচ্ছে।

প্রাপ্তিস্থান

দে বুক স্টোর

শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট ॥ কলকাতা ১২

মা কিংবা প্রেমিক স্মরণে ॥ শামশের আনোয়ার

"কৃত্তিবাস"-পুরস্কারপ্রাপ্ত তরুণ কবির
অর্ধশতাধিক বিচিত্র ও চমকপ্রদ
কবিতার এই সংকলনটির মূল্য মাত্র ৩'০০

রামকৃষ্ণদেব : জীবন ও বাণী ॥ ফ্রিডরিখ্ ম্যাক্স মূলার

সর্বকালের শ্রেষ্ঠ একজন ভারতবিদ্বানের দৃষ্টিতে ভগবান রামকৃষ্ণদেবের জীবন এবং সেইসঙ্গে সমগ্র রামকৃষ্ণ কথামৃতের সারাৎসার ॥ মূল্য ৬'০০

সদ্য প্রকাশিত হয়েছে

On the Decipherment of the Inscriptions of the Seals of Harappa and Mohenjodaro

by Sankar Hajra

হরপ্পা ও মহেনজোদাড়োর লিপিতত্ত্ব বিষয়ে সম্পূর্ণ নূতন দৃষ্টিকোণ থেকে এ বইটি রচিত হয়েছে ॥ মূল্য ২০'০০

অন্যান্য বই

বাঙালীর রাষ্ট্রচিন্তা ॥ সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায় ১৮'০০
ঠগী-কাহিনী ॥ ফিলিপ মেডোজ টেলার ১৫'০০
আমার কথা ॥ বিনোদিনী দাসী ৭'০০
প্রাচীন শিল্প-পরিচয় ॥ গিরীশচন্দ্র বেদান্ততীর্থ ৭'০০
বীরভূমের যম-পট ও পটুয়া ॥ দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায় ৪'০০

সুবর্ণরেখা ॥ ৭৩ মহাত্মা গান্ধি রোড। কলকাতা ৯

পাওয়া যাচ্ছে

সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের কবিতা-সংকলন

জলপ্রপাতের ধারে দাঁড়াব বলে

সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় কবিতা লিখছেন দীর্ঘদিন। বিশ্ববিদ্যালয়-পর্বেই নানা সাময়িক পত্রিকায় তাঁর কবিতা আত্মপ্রকাশ করতে থাকে। নিজের কবিতার নির্মম সমালোচক, তাঁর কাছে কবিতাকর্ম এক নিরন্তর আন্তরিক বোঝাপড়া। সম্ভবত সেই কারণেই সংকলন প্রকাশে এতদিন সম্মত হন নি।

স্বনামধন্য অভিনেতার জটিল দুরূহ ভূমিকার নেপথ্যলোকে সন্তর্পণে গড়ে উঠেছে এক কবি—সংবেদনশীল, আত্ম-সচেতন, প্রত্যয়গাঢ় ঋজুতায় স্বতন্ত্র।

কবিতাপ্রেমিক বৃহত্তর পাঠকসমাজের কাছে এই প্রথম তাঁর কবিতা-সংকলনের প্রকাশ নিঃসন্দেহে উল্লেখযোগ্য ঘটনা। কারণ, তাঁর কবিতায় স্মৃতি ও অনুষঙ্গ, দেশ ও সময়, প্রেম ও বিষণ্ণতা মিলেমিশে এমন অন্তরঙ্গ এক জগৎ রচিত হয়েছে যার সর্বাঙ্গীণ অনন্যতা প্রথাসিদ্ধ কবিতার অতি-অন্যমনস্ক পাঠককেও অপ্রত্যাশিত উপহার দেবে অবয়ব ও ভাবনার নতুন কান্তি, ঐশ্বর্য। প্রচ্ছদশিল্পী : শ্রীসত্যজিৎ রায়। দাম : ৪·০০ টাকা মাত্র।

অন্নপূর্ণা পাবলিশিং হাউস

৭-ই লিণ্ডসে স্ট্রীট। কলকাতা ১৬

'সাহিত্যকে আজো যাঁরা শিল্পকর্ম মনে করেন অসিত গুপ্ত সেই শ্রেণীর লেখক।' এক যুগ ধরে কি গল্পে, কি প্রবন্ধে নিজস্ব বোধ ও ব্যক্তিত্বে এক স্বতন্ত্র পরিমণ্ডল তিনি রচনা করেছেন। এই গ্রন্থের গল্পগুলি বাংলা সাহিত্যে এক নতুন দিক-উন্মোচন—কালের যাত্রায় মানুষের প্রয়োজনীয় ইতিহাস, তার হারানো প্রতিমা, প্রতীক, লোকাচার, লোকশব্দকে পুনরুদ্ধার করে লেখক সাজিয়েছেন নিরবধিকালের প্রেক্ষাপটে। প্রায় প্রতিটি গল্প মানুষের বেদনা, বিদ্রোহ, প্রবৃত্তি-নিবৃত্তির আশ্চর্য অনুষঙ্গ।

নিরুদ্দেশ যাত্রা
এবং অন্যান্য গল্প

প্রচ্ছদ : সত্যজিৎ রায়। ভূমিকা : বিমল কর। দাম : সাত টাকা

THOUGHT, N. Delhi : 'Asit Gupta's collection of short stories gives us a great relief, for he is not unnecessarily obsessed...Life seems to offer him a broader vision and he seeks to present a balanced man's reactions to men, matters and situations to which a senstive author is ceaselessly exposed....Asit Gupta seems to be a serious author...'

ডঃ নীহাররঞ্জন রায় একটি চিঠিতে : 'খুব ভালো লাগলো গল্পগুলির স্বাদ; বহুকাল এমন স্বাদ পাই নি।···কবিতার মতো এক একটি বিশুদ্ধ নিটোল শিল্পকর্ম··· এগুলি যথার্থত ছোট এবং যথার্থত গল্পও বটে।'

এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স (প্রাঃ) লিমিটেড। ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট, কলকাতা ১২।

প্রকাশিত হল

রাজকুমার

সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়

'রাজরাজিত্বি দুধের বাটি/রাজকন্যা পরিপাটি/সোনা দানা মোহর খান/পেতে হলে টালিগঞ্জ যান'—যে টালিগঞ্জে ফিল্ম তৈরি হয়। অনেক স্বপ্ন ও ইচ্ছাপূরণের বাসনা নিয়ে গড়ে উঠেছে সেই ছায়াছবির জগৎ। কিন্তু সেখানে উজ্জ্বল আলোর পাশেই নীরন্ধ্র অন্ধকার, সুদর্শন চোখ-ধাঁধানো কল্পলোকের নায়কনায়িকার পাশেই নিরন্ন বুভুক্ষু অপরিচ্ছন্ন মানুষের ভিড়। এই চলচ্চিত্রলোকের কৃতী নায়ক রাজকুমার। 'রাজরাজিত্বি দুধের বাটি' তার করায়ত্ত হয়েছে, কিন্তু সেই সঙ্গে জড়িয়ে আছে অনেক আপস, অন্যায় ও বিবেকবিসর্জনের ইতিহাস। আমাদের সমাজের সর্বত্রই যেমন, তার জীবনেও তেমনি প্রতিষ্ঠা ও সফলতার হাত ধরে আসে নৈতিক ও মানবিক অবক্ষয়। অনেক দেরি হয়ে গেলেও শেষপর্যন্ত শিল্পীর সহজাত সততা ও আদর্শকে আঁকড়ে ধরে চরম মূল্যে প্রতিবাদ জানিয়ে যাওয়া ছাড়া আর কোনো রাস্তা তার সামনে খোলা ছিল না। অভিনেতৃ সংঘ-প্রযোজিত তিন অঙ্কের পূর্ণাঙ্গ মঞ্চসফল নাটকের প্রথম প্রকাশ। প্রচ্ছদশিল্পী : শ্রীসত্যজিৎ রায়। দাম : পাঁচ টাকা মাত্র।

সুবর্ণরেখা ॥ ৭৩ মহাত্মা গান্ধি রোড। কলকাতা ৯

আপনি নিশ্চয়ই জানেন···

॥ স্বাধীনতার ২৭ বছর পরেও আমাদের দেশে নিরক্ষরের সংখ্যা ৩৮ কোটি ৭৩ লক্ষ ; এবং শুধু পশ্চিমবঙ্গেই তার সংখ্যা প্রায় ৩ কোটি !

॥ আপনি কি ভেবে দেখেছেন, একজন শিক্ষিত ভারতবাসী হিসেবে এই অসহনীয় অবস্থার বিরুদ্ধে কীভাবে লড়াই করবেন ?

॥ আমরা শুরু করেছি অভিযান নিরক্ষরতার বিরুদ্ধে, শিক্ষাকে 'দেশজোড়া ভূমিকা' দেওয়ার জন্য। আপনি কি এতে অংশ নেবেন না ? আসুন, আমরা সম্মিলিতভাবে এই অভিযানকে আরো ব্যাপক করে তুলি। মনে রাখবেন এ দায় আমার, আপনার, সকলের।

॥ অন্নবস্ত্রের ন্যূনতম চাহিদা মেটানোর সঙ্গেই চাই জনশিক্ষার প্রসার। এ কাজে সাহসের সঙ্গে এগিয়ে যাচ্ছে 'সাক্ষরতা প্রকাশন'। ক্রমাগত প্রকাশনার ব্যয়বৃদ্ধি সত্ত্বেও 'সাক্ষরতা প্রকাশন' দুর্লভ বইকে সুলভ করেছে।

॥ গত ১ বছরে আরো যে সমস্ত কর্মসূচীর মধ্যে আমরা অনেকখানি সাফল্যের সঙ্গে নিজেদের ছড়িয়ে দিতে পেরেছি :

॥ বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র / শিশু সাক্ষরতা কেন্দ্র / কেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিক কর্মীদের প্রশিক্ষণ / বিদ্যালয় সাক্ষরতা কর্মসূচী / সাক্ষরতা গ্রামোন্নয়ন সংস্থা / প্রচার ও প্রদর্শনী / 'বর্ণপরিচয়' পত্রিকার প্রকাশ / জাতীয় সেবাদল গঠন / বিবিধ ত্রাণকার্য / কেন্দ্রীয় ও জেলা সংগঠনগুলিকে আরো শক্তিশালী করে তোলা।

—

পশ্চিমবঙ্গ নিরক্ষরতা দূরীকরণ সমিতি

বিদ্যাসাগর সাক্ষরতা ভবন

৬০ পটুয়াটোলা লেন ॥ কলিকাতা ৯

এক্ষণ
সাহিত্য ও সংস্কৃতিবিষয়ক দ্বিমাসিক পত্রিকা
একাদশ বর্ষ ॥ ৩-৪ যুগ্ম বিশেষ সংখ্যা ১৩৮১ ॥ সূচিপত্র

বিশেষ সংখ্যা

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডায়েরি ॥ সম্পাদনা : যুগান্তর চক্রবর্তী

ভূমিকা ৮
ডায়েরি ১৭
সংযোজন ১২৫
নির্দেশপঞ্জি ১২৫

স্কেচ ও নাম-লিপি / সত্যজিৎ রায়

ডায়েরির প্রতিলিপি : পৃ ২১, ২৪, ২৫, ২৬, ৩০, ৪৩, ৪৫, ৪৭, ৪৯, ৫২, ৫৮, ৬০, ৬৯, ৮১, ১০৬, ১১৯, ১২৩

পত্রিকার কথা ১৫৮

প্রচ্ছদপট : সত্যজিৎ রায়

সম্পাদক : সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ॥ নির্মাল্য আচার্য

কার্যালয় : ৭৩ মহাত্মা গান্ধি রোড ॥ কলকাতা ৯

এক্ষণ / ৩১ মে ১৯৭৫

একটি সংখ্যা প্রকাশিত হলেই এক্ষণের অনুরাগী পাঠকের প্রশ্ন : পরের সংখ্যা কবে প্রকাশিত হবে ? সেই সংখ্যায় কী থাকবে ? প্রথম প্রশ্নের উত্তর আমাদের প্রায় অজানা। কারণ, আমাদের স্বীকার করতেই হচ্ছে, এক্ষণ অনিয়মিত প্রকাশের পত্রিকা। তার মানে এ নয় যে এটা আমাদের খুব ইচ্ছাকৃত। পত্রিকার নিয়মিত প্রকাশ এতগুলি ব্যাপারের উপর নির্ভর করে, যার অধিকাংশের উপরেই আমাদের কোনো নিয়ন্ত্রণ খাটে না। তাই পাঠকদের এবং বিশেষত গ্রাহকদের মাঝে মাঝেই ধৈর্যচ্যুতি ঘটে। কেউ কেউ ক্রমাগত আমাদের চিঠি লেখেন। সব সময় তার জবাব দেওয়াই কি সম্ভব হয়! পুরনো গ্রাহকদের কাছে ব্যাপারটা অভ্যস্ত হয়ে গেছে। তাঁরা জানেন, এক্ষণ প্রকাশের কোনো সঠিক তারিখ দেওয়া সম্ভব নয়। যেদিন প্রকাশ পেল, সেদিনই তার প্রকাশের সঠিক তারিখ। শুধু শারদীয় সংখ্যাকে পুজোর আগেই বার করা অনিবার্য হয়ে পড়ে, সেটাও অনেকটা আমাদের চেষ্টা-নিরপেক্ষ ঘটনা। তবে এসব সত্ত্বেও গ্রাহকরা ক্ষতিগ্রস্ত হন না। এক বছরের পত্রিকা তিন বছর ধরে বেরোলেও তাঁরা পত্রিকা ঠিকই পেয়ে যেতে থাকেন, যদি-না ইতিমধ্যে নিজেদের ঠিকানা-বদলের খবর আমাদের জানাতে ভুলে যান। আবার সবটাই নিস্তরঙ্গ নয়। এত দেরি দেখে সেদিন তো কলকাতায় এক গ্রাহক ক্ষুব্ধ হয়ে চিঠিই লিখে বসলেন যে গ্রাহক হয়ে তিনি টাকাটাই 'জলে' দিয়েছেন! ইতিহাস-ভূগোলহীন এ রকম লোক তো কিছু থাকবেনই! অনেক সওদায় 'নট রিফানডেব্‌ল' ছাপ মারা থাকলেও, এঁদের জন্য পত্রিকার চাঁদাটা অবশ্যই 'রিফানডেব্‌ল'। আর একটা কথাও ভাবার আছে। শহরের মধ্যে গ্রাহক হওয়ার খুব দরকার থাকে না। কারণ, প্রকাশিত হলে কাগজ সংগ্রহ করা সহজ। কিন্তু কলকাতার বাইরে যাঁরা থাকেন, তাঁদের পক্ষে গ্রাহক হওয়া বেশি জরুরি। প্রকাশিত হয়ে ফুরিয়ে গেলেও তাঁদের পত্রিকা পাওয়ার নিশ্চয়তা থাকে। সত্যি কথাটা হচ্ছে, গ্রাহক হওয়া পত্রিকার পক্ষে খুব একটা লাভজনক ব্যাপার নয়, যতটা গ্রাহকদের পক্ষে।

দ্বিতীয় প্রশ্ন, অর্থাৎ, পরবর্তী সংখ্যায় কী থাকবে, এর উত্তর কিছুটা আমাদের জানা থাকে বৈকি! কিন্তু বিশেষ প্রয়োজনীয় ক্ষেত্র ছাড়া লেখা সম্পর্কে বিজ্ঞপ্তি প্রচারে আমাদের নিতান্তই অনিচ্ছা। আমরা বিশ্বাস করি, পত্রিকায় যা কিছুই প্রকাশিত হবে তা কোনো-না-কোনো দিক থেকে পাঠকেরা, এক্ষণের পাঠকেরা, মূল্যবান বা তাৎপর্যপূর্ণ মনে করবেন। আগে থেকে অহেতুক প্রত্যাশা রচনা করা সাহিত্য-সংস্কৃতিক্ষেত্রে সওদাগরদের শোভা পায়।

—

এক্ষণ : বিশেষ সংখ্যা ১৩৮১

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডায়েরি

সম্পাদনা যুগান্তর চক্রবর্তী

ভূমিকা

বঙ্গাব্দ ১৩৮১ শারদীয় 'এক্ষণ'-ক্রোড়পত্রে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শেষ চারখানি ডায়েরি প্রথম প্রকাশের পর, দ্বিতীয় পর্যায়ে এবার প্রকাশিত হচ্ছে তাঁর অবশিষ্ট ডায়েরিগুলি—ডায়েরি-বইয়ের মুদ্রিত সাল-অনুযায়ী সময়কাল ১৯৪৫ থেকে ১৯৫০। প্রথম পর্যায়ে প্রকাশিত শেষ চারখানি ডায়েরির কালগত সীমা ছিল ১৯৫১ থেকে ১৯৫৪।

ইচ্ছে ক'রেই আমরা শেষ থেকে শুরু করি, এবং তার কিছু কারণ তখনই জানানো হয়েছিল। কিন্তু যে-কথা স্পষ্ট বলা হয় নি, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাঠকের কাছে তাঁর শেষজীবনের চারখানি ডায়েরির অপ্রতিরোধ্য অভিজ্ঞতাই ওই ডায়েরিগুলির প্রথম প্রকাশের একমাত্র কারণ নয়। আমাদের দিক থেকেও কিছু কারণ ছিল যা নেহাতই ব্যবহারিক, এবং যার সঙ্গে উভয় পর্যায়ের আপেক্ষিক গুণাগুণ বা গুরুত্বের কিছুমাত্র সম্পর্ক নেই। ঘটনা এই যে, শেষ চারখানি ডায়েরির তুলনায় বর্তমান পর্যায়ের ডায়েরিগুলির বিন্যাস ও ব্যবস্থাপনা ছিল অনেক বেশি জটিল ও দুরূহ। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শেষজীবনের অন্তর্গত বিপন্নতা সত্ত্বেও তাঁর শেষ চারখানি ডায়েরি ছিল অবিমিশ্র জার্নাল। সাল-তারিখের বিশৃঙ্খলা সেখানেও ছিল, কিন্তু এবারের তুলনায় তেমন কিছু নয়। উপরন্তু, বর্তমান ডায়েরিগুলির প্রসঙ্গ ও পরিধি এমনই বিচিত্র ও ব্যাপক, দিনপঞ্জির সঙ্গে একাকার এমন নানাবিধ লেখা ডায়েরির পর ডায়েরির পাতা জুড়ে থেকে-থেকে দেখা দেয় যে, তার সমগ্র অবয়ব ক্রমাগত বিপন্ন হয়ে পড়ে। একরূপ নিরুপায় হয়েই, শেষ চারখানি ডায়েরি আমরা প্রথমে ছেপে দিই, এবং আশা করি, আমাদের প্রাথমিক প্রয়াসের সূত্র ধ'রে, পরবর্তী পর্যায়ের বিন্যাসব্যবস্থা হয়তো ক্রমেই আমাদের কাছে পরিচ্ছন্ন হবে, এবং এ-ভাবেই নির্ধারিত হবে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমগ্র ডায়েরির সম্পাদনা-সংক্রান্ত চূড়ান্ত নীতিগুলি।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডায়েরির সাধারণ পরিচয় গতবারেই দেওয়া হয়েছে। এবারের ডায়েরিগুলির বিশেষ পরিচয় দেবার আগে গতবারের কিছু-কিছু ভুল-ত্রুটি এবং উভয় পর্যায়ের সম্পাদনার একটি মূল নীতিপ্রসঙ্গে দু'-একটি কথা বলা দরকার।

গতবারের ভুলত্রুটি

১. গতবারের ডায়েরির মুদ্রিতপাঠ ২-সংখ্যক অংশে উল্লিখিত 'অনিলবাবুর' সম্পূর্ণ নাম, সংশয়বশত, নির্দেশপঞ্জিতে দেওয়া হয় নি। নেহাতই কথাচ্ছলে শ্রীঅনিল কাঞ্জিলাল জানিয়েছেন, 'অনিলবাবু' এ-ক্ষেত্রে তিনি।

> ২. মুদ্রিতপাঠ ৬-সংখ্যক অংশের 'C ও D' প্রসঙ্গে নির্দেশপঞ্জি ৬/২-এ বলা হয়েছিল : 'D' ড্রিঙ্ক-এর আদ্যাক্ষর, বা, আরো সঠিকভাবে 'দেশী'। 'C' একইভাবে সিগারেট, যদিও, অন্যমনস্কতাবশতই, 'সিগারেট' কথাটি পৃথকভাবে পরেই লেখা হয়েছে।...

দেখা যাচ্ছে, 'D'-সম্পর্কে আমাদের বক্তব্য যতটা সঠিক, 'C'-সম্পর্কে ঠিক ততটাই ভুল। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি হিসাবের খাতায় (১৯৫০-৫২) কোনো-কোনো দিনের সংসার-খরচার সঙ্গে লেখা আছে, '1C' বা '½C', কখনো-বা একই দিনে পর-পর'1D' ও '1C' বা '½C'।

এ-জাতীয় আরো-কিছু সাংকেতিক অক্ষর, 'P' বা 'H' বা 'B', এমনকি, বাংলা হরফে 'অ', একই হিসাবের খাতায় পাওয়া যায়, এবং এইসব সংকেতের ব্যাখ্যা আজ অনেকটাই আনুমানিক হতে বাধ্য। আমাদের ভুল হয়েছিল নিশ্চিতভাবে কিছু বলা।

গতবারের ডায়েরি বেরোনোর পর, আমাদের জনৈক বন্ধু 'C'-সম্পর্কে আমাদের ব্যাখ্যার সম্ভাব্য ভুলের প্রতি প্রথম আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন, এবং নিজস্ব একটি ব্যাখ্যাকে প্রামাণিক ব'লে দাবি ক'রে লঘুভাবেই বলেন, 'লাইনের লোক' না-হওয়ায় আমি ভুল ব্যাখ্যা করেছি। খুবই ঠিক কথা। কিন্তু উক্ত বন্ধুর কাছে কৃতজ্ঞ থেকেও তাঁর 'প্রামাণিক' ব্যাখ্যাটি পাঠকের পরীক্ষার্থে পেশ করা গেল না, কারণ, ইতিমধ্যে আরো কেউ-কেউ তাঁদের নিজস্ব 'লাইন'-অনুযায়ী অধিকতর রোমহর্ষক আরো একটি ব্যাখ্যাকে একইরকম প্রামাণিক ব'লে দাবি করছেন। বস্তুত, গতবারের ডায়েরি বেরোনোর পর থেকে, একমাত্র 'C'-প্রসঙ্গে এত প্রশ্ন এতবার আমাদের কানে আসে যে, ওই একটিমাত্র অক্ষরের এমন প্রতীকী সম্ভাবনায় আমি নিজেও কম রোমাঞ্চিত নই।

৩. সামান্য খেয়ালের অভাবে ভুল হয়ে যায়, নির্দেশপঞ্জি ৬/৪-এ বলা হয় : '4D' অর্থাৎ 4 আউন্স [?] মদ। সংশয়সূচক চিহ্ন অবশ্য ছিল, যদিও সংশয়ের অবকাশ তেমন কিছু ছিল না। মূল ডায়েরির মুদ্রিতপাঠ ৬-সংখ্যক অংশে লাইনটি এইরূপ :

> Ist week=দৈনিক ½ বেশী না হয়। মোট 4D

সপ্তাহের হিসাব, কাজেই মোট পরিমাণ '4 আউন্স' হতেই পারে না, '4 বোতল' হওয়াই সম্ভব—বিশেষত 'দৈনিক ½' প্রসঙ্গে নির্দেশপঞ্জির একই অংশে লেখা হয়েছিল 'আধ বোতল'।

৪. মূল ডায়েরির ৯২-সংখ্যক মুদ্রিতপাঠের পাদটীকায় বলা হয়েছিল :

> তারিখ নেই। 'স্ব নির্বাচিত গল্প'-র প্রসঙ্গ থেকে অনুমান হয় ১৯৫৫-র শেষভাগ বা ১৯৫৬-র গোড়ায় লেখা।

' স্ব-নির্বাচিত গল্প বাবদ ন'শো টাকা আগাম…'মূল ডায়েরির এই প্রসঙ্গ থেকে, সম্ভাব্য তারিখের সূত্র হিসাবে আমরা গ্রন্থটির প্রকাশকালকে ধরি। কিন্তু এবারের ডায়েরি থেকে জানা যাচ্ছে,'স্ব-নির্বাচিত গল্প'-র চুক্তি হয় ২. ৯. ৫৩ তারিখে এবং এ-বাবদ লেখক উপরোক্ত টাকা পান। কাজেই উল্লিখিত অংশটি ১৯৫৩-র শেষভাগে লেখা বলে মনে হয়।

উপরোক্ত ভুলগুলি ছাড়াও আরো কিছু ভুলত্রুটি থেকে যাওয়া সম্ভব, এবং কিছু-কিছু ছাপার ভুল অবশ্যই থেকে গেছে। কিন্তু যা ঠিক ভুল নয়, তথ্যগত অসম্পূর্ণতা, বা এমন কোনো প্রসঙ্গ যে-বিষয়ে আমাদের সঠিক জানা নেই বলেই কিছু বলা হল না, উভয় পর্যায়ের ডায়েরিতেই তেমন কিছু অসম্পূর্ণ তথ্য বা অজ্ঞাত প্রসঙ্গ আমাদের জ্ঞাতসারেই থেকে গেল। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে যে-কোনোভাবে সম্পর্কিত যে-কেউ যদি তেমন কোনো তথ্য আমাদের জানান, বা নিজেরাই সে-বিষয়ে পৃথকভাবে লেখেন, তবে সম্পূর্ণ ডায়েরির মুদ্রিতপাঠ গ্রন্থাকারে প্রকাশকালে যথারীতি স্বীকৃতি-সহ সে-সব প্রসঙ্গ সংযোজিত হবে।

গ্রহণ-বর্জন

যে-কোনো লেখকের মৃত্যুর পর প্রকাশিত ডায়েরি বা চিঠিপত্র-জাতীয় রচনার মৌলিক অন্তর্বিরোধ এই যে, ডায়েরি বা চিঠিপত্র যদিও মূলত প্রকাশের জন্য লেখা নয়, তবু লেখকমাত্রেরই এইসব ব্যক্তিগত লেখা শেষপর্যন্ত সম্পূর্ণভাবে লেখকের হাতছাড়া হয়ে যায়। এ-জাতীয় রচনার যে-কোনোরূপ প্রকাশ, প্রকাশের পক্ষে প্রয়োজনীয় পরিমার্জনা বা পরিবর্জন, এমনকি আদৌ তা প্রকাশিত হবে কি না সে-বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ইত্যাদি কোনো কিছুই আর লেখকের হাতে থাকে না, এবং তা থাকে না বলেই ডায়েরি বা চিঠিপত্রের লেখকমাত্রই প্রথমাবধি সম্পাদকের মুখাপেক্ষী—যে-সম্পাদককে বেছে নেবার সুযোগ বা স্বাধীনতা পর্যন্ত লেখকের নেই।

এখান থেকেই দেখা দেয় আরেক অন্তর্বিরোধ। পাঠকের দিক থেকে, ডায়েরি বা চিঠিপত্রের লেখক এক অর্থে সম্পাদকের রচনা, এবং এইসব ব্যক্তিগত লেখার মৌলিক বিশ্বাসযোগ্যতা অন্তত প্রাথমিকভাবেও একমাত্র সম্পাদকের উপর নির্ভর করে। লেখককে জানার পক্ষে তাঁর সমূহ রচনা আমাদের কাছে প্রয়োজনীয় জেনেও, লেখক-বিশেষের ডায়েরি বা চিঠিপত্র সত্যিই কতটা প্রয়োজনীয় বা আদৌ প্রয়োজনীয় কি না, ছাপা হবার আগে পর্যন্ত পাঠকের পক্ষে তা বুঝে ওঠার উপায় থাকে না। লেখক ও পাঠক উভয়ের পক্ষ থেকে প্রাথমিক দায়িত্ব এ-ক্ষেত্রে সম্পাদককেই নিতে হয়—লেখকের ব্যক্তিগত রচনাসমূহের সমস্তটাই লেখক ও পাঠক উভয়ের পক্ষেই একইভাবে জরুরী কি না, বা কতদূর পর্যন্ত তা প্রকাশ্যে আনা চলে, একমাত্র সম্পাদকই তা চূড়ান্তভাবে স্থির করেন, যদিও সম্পাদকের ভূমিকায় এমন চূড়ান্ত দায়িত্ব কে নেবেন তা স্থির করার ব্যাপারে লেখকের মতোই পাঠকেরও কোনো হাত নেই। ডায়েরি-জাতীয় রচনার লেখক ও পাঠকের মাঝখানে সম্পাদকের ভূমিকা এই অর্থেই নিরঙ্কুশ, কিন্তু তা যথার্থই

অনিবার্য না বস্তুত স্বেচ্ছাচারী, একমাত্র ছাপা হবার পরেই পাঠকের পক্ষে সে-বিষয়ে মতামত দেওয়া সম্ভব। কখনো-কখনো, ছাপা হবার পর, কোনো-কোনো পাঠকের এমন কথাও মনে হওয়া অসম্ভব নয় যে, এইসব ব্যক্তিগত লেখা ছাপানোর প্রয়োজনীয়তা একেবারেই ছিল না, বা তার সবটাই প্রকাশ করা উচিত হয় নি।

অন্তত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গতবারের ডায়েরি বেরোনোর পর কারো-কারো মনে হয়েছে যে তা ছাপানো উচিত হয় নি, এবং এমন কথা যে কেউ-কেউ বলতে পারেন তা গতবারের ভূমিকায় বলা হয়েছিল। আপত্তির কারণ এই যে, এ-ডায়েরি নিতন্তাই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আংশিক ও খণ্ডিত পরিচয়। খুবই স্বাভাবিক। গতবারের ডায়েরির সংখ্যা ছিল চার ও সময়কাল বিক্ষিপ্তভাবে পাঁচ বছর ; এবারের অবশিষ্ট ডায়েরিগুলি ধরলেও মোট সময়কাল মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমগ্র লেখকজীবনের অর্ধাংশেরও কম। উপরন্তু, এই সময়কালের সব কথাও নিশ্চয় তিনি লেখেন নি, যতটুকু লিখেছেন তা-ও কোনোক্ষেত্রেই কোনো সম্ভাব্য পাঠকের কথা ভেবে লেখা নয় এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দ্রুত বা আকস্মিক লেখা—পুনর্বিবেচনার সুযোগ ছিল না, দ্বিতীয়বার দেখার সময় পর্যন্ত হয় নি। কিন্তু এও তো ঠিক, ডায়েরিগুলি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন—না লিখলেও পারতেন, তবু লিখেছেন। অনেক কিছুর মধ্যে, তাঁর আর সব কাজের পাশাপাশি, এই লেখাও তাঁর কাছে সেই মুহূর্তে জরুরী বলে মনে হয়েছে—এবং অনেকক্ষেত্রেই তা দৈনিক, ধারাবাহিক লেখা, লেখক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের একই সময়কালের গল্প ও উপন্যাসের সমান্তরাল রচনা। আংশিক ও খণ্ডিত নিশ্চয়, কিন্তু তা সমগ্র মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়েরই এক খণ্ডিত অংশ। এখন, সমগ্র অংশমাত্রেরই যোগফল কি না, বা অংশমাত্রই সমগ্রের পক্ষে কতটা গুরুত্বপূর্ণ, নাকি সামগ্রিক ধারণার জন্যেই অংশগুলিরও নির্বাচন প্রয়োজন—এইসব জটিল প্রশ্ন ছেড়ে দিয়ে সমস্যা থেকে যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই ডায়েরিগুলি পেয়ে যাবার পর কী করা যেতে পারতো! ছেপে দেবার পরিবর্তে ফেলে দেওয়া বা চেপে রাখাই উচিত ছিল, এমন কথা বলতে পারেন তেমন কেউ সত্যিই কি আছেন ?

তবে এ-কথা সত্য, অংশকেই সমগ্র ব'লে ধরে নেবার সুবিধাজনক প্রবণতা কখনো-কখনো দেখা যায়। যেমন, গতবারের ডায়েরি বেরোনোর পর কোনো ইংরেজি দৈনিকের রবিবাসরীয় পুস্তকসমালোচক, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়-সম্পর্কে একটি ইংরেজি পুস্তিকার সমালোচনা-প্রসঙ্গে, সদ্যপ্রকাশিত ডায়েরির সাক্ষ্য মেনে সত্বর লেখেন: 'In his last days, not Karl Marx but Goddess Kali was his refuge.' মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আত্মিক আশ্রয় হিসাবে দু'টিমাত্র বিদেশী নামই এ-যাবৎ শোনা গেছে: ফ্রয়েড ও মার্কস। এতদিনে তবে একটি দেশী নামও পাওয়া গেল: মা কালী! আশা হয়, আমাদের প্রতিষ্ঠানপুষ্ট সাহিত্যঐতিহ্যে এবার মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ধর্মতঃ গৃহীত হবেন। প্রসঙ্গত, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যুর পর 'স্টেট্‌সম্যান'-পত্রিকার সম্পাদকীয়

শোকসংবাদেই না লেখা হয়েছিল : '…he spent the last years of his life seeking an escape from reality by external means.'

হয়তো এ-সব কারণেই কেউ-কেউ মনে করেন, ডায়েরি-জাতীয় রচনার সমস্তটাই নির্বিচারে ছাপানো উচিত নয়। অন্যদিকে, কিছুমাত্র বাদ-দেওয়া সম্পর্কেই অনেকের ঘোরতর আপত্তি, এবং গ্রহণ-বর্জনের এই উভয়-সংকটে, দেখা যায়, সম্পাদকের ভূমিকা ঠিক ততটাই নিরঙ্কুশ নয়।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডায়েরির সম্পাদনার নীতি হিসাবে, বর্জনের প্রশ্নকে সাধারণভাবে বর্জন ক'রে, একমাত্র গ্রহণের নীতিকেই আমরা গ্রহণীয় ব'লে মনে করি। কিন্তু সকলেই জানেন, লেখকমাত্রেরই মৃত্যুর পর প্রকাশিত ডায়েরির সম্পাদনায় কিছু-না-কিছু বর্জনের প্রশ্ন বাধ্যতই দেখা দেয়। চূড়ান্তবিচারে, একমাত্র 'ফটোস্ট্যাট-কপি' ছাড়া এ-জাতীয় রচনার অবিকল মুদ্রণ কার্যত অসম্ভব। সে-প্রশ্ন বাদ দিলেও, যে-কোনো ডায়েরিতে এমন কিছু অংশ থাকেই যার পাঠোদ্ধার কঠিন বা অর্থবোধ দুঃসাধ্য ; এমন কিছু প্রসঙ্গ, পারিবারিক পরিধির বাইরে অন্য কারো পক্ষে যা বুঝে ওঠা সম্ভব নয় ; কিম্বা অতিনিকট আত্মীয়স্বজন সম্পর্কে কোনো তাৎক্ষণিক মন্তব্য বা ব্যক্তিগত উল্লেখ যা লেখক-সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানায় না, যদিও সংশ্লিষ্ট নিকটজনের অস্বস্তি বা অসুবিধার কারণ হয়—এইসব অংশ এ-কারণেই প্রকাশ্য নয় যে, ডায়েরির মধ্য দিয়ে আমরা লেখককেই জানতে চাই, তাঁর আত্মীয়বর্গকে নয়। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডায়েরি থেকে এ-জাতীয় সামান্য কিছু অংশ গতবারে বর্জিত হয়েছিল, এবারও হয়েছে। পৃথিবীর সমস্ত লেখকের ডায়েরি থেকেই এ-জাতীয় বর্জন ডায়েরিমাত্রেরই সম্পাদনার স্বীকৃত নীতি—প্রকাশের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য এই বর্জনপ্রসঙ্গে কেউই কোনো প্রশ্ন করেন না। কিন্তু মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গতবারের ডায়েরির বর্জনপ্রসঙ্গে প্রশ্ন উঠেছে। হয়তো আমাদের দেশের কোনো লেখকের এমন অতিব্যক্তিগত ডায়েরি এই প্রথম ছাপা হল বলেই গ্রহণ-বর্জনের প্রাথমিক ভিত্তি ও নীতিগত সীমা নিয়েও এতসব প্রশ্ন। বা, হয়তো সবটাই ঠিক ততটাই সরল প্রশ্ন নয়। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়-সম্পর্কে কোনো প্রশ্নেরই মীমাংসা খুব সরলভাবে হয় নি।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গতবারের ডায়েরি থেকে সামান্য কিছু বর্জনের কথা আমরা নিজেরাই জানাই এবং ভূমিকায় বলি, 'দু-একটি ক্ষেত্রে, আক্ষরিক অর্থে তা-ই, লাইন কয়েক বর্জনের স্বাধীনতা আমি নিয়েছি।' মুদ্রিত ডায়েরির প্রতিক্ষেত্রে এ-জাতীয় বর্জনের উল্লেখ ছাড়াও, একটি অংশের পাদটীকায় কারণ হিসাবে বলা হয়েছিল, '…নেহাতই পারিবারিক বা একান্ত ব্যক্তিগত বিবেচনায় বর্জিত হয়েছে।' মনে হয়, 'পারিবারিক বা একান্ত ব্যক্তিগত'—এরই মধ্যে কেউ-কেউ অতিরিক্ত গোপনতার গন্ধ পেয়েছেন এবং ধরে নিয়েছেন, এমন তবে কিছু এই সুযোগে চেপে যাওয়া হল যা প্রচলিত অর্থে 'আপত্তিকর'। যদি তাই-ই হতো, তবে গতবারের ডায়েরির কিছুই প্রায় ছাপা যেত না, এবং এবারের ডায়েরিরও অনেকটাই একই কারণে বাদ দেবার দরকার হতো।

বস্তুত, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'পারিবারিক বা একান্ত ব্যক্তিগত' জীবন নিয়েই তাঁর সমগ্র ডায়েরির পাতা জুড়ে এমন মারাত্মকভাবে উপস্থিত যে, যে-কোনোরকম বর্জনের নামেই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তাঁর ডায়েরিকে একইসঙ্গে রক্ষা করা যে-কেনো সম্পাদকেরই অসাধ্য ছিল। আমরা তাই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডায়েরিকেই যথাসাধ্য রক্ষা করি। বর্জনের পরিমাণ ও প্রকৃতি তাই এমনই অকিঞ্চিৎকর বা নেহাতই নিয়মমাফিক যে হয়তো তা উল্লেখেরও অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু মুশকিল এই যে, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়-সম্পর্কে এমন কিছু কিংবদন্তি বহুকাল প্রচলিত যার সবটাই বিশুদ্ধ সাহিত্যগত নয়—হয়তো তাঁর ডায়েরিতে সে-সবের সমর্থন না-পেয়েই একমাত্র বর্জন-সম্পর্কেই কারো-কারো কৌতূহল অতিমাত্রায় বেশি ও আপসোস শেষ হয় না, এবং অচরিতার্থ কৌতূহল কেবলই আরো-কিছু জনশ্রুতির জন্ম দেয়।

দু'টি ক্ষেত্রে ডায়েরি-সম্পাদনার সাধারণ রীতি আমরা মানি নি। এক, মূল ডায়েরির কোনো প্রাসঙ্গিকতা-বর্জিত বা সংশয়জনক অংশ, এমনকি অসম্পূর্ণ বাক্য ও বাক্যাংশ বা সংক্ষিপ্ত এক-আধ লাইন লেখা, এ-জাতীয় কিছুই মুদ্রিতপাঠে বাদ দেওয়া হয় নি —প্রতিক্ষেত্রে বন্ধনীভুক্ত পাদটীকায় এইসব অংশ-সম্পর্কে মন্তব্য ছাড়াও, লিখিত পৃষ্ঠাগুলির চেহারা ও চরিত্র, এলোমেলো বিশৃঙ্খলা বা কাটাকুটি, এমনকি কোনো-কোনো ক্ষেত্রে হাতের লেখার ধরন যা আলাদাভাবে চোখে পড়ে, ইত্যাদির যথাসম্ভব বর্ণনার সাহায্যে মূল ডায়েরির খানিকটা অন্তত আভাস মুদ্রিতপাঠেও রাখা হয়েছে। দুই, মূল ডায়েরিতে উল্লিখিত স্বনামধন্য ব্যক্তিবর্গ মুদ্রিতপাঠেও তাঁদের স্বনামেই উপস্থিত—আদ্যাক্ষরের আশ্রয়ে তাঁদের আড়াল করা হয় নি, এবং দু'-একটি অনুল্লেখ্য ব্যতিক্রম ছাড়া, স্বনামধন্য সকলের সম্পর্কেই মূল ডায়েরির যা-কিছু বক্তব্য যথাযথ মুদ্রিত হল। স্বনামধন্য ব্যক্তিমাত্রই অবশ্য ইতিহাসের অংশ এবং সর্বদাই সমালোচনার বশবর্তী, তবু তাঁদের কারো-কারো সম্পর্কে লেখকের ব্যক্তিগত প্রতিক্রিয়া একমাত্র লেখকই ব্যাখ্যা করতে পারতেন। যেহেতু সে-সুযোগ আজ আর নেই, তাই, অন্তত জীবিত কোনো ব্যক্তি-সম্পর্কে লেখকের তীব্র বা কঠোর কোনো মন্তব্য হয়তো সম্পাদনার প্রচলিত নীতি মেনেই বাদ দেওয়া উচিত ছিল। কিন্তু এ-ক্ষেত্রেও মুশকিল হতো এই যে, এ-জাতীয় বর্জনের কথা উঠলেই সন্দেহ ঘোরতর হতো—সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও বিষয়-সম্পর্কে নানাপ্রকার অনুমান থেকে হয়তো শেষপর্যন্ত সম্পাদকের 'নিরপেক্ষতা'-সম্পর্কেই প্রশ্ন উঠতো। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডায়েরির সম্পাদনার নীতি-প্রসঙ্গে এই 'নিরপেক্ষতা'র প্রশ্ন কেন, আশা করি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাঠকমাত্রই তার অর্থ বুঝবেন।

এবারের ডায়েরিগুলি

আগেই বলা হয়েছে, ডায়েরি-বইয়ের মুদ্রিত সাল-অনুযায়ী এবারের ডায়েরিগুলির সময়কাল ১৯৪৫ থেকে ১৯৫০। এর মধ্যে ১৯৪৮-এর ডায়েরি-বই দু'টি, ফলে এবারের মুদ্রিতপাঠের উৎস মোট সাতখানি ডায়েরি-বই—ডায়েরি-বই ছাড়াও মানিক

বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি কবিতার খাতা থেকে ডায়েরি-ধর্মী তিনটি অংশ এবারের মুদ্রিতপাঠে গৃহীত হয়েছে। লেখার তারিখ-অনুসারে বর্তমান পর্যায়ের কালগত সীমা ১৯৪৫ থেকে ১৯৫৬, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখকজীবনের শেষ বারো বছর সময়। প্রকৃতপক্ষে, গতবার এবং এবারের দুই পর্যায়ে প্রকাশিত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমগ্র ডায়েরির রচনাকালও এই বারো বছর সময়, ১৯৪৫ থেকে ১৯৫৬—গতবারের চারখানি ডায়েরি-বইয়ের লেখার তারিখ ১৯৫২ থেকে শুরু হয়ে ১৯৫৬'য় শেষ হয়েছিল। গতবার এবং এবারের ভিন্ন দু'টি পর্যায় তাই নেহাতই প্রাথমিক প্রকাশের সুবিধাজনক ব্যবস্থা, বা সঠিক অর্থে সাময়িক অব্যবস্থা—ডায়েরি-বইয়ের মুদ্রিত সাল-অনুযায়ী গতবারের শেষ চারখানি ডায়েরি, বস্তুত, লেখার তারিখ-অনুসারে বর্তমান পর্যায়ের সমগ্র সময়কালেরই অন্তর্ভুক্ত। গ্রন্থাকারে প্রকাশকালে সমগ্র ডায়েরির বারো বছর সময় যথাক্রমে বিন্যস্ত হবে।

মূল ডায়েরির নিম্নরূপ কয়েকটি অংশ বর্তমান মুদ্রিতপাঠে আপাতত বাদ রাখা হল—গ্রন্থাকারে প্রকাশকালে এই অংশগুলির যথাসম্ভব সমস্তটাই সমগ্র ডায়েরির পরিশিষ্ট হিসাবে মুদ্রিত হবে :

ক. বিভিন্ন ডায়েরি-বইয়ে ছড়ানো লেখা-সংক্রান্ত কর্মসূচি এবং লেখা-বাবদ প্রাপ্ত টাকার হিসাব।

খ. কখনো কোনো ইংরেজি গ্রন্থ থেকে বিক্ষিপ্ত কিছু 'নোট' এবং তারই সঙ্গে ইংরেজিতে লেখা লেখকের নিজস্ব মন্তব্য বা সিদ্ধান্ত।

গ. Epilepsy বা মৃগীরোগ-সম্পর্কে ইংরেজিতে লেখা লেখকের নিজস্ব অনুসন্ধান – এ-বিষয়ে বিস্তারিত আরো-কিছু লেখা লেখকের অন্যান্য খাতাপত্রে পাওয়া যায়।

ঘ. লেখকের ব্যক্তিগত সংগ্রহে ছিল এমন কিছু ইংরেজি-বাংলা গ্রন্থের একটি তালিকা। ডায়েরি-বইয়ের মুদ্রিত সাল-অনুযায়ী এবারের ডায়েরিগুলির প্রাথমিক পরিচয় নিম্নরূপ :

১. ১৯৪৫

Sarkar's Diary 1945 (One day) $7\frac{1}{4}'' \times 4\frac{3}{4}''$

M. C. Sarkar & Sons Ltd. Calcutta.

লেখার তারিখ অনুসারে প্রকৃত সময়কাল ১৯৪৫-১৯৪৭ এবং ১৯৫০-১৯৫৩। প্রকৃতপক্ষে লেখকের 'নোটবই'—গল্প ও উপন্যাসের 'প্লট' বা প্রাথমিক পরিকল্পনা, কাহিনীর সূত্র ও খসড়া চরিত্রপঙ্‌ক্তি, এ-জাতীয় লেখাই আলোচ্য ডায়েরি-বইয়ের একমাত্র উপাদান—দিনলিপি-জাতীয় ব্যক্তিগত লেখা একটিও নেই।

২. ১৯৪৬

Sarkar's Desk Diary 1946 (Two days) $8\frac{3}{4}'' \times 5\frac{1}{2}''$

M. C. Sarkar & Sons Ltd.

দিনলিপি-জাতীয় লেখার সংখ্যা সর্বসমেত আট—প্রতিক্ষেত্রেই ডায়েরি-বইয়ের মুদ্রিত

সাল-তারিখ দিনলিপির প্রকৃত তারিখ হিসাবে নির্ভরযোগ্য। এ-ছাড়া আছে ১৯৪৬ ও ১৯৪৭-এর বিভিন্ন তারিখে লেখা চিঠিপত্রের সংক্ষিপ্ত নোট।

৩. ১৯৪৭

Achariya's Diary 1947 (One day) $5\frac{1}{2}'' \times 4\frac{1}{4}''$

Teacher's Book Stall, Sadar Road, Barisal.

প্রধান অংশই লেখকের 'নোটবই' ও সংসার-খরচার হিসাব-খাতা—প্রকৃত সময়কাল, বিক্ষিপ্তভাবে, ১৯৪৭-৪৮, ১৯৫০ এবং ১৯৫৫-৫৬। দিনলিপির সংখ্যা মাত্র পাঁচ।

৪-৫. ১৯৪৮

ক. Popular Table Diary 1948 (One day) $7\frac{1}{2}'' \times 4\frac{3}{4}''$
প্রকাশকের নাম নেই। পুনা থেকে মুদ্রিত।

খ. Pocket Diary 1948 (Two days) $4\frac{1}{4}'' \times 2\frac{3}{4}''$
Universal Stationary Mart, Bombay.

১৯৪৮-এর দু'টি ডায়েরি-বই যথাক্রমে ১৯৪৮/ক এবং ১৯৪৮/খ—এইভাবে সর্বত্র চিহ্নিত হল।

১৯৪৮/ক, জানুয়ারির সাত দিনের লেখা ছাড়া, প্রধানত অক্টোবর ১৯৫২ থেকে ডিসেম্বর ১৯৫৩-র একটানা হিসাব-খাতা—হিসাবের ফাঁকে-ফাঁকে একই সময়কালের বিভিন্ন বিক্ষিপ্ত দিনের টুকরো দিনলিপি-জাতীয় লেখা। ১৯৪৮/খ-এর লিখিত অংশ সামান্যই—মাত্র তিন দিনের লেখা, লেখার তারিখ মুদ্রিত সাল-তারিখের অনুরূপ।

৬. ১৯৪৯

Sarkar's Crown Diary 1949 (One day) $7\frac{1}{4}'' \times 4\frac{3}{4}''$

M. C. Sarkar & Sons Ltd.

লেখার তারিখ-অনুসারে প্রকৃত সময়কাল ১৯৪৯-৫০, তৎসহ ১৯৫১-র দু'দিনের লেখা—প্রায় অনেকক্ষেত্রেই ধারাবাহিক দিনপঞ্জি।

৭. ১৯৫০

Sarkar's Crown Diary 1950 (One day) $7\frac{1}{4}'' \times 4\frac{3}{4}''$

M.C. Sarkar & Sons Ltd.

এপ্রিল ১৯৫৬-র একটিমাত্র দিনলিপি ছাড়া বাকি অংশ লেখকের 'নোটবই' ও হিসাব-খাতা—সময়কাল, বিক্ষিপ্তভাবে, ১৯৪৩-১৯৫৬। আলোচ্য ডায়েরি-বই, প্রকৃতপক্ষে, লেখকের অন্যান্য ডায়েরি ও খাতায় ছড়ানো লেখা-বাবদ প্রাপ্ত টাকার হিসাবপত্রের আনুপূর্বিক সার-সংকলন। উল্লিখিত সময়কালে লেখকের বিভিন্ন রচনা-সম্পর্কে নানাবিধ তথ্যের আকর-গ্রন্থ হিসাবে বর্তমান ডায়েরির প্রাসঙ্গিক তথ্যাদি 'নির্দেশপঞ্জি'-অংশে বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হয়েছে।

বিন্যাসব্যবস্থা ও পাঠনির্দেশ

এ-বিষয়ে যা-কিছু নির্দেশ গতবারেই দেওয়া হয়েছে। প্রয়োজনীয় কয়েকটি সংকেত পুনরায় দেওয়া হল :

ক. সবগুলি ডায়েরি-বই সমগ্রভাবে নিয়ে, যথাসম্ভব কালানুক্রম এবং যে-ক্ষেত্রে তারিখ নেই সে-ক্ষেত্রে পৃষ্ঠাক্রম অনুসারে মুদ্রিতপাঠ বিন্যস্ত হয়েছে।

খ. শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত প্রতিটি মুদ্রিতপাঠ ক্রমিক সংখ্যা দ্বারা চিহ্নিত হল। ক্রমিক সংখ্যার পরেই মূল ডায়েরির হাতে লেখা তারিখ, এবং যে-ক্ষেত্রে মুদ্রিত তারিখটি প্রকৃত তারিখ হিসাবে নির্ভরযোগ্য, সে-ক্ষেত্রে [ ] বন্ধনীভুক্ত পাদটীকার শুরুতেই তা দেওয়া হল।

গ. প্রতিটি মুদ্রিত অংশের উৎস যে-বিশেষ বছরের ডায়েরি-বই, মুদ্রিত পাঠের শেষে পাদটীকায় প্রতিক্ষেত্রেই তা উল্লেখ করা হয়েছে।

ঘ. [ ] বন্ধনীভুক্ত কিছু লেখা মানেই সম্পাদকের অনুপ্রবেশ—পাদটীকার প্রাসঙ্গিক মন্তব্য ছাড়াও, মূল ডায়েরির কোনো সংশয়জনক অংশ বা যে-কোনোপ্রকার ত্রুটি-বিচ্যুতির ক্ষেত্রে উল্লিখিত বন্ধনী ব্যবহার করা হয়েছে।

ঙ. মুদ্রিতপাঠের বানান সবক্ষেত্রেই মূল ডায়েরির অনুরূপ।

কৃতজ্ঞতা-স্বীকার

নানাবিধ সাহায্যের জন্য যাঁদের কাছে আমরা সবিশেষ কৃতজ্ঞ :

সিগনেট প্রেস-প্রকাশিত 'টুকরো কথা'র সম্পূর্ণ একটি সেট্ দেখবার সুযোগ দিয়ে বাধিত করেছেন শ্রীতারাপদ গঙ্গোপাধ্যায় ; বেঙ্গল পাবলিশার্স-প্রকাশিত 'সাহিত্যের খবর'-এর ১৬টি সংখ্যা দেখতে দিয়েছেন শ্রীতুলসী দাস ; 'নতুন সাহিত্য'-পত্রিকা সম্পর্কে কিছু তথ্য জানিয়েছেন শ্রীঅনিলকুমার সিংহ, অধুনালুপ্ত পত্রিকাটির সম্পাদক স্বয়ং। এ-ছাড়া, শ্রীপূর্ণেন্দু পত্রী, বরানগর পিপল্‌স্ লাইব্রেরির শ্রীপাঁচুগোপাল খামরুই, এবং আরো অনেকের কাছে বর্তমান সম্পাদক ব্যক্তিগতভাবে ঋণী।

উপসংহার

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমগ্র ডায়েরির প্রাথমিক প্রকাশ এবারেই শেষ হল। বাকি রইলো তাঁর অন্যান্য খাতাপত্র ও পাণ্ডুলিপি—'এক্ষণ'-পত্রিকার যতগুলি সংখ্যাই লাগুক না কেন, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমস্ত ব্যক্তিগত কাগজপত্র পর্যায়ক্রমে ছাপবেন বলে 'এক্ষণ'-সম্পাদক তাঁদের পূর্বঘোষণায় অটল।

মে ১৯৭৫ যু. ছ

ডায়েরি

১ ॥ 23.10.45

গল্পের প্লট[১]

চাষী না মজুর ?

ভারতের শিল্পাভাবের জন্য এদেশে প্রোলেটারিয়েট কম—চাষীপ্রধান দেশ বলা হয়। কিন্তু চাষীরাও একশ্রেণীর মজুর, তারা কারখানার বদলে জমিতে খাটে।

১। জমির উৎপন্নে অধিকার নেই। টাকার বদলে ফসল বেতন পায়। এই পয়েন্ট স্পষ্ট করতে গল্পে দিতে হবে যে চাষী খুব বেশী ফসল ফলালো, নিজের জমিতে—বন্যায় উর্ব্বরতা বেড়ে হোক অথবা নতুন প্রথায় কোন লোকের প্ররোচনায় চাষ করেই হোক—জমিদার দশবিশ বছরের গড়পড়তা হিসাবে ফসল দিয়ে বাড়তি ফসল নিজে নিল।

২। চাষীরা শ্রমিকের শ্রেণীর নিম্নস্তরের—আংশিক শ্রমিক। কারখানায় শ্রমিক একতা—চাষীরা বিচ্ছিন্ন।

৩। কারখানায় শ্রমিক চরিত্র দিতে হবে contrast ও মিল দেখাতে। উপন্যাস করা যায় কি ?

[ডায়েরি ১৯৪৫-এর প্রথম লেখা। ডায়েরি-বইয়ের মুদ্রিত তারিখ ৩ জানুয়ারি ১৯৪৫। ১ জানুয়ারির পৃষ্ঠায় হাতে লেখা ইংরেজি সাল 1945, ঠিক তার নিচে দু'টি রচনাবাবদ প্রাপ্ত টাকার হিসাব, তারপর তা কেটে দিয়ে পেন্‌সিলে লেখা পর-পর তিনটি ঠিকানা। ২ জানুয়ারির পৃষ্ঠাটি সাদা। উপরোক্ত লেখার পর আবার এক পৃষ্ঠা ছেড়ে পুনরায় একই তারিখ দিয়ে পরবর্তী অংশ।]

23.10.45

ছেলেদের উপন্যাসের প্লট[২]

বাঘের ছেলে রাজকুমার :

গরীব চাষীর ছেলে, রূপকথার রাজকুমারের মত বাধা ঠেলে উচ্চবংশের কন্যাকে বিয়ে করল। লাইট রেলওয়ের ইঞ্জিনে কাজ করে অথবা বাস সার্ভিসের ক্লিনার। কাঁথি রোড দেওয়া যায়। পলাতক রাজনৈতিক কয়েকজনের সঙ্গে দেখা। দেশপ্রীতি। মেয়েটির জন্য অনেক উন্নতির পর জাতিগত বাধা : শেষে স্বদেশসেবার ব্রত নিয়ে জেল থেকে ফিরে মেয়েটির স্বদেশসেবী মন জয়—মিলন।

[ডায়েরি ১৯৪৫।]

২ ॥ ছেলেদের উপন্যাসের প্লট

'তোমরা সবাই ভাল'[১]

এই গল্পটির আগের এক পরিচ্ছেদে রমেনের বাবার স্বদেশী করার জন্য জেল, পড়ার জন্য আত্মীয়ের বাড়ী রওনা। বাড়ীর কলহ বিবাদ হীনতা দীনতা জয়—তারপর পাড়ায় জয়— ।

মুদীকে সংশোধন—মুদীর মেয়ে ?

[ডায়েরি ১৯৪৫।]

৩ ॥ ১। সারাদিন পেট খারাপ : শেষরাত্রে অসুখ।

[ডায়েরি ১৯৪৫। পূর্ববর্তী অংশের পরবর্তী বহু পৃষ্ঠা লেখার পর, ৩. ২. ৫৩-র তারিখ দিয়ে লেখা একটি অংশেরও বেশ কিছু পৃষ্ঠা পরে, বর্তমান লেখা—ক্রমিক সংখ্যা '১' দিয়ে একটি মাত্র লাইন, আর কিছু নেই। তারিখ নেই, কিছু অনুমান করাও কঠিন। ঠিক পরপৃষ্ঠায় লেখা এর পরের অংশের সময়কাল ১৯৪৫। বর্তমান লেখাটিও সম্ভবত একই সময়ের। ১৯৪৫-এর অংশ হিসাবেই উভয় অংশ পর-পর গ্রথিত হল।]

৪ ॥ পূজা-কৃষক গল্প "বেড়া"[১]—৫০৲

Radio ch.—১০০৲[২]

কষ্টে অপিস। ৯ টায় রেডিওতে দেওয়ান রঘুনাথ রায়[৩]।

[ডায়েরি ১৯৪৫।]

৫ ॥ Radio[১]

1945

Composers of Bengal[২]

1. Kabiranjan Ramprosad Sen
2. Ramnidhi Gupta
3. Harekrishna Dirghangi (Haru Thakur)
4. Roygunakar Bharat Chandra
5. Dewan Raghunath Roy (Dewan Mahashaya)
6. Dewan Ramdulal Nandy (and two other Dewan composers —Dewan Brojokishore and Dewan Nanda Kumar, father and brother of Dewan Raghunath Roy)
7. Ram Basu
8. Raghunath Das (First composer of Danda songs and teacher of Haru Thakur)
9. Nityananda Bairagi
10. Bhola Mayra and Niloo Thakur
11. Jaggeswari and Nilmoni Patuni
12. Antoony Firingi
13. Krishna Mohon Bhattacharya, Thakurdas Chakraberty, Gadadhar Mukherjee (who wrote songs for kabiwalas) 26.10.45.

2.11.45

14. Kesta Muchi, Lalu Nandalal, Gonjla Guin
(why and how so many low class kabiwalas)

9.11.45

15. Kamalakanta Bhattacharya : Escape from obscenity : Shayma Songs when country [is] kabigan minded : Peculiar development from Ramprosad.

16.11.45.

16. Krishna Kamal Goswami : Born 1810. Author of the famous book "Rai Unmadini". Songs peculiarly simple but full of tragic intensity.

23.11.

17. Kali Mirza : Born about the time of the battle of Plassey. A great favourite of Gopinath Tagore of the famous Tagore family of Jorasanko. Raja Ram Mohon occasionally consulted him on musical matters—was a famous singer and composer.

30.11.

18. Dasharathi Roy. Born 1804 [6 ?]. King of Panchali composers and a famous singer. His fame still endures. Every Bengali knows his name. He rose from a very humble position.

7.12.

19. Iswar Chandra Gupta : Born 1811. A born poet of pure Bengali culture of his time. Recited poetry prepared instantaneously at the age of seven—was also a good Journalist and Dramatist.

14.12.

20. Radha Mohon Sen, Thakurdas Datta and Satu Babu [Roy ?]. Early nineteenth century—contemporary poets and composers. Their compositions depict 3 divergent tendencies in Bengali songs of the time.

21.12.

21. Govinda Adhikari : Born about 1205 [B. S.]. A famous kirtan singer—composer and owner of a popular Jatra Party. He himself took part in his plays in female roles. He earned great popularity. His name is still familiar.

28. 12.

21. Sreedhar Kathak
22. Gopal Urey
23 Madhukhan [kan]
24. Rupchand Pakshi
25. Rasik Chandra Roy
26. Tekchand Tagore (Pary Chand Mitra)
27. Michael Madhusudan Datta
28. Gangacharan Sarker, Bishnuram Chatterjee
29. Dinabandhu Mitra
30. Kangal Fakir [Fikir] chand
31. Mono Mohon Basu and Ananda Ch. Mitra
32. Girish Chandra Ghosh
33. Govinda Ch. Roy
34. Swarna Kumari Devi, Aswini Kumar Datta and Rajkrishna Roy
35. Bankim Chandra Chatterjee
36. Hem Chandra Banerjee
37. Amritalal Basu
38. Biharilal Chakraverty
39. Rai Kaliprasanna Ghosh
40. Biharilal Roy
41. D. L. Roy

[ডায়েরি ১৯৪৫-এর একেবারে শেষাংশে, মুদ্রিত তারিখ ১ ডিসেম্বর—৪ ডিসেম্বর, চার পৃষ্ঠা জুড়ে লেখা। ১—১২ সংখ্যা পর্যন্ত কোনো তারিখ নেই। ১৩-সংখ্যক অংশ ছাড়া অন্যান্য ক্রমিক সংখ্যার আগে লেখা তারিখগুলি বাঁদিকের মার্জিনে একটু হেলানোভাবে লেখা এবং বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই তারিখ ও মূল লেখার কালি আলাদা —মনে হয় তারিখগুলি যথাসময়ে'পরে বসিয়েছেন।
ক্রমিক সংখ্যা '২১'-এর পর আবার '২১', তারপর ক্রমানুসারে লেখা।]

৬ ॥ Radio.

16.12.45. বাংলা সাহিত্যে যুদ্ধের প্রভাব[১] 7P.M. I.S.T.

[ডায়েরি ১৯৪৫। পূর্ববর্তী অংশের ঠিক আগের পৃষ্ঠায় পৃথকভাবে লেখা, যদিও তারিখ অনুযায়ী পূর্ববর্তী অংশের ক্রমিক সংখ্যা ২০-র পর সংযোজিত হওয়া উচিত।]

৭ ॥ ফড়িয়া = যারা ধান চাল কেনে চাষীদের কাছ থেকে

[ডায়েরি ১৯৪৫। ১৬ ডিসেম্বর রবিবার ১৯৪৫।]

৮ ॥ ডাক্তারবাবু উপন্যাস : নতুন জীবন :[১]

১। প্রমথের ছেলে কেদার ডাক্তারি পরীক্ষায় পাশ করার খবর জানতে গেছে, মা শুভময়ী Blood Pressure-এর দরুণ অজ্ঞান হয়ে পড়ল। ফিরে এসে কেদারের মনে আঘাত লাগল যে সে ডাক্তারী পাশ করেছে কিন্তু মার রোগের কত লক্ষণ দেখেও খেয়াল করে নি। ভাই উপেন, বোন অমলা। দোতালার ভাড়াটে জনার্দ্দনের ছেলে পরিমলের কবিরাজ হতে বিতৃষ্ণা। সে স্মার্ট হতে চাইছিল। তার বোন কুমারী মায়া।

২। ডাক্তারদের অবহেলা, অজ্ঞতা—specialist না হয়েও—হাতুড়ে ওষুধের বিজ্ঞাপন—ডাক্তারের অভাব—ইত্যাদি—কলকাতায় Dispensaryতে বসার কথা—মালিকের ব্যবহার—feer % commission—হর্ষডাক্তারের সঙ্গে যোগবিয়োগ—বিবাহ পশারের জন্য—মফস্বলে বসা—পশার অর্জ্জনের চেষ্টা—ফাঁকিবাজী—

জেলার সরকারী ডিসপেনসারীর ডাক্তারের সঙ্গে ভাব : ডাক্তার : "কি করি—কোনদিন ওষুধ থাকে না—সিরাপ দেয়া জল দিয়ে দি!"

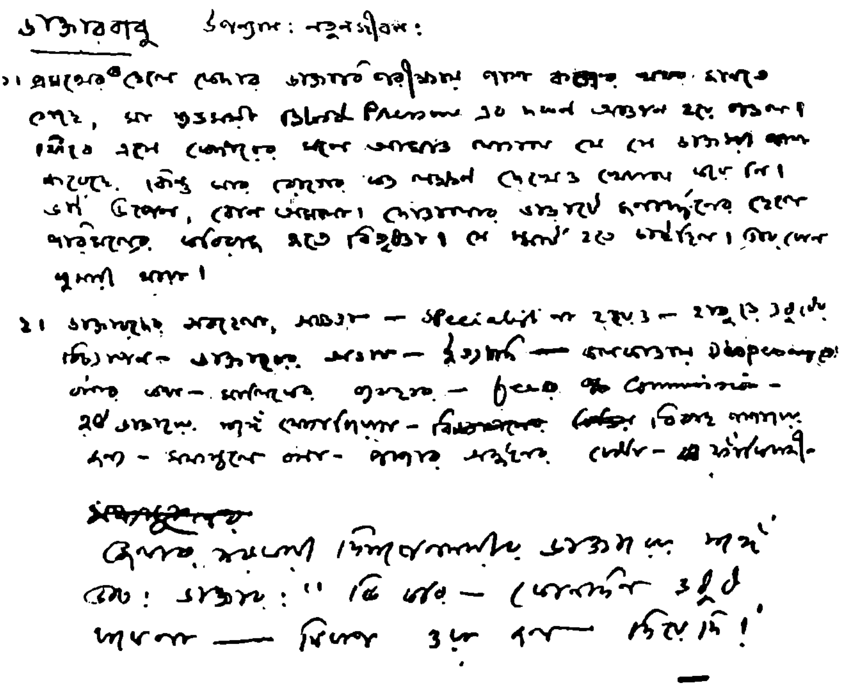

Sp. Note :

১। সহর থেকে মফস্বল।

২। মফস্বল থেকে গ্রাম।

৩। গ্রামে সার্থকতা

মূলকথা : দেশাত্মবোধ জাগ্রত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জনগণের প্রতি অনুরাগ—
আত্মীয়তাবোধ
সেজন্য সহরের মেয়েটির সঙ্গে প্রেমের বিলুপ্তি এবং গ্রামের মেয়ের প্রতি ভালবাসা

ডাক্তারবাবু (cont.)

Note বইয়ে এই change

প্রথমদিকে প্রথম পরিচ্ছেদে কেদারের ডাক্তারি পাশের ঘটনার সঙ্গে হর্ষডাক্তার, জ্যোতি, জ্যোতির ছোটবোন, ডাঃ পাল, গীতা প্রভৃতিকে আনতে হবে : গীতার সঙ্গে তার ভালবাসার ভাব দেখাতে হবে সাধারণভাবে। সে স্কলারশিপ পেল না। কেদার বিলাতী ডিগ্রি নিয়ে এলে গীতার সঙ্গে বিয়ে হবে এরকম একটা understanding. ডাঃ পালের সাহায্য নিয়ে বিলেত যেতে—কারো মেয়েকে বিয়ে করে বিলাত যেতে কেদার অনিচ্ছুক : ডাঃ পাল ঋণ হিসেবে টাকা দিতে চাইলে স্বীকার করল, বিলাতী ডিগ্রির মোহ কেটে গিয়ে অনিচ্ছা জাগা সত্ত্বেও।

যুদ্ধের জন্য যাওয়া বন্ধ।

সহরে যুদ্ধের রাত্রি [?]।

কেদারের মফস্বল গমন : প্রথম ভাগ শেষ।

Note : Next instalment :

ত্রৈলোক্যের প্রতিহিংসায় হর্ষের কেদারকে তাড়ানো।

[বহু পরে লেখা পরবর্তী অংশ একই রচনার খসড়া চরিত্রলিপি। একত্রে নিচে গ্রথিত হল।]

প্রমথ—কেদারের বাবা
শুভময়ী— ,, মা (মৃতা)
উপেন— ,, ভাই
অমলা— ,, বোন, কুমারী
বিমলা— ,, বিধবা দিদি

মোহিনী—হর্ষডাক্তারের স্ত্রী
দীনেশ— ,, ,, কম্পাউণ্ডার
সুন্দরী—ডাক্তার পালের স্ত্রী গীতা
প্রীতি—জ্যোতির দিদি
রেবা—হর্ষের বড় ছেলের বিধবা বৌ

জনার্দ্দন—পরিমলের বাবা
রাণী—জনার্দ্দনের বিধবা ভাইঝি

শরৎ মুখার্জি—ছদ্মনামে রোগী
ভুবনডাক্তার
কুমুদ সেন—পাড়ার লোক
অনন্ত—হর্ষের ড্রাইভার
বিধবা বিমলা—কেদারের দিদি
ত্রৈলোক্য মজুমদার—ধনী ব্যবসায়ী

ছায়া—স্বামী সীতাংশু
শাশুড়ী—ননদ—খুকু

মায়া—জনার্দ্দন [এর] কুমারী মেয়ে
ফুলু—জনার্দ্দনের ছোট মেয়ে
হর্ষডাক্তার—
জ্যোতি—ঐ মেয়ে
ভুপেন, কালীপদ—ডাক্তার
অনিমা নার্স—স্বামী শশীনাথ—মেয়ে বুলু
রুকমিনি দাই

Note : নতুন পরিচ্ছেদ—পরিমল ও জ্যোতির সংঘাত :
অঞ্জলি—অমলার পূর্ব্বতন ক্লাসফ্রেণ্ড—
রেখা—গীতার বন্ধু—দিল্লী—বাবা মস্ত সরকারী চাকরী
দাদা—ডক্টর অনাদি সেন—বাবা কান্তিতীর্থ

Note—নম্বর দেওয়া গেলি প্রুফের '4' নম্বরে পরিচ্ছেদ নম্বর গেছে "৭"—'16' নম্বরে পরিচ্ছেদ নম্বর গেছে—(৯)

মাঝখানে '৮' হবে

[ডায়েরি ১৯৪৫। দু'-পৃষ্ঠা জুড়ে লেখা—শেষ Note লাল পেন্‌সিলে। শুরুতেই মাথার উপরে লেখা ছিল ডি. এম. লাইব্রেরি-র ঠিকানা—বর্জিত হয়েছে।]

৯ ॥ আপশোষ

উপন্যাস : আপশোষ করেই যাদের জীবন যায়—

[ডায়েরি ১৯৪৫।]

১০ ॥ গল্পের প্লট : বিশ্বাসী নির্ব্বিকার পূজারী : কিছুতেই বিচলিত নন : সন্তানের মৃত্যুতেও নয় : ঈশ্বর অবিশ্বাসী অন্যজন ধর্ম্মের কোন ব্যাপারে বিচলিত নয় : বিগ্রহ চুরি যাওয়ায় প্রথম জনের শোক : সন্তানের মরণে দ্বিতীয় জনের শোক : দুজনের শোক একরকম।

প্লট : দুর্ভিক্ষপীড়িতেরা লুটে খায় নি কেন ?—তারা অহিংস একথা ভুল—না খেয়ে দুর্ব্বল ভোঁতা হয়ে পড়েছিল—যে তেজ লুট করার প্রেরণা দেয় তা ছিল না[১]—

Imp : সাদা : রঙহীন জীবনের মানুষ—সাদার মত তাতে সাত রঙ লুকানো—জীবনের পরিবর্ত্তনের মধ্যে রঙের বিকাশ, সাদা যেমন সাত রঙে ভাগ হয়—।

ছাটাই : কোম্পানীর মালিকের [-রা] যুদ্ধের জন্য বেশী লোক নেবার সময়েই ঠিক করেছিল প্রত্যেককে পার্মানেণ্ট বলে কম মাইনেতে নেবে—যুদ্ধের পর কোন ছুতা

দেখিয়ে একে দুয়ে বরখাস্ত করবে : নিজের বেলায় এটা ঘটায় শৈলেন প্রথমটা বুঝতে পারে নি—পরপর কয়েকজনের বেলা এটা ঘটায় বুঝতে পারল—সকলে মিলে প্রতিবাদ[২] :

[ডায়েরি ১৯৪৫ । একটি পৃষ্ঠায় লেখা পর-পর বিচ্ছিন্ন চারটি 'প্লট' । ২ নং প্লটের পাশে বাঁদিকের মার্জিনে লেখা : 'ছিনিয়ে খায় নি কেন ?'—পূর্ণিমায় । ৪ নং প্লটের পাশে—বাঁদিকের মার্জিনে : 'ছাঁটাই রহস্য'—'রূপান্তরে' প্রকাশিত ।]

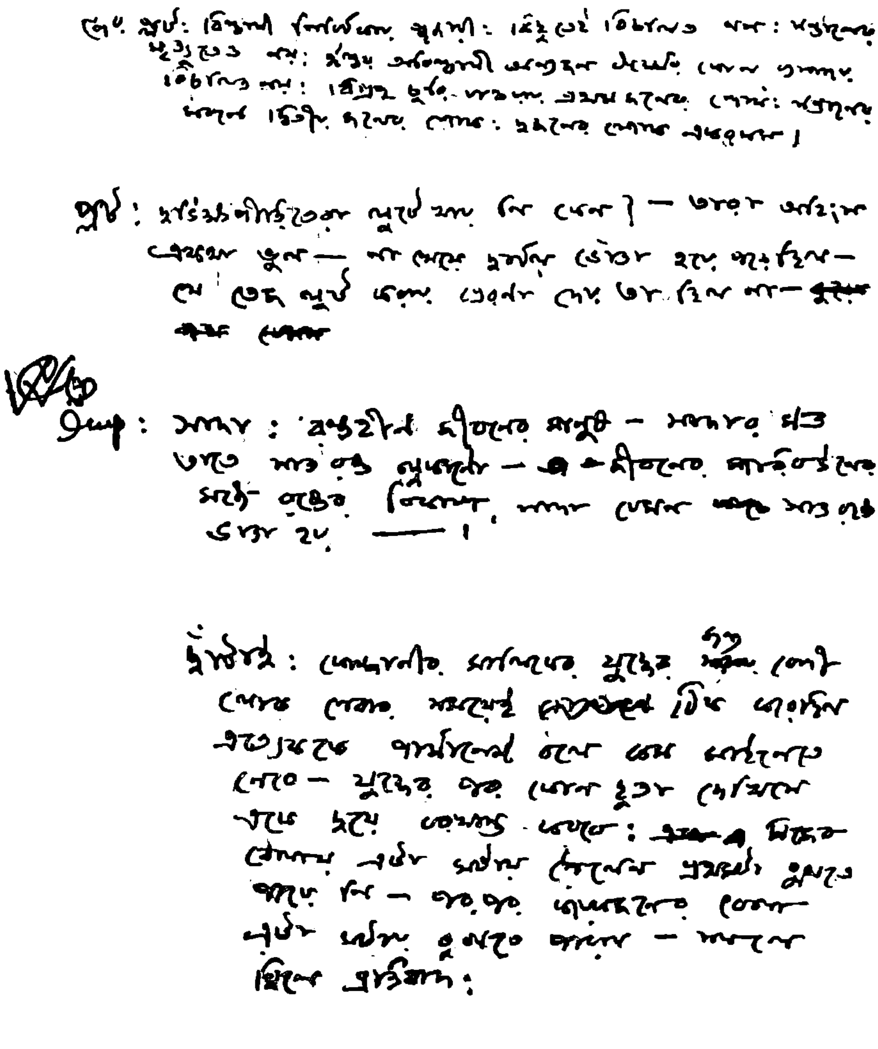

১১ ॥ জবাব

যুদ্ধের সময়ে দুর্ভিক্ষ প্রভৃতি সম্পর্কে দেশের লোকের চালচলন সম্পর্কে সহুরে লোকের মনের কতগুলি প্রশ্নের জবাব ছোট ছোট গল্পের আকারে।

যেমন: প্রমথ [**প্রথম**] গল্প: না খেয়ে মরলেও লোকে লুটপাট করে খায় নি কেন?

জবাব: না খেয়ে দুর্ব্বল হলে আত্মরক্ষার স্বাভাবিক প্রেরণাও ভোঁতা হয়ে যায়: একতা থাকে না: তেজ থাকে না:[১]

যুগান্তরে রবিবাসরীয়তে প্রকাশ করা চলে।

ছোট ছোট অনেকগুলি গল্প হয়।

[ডায়েরি ১৯৪৫। বাঁদিকের মার্জিনে লাল পেন্সিলে লেখা Immediate.]

১২ ॥ সন্ধ্যার পর হঠাৎ মনে হল: সঙ্গীতের সুরে মানুষের হাসবার কাঁদবার সম্পর্ক আছে। দুঃখে মানুষ যেভাবে কাঁদে কয়েকটা সুরে তার স্পষ্ট রূপ মেলে। এ বিষয়ে চিন্তা করে প্রবন্ধ লিখতে হবে। সাধারণ জীবনে বিভিন্ন আবেগ শব্দোচ্চারণের যে যে ছন্দভঙ্গি নেয়, তার সঙ্গে সুরের সম্পর্ক।

এ বিষয়ে বৈজ্ঞানিক ভাবে গবেষণা। সুর সম্বন্ধে বই কিনতে হবে।

[ডায়েরি ১৯৪৬। ১৬ জানুয়ারি ১৯৪৬ বুধবার / ২ মাঘ ১৩৫২। এর আগের কয়েক পৃষ্ঠা জুড়ে কিছু ঠিকানার পর উল্লিখিত ডায়েরি-বইয়ের প্রথম লেখা। ১৯৪৫-এর ডায়েরি-বইয়ে ৪৬-এর তারিখ দিয়ে প্রথম লেখার আগে বর্তমান অংশটি কালানুক্রম অনুসারে গ্রথিত হল। 'বৈজ্ঞানিক' শব্দটি লেখক-কর্তৃক নিম্নরেখ-চিহ্নিত।]

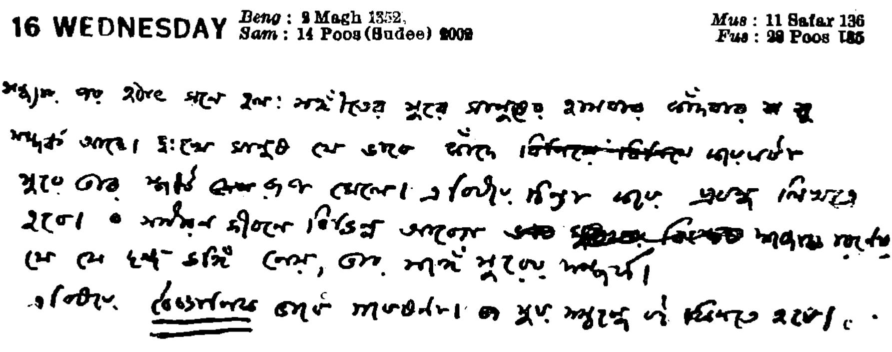

১৩ ॥ 26.1.46 স্বাধীনতা দিবস—

আজ হইতে আমার গল্প উপন্যাসে 'তিনি'রা তুমি এবং 'তুমি তুইরা' তিনি।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

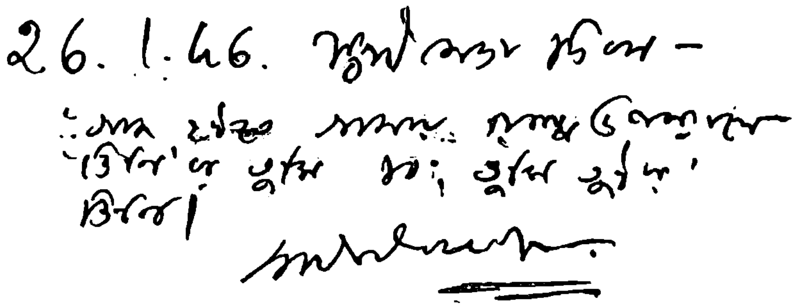
26.1.46.

[ডায়েরি ১৯৪৫। লেখার নিচে প্রায় দুর্বোধ্য হস্তাক্ষরে লেখকের স্বাক্ষর।]

১৪ ॥ P.W.A[১] Office-এ Chen Han Seng-এর[২] সঙ্গে দেখা হল। আমাদের ১০।১২ জনের ঘরোয়া বৈঠক। চীনের সাহিত্যের কথা বললেন। আমেরিকায় ইতিহাসের অধ্যাপক : 1934-35 Tokyoতে পড়িয়েছেন। জার্ম্মানীর দু'বার ডক্টরেট। English, Japanese, Russian, French ভাষা জানেন। সহজ পরিষ্কার খোলা-খোলি [-খুলি] স্পষ্ট কথা—দম্ভ নেই অথচ স্পষ্টবাদী। চীনের সাহিত্য রাজনৈতিক সামাজিক অবস্থার সঙ্গে পরিবর্ত্তন। 1908—25 রোমান্টিক : তারপর realist যখন United National Front : তারপর যুদ্ধের সময় liberated areaতে real national unity তখন creative constructive সাহিত্য। রবীন্দ্রনাথ মিষ্টিক—ইকবাল ভাল লাগে। জহরলালের আত্মপ্রধান চেতনা—international জ্ঞান নেই। শান্তিনিকেতনে ছাত্রদের ঘরবাড়ীর চেয়ে কবির ঘরের উন্নত অবস্থায় বিস্মিত। পার্ল বাক কল্পনাবিলাসী। চীনের আসল পরিচয় জানে না। বর্ত্তমানে বহু নতুন সাহিত্যিকের উদ্ভব। চীনের একপরিবারে বিভিন্ন রাজনৈতিক মত : নিজের ভাইবোনরা এমন যে ভাইবোন বলে মানতে পারেন না। Dr. Seng স্মরণীয় মানুষ। এক ঘণ্টা কথা শুনে যেন নতুন অভিজ্ঞতা পেলাম।

[ডায়েরি ১৯৪৬। ৩১ জানুয়ারি ১৯৪৬ বৃহস্পতিবার / ১৭ মাঘ ১৩৫২।]

১৫ ॥ যুদ্ধের সময় ছাত্রদের তরুণদের নৈতিক অধোগতি কেন হয়েছিল? স্বদেশ-সেবার আদর্শ লুপ্ত হয়েছিল? স্বদেশপ্রেম ও তাদের হুজুগপ্রিয়তা ও বৃটিশ বিদ্বেষ : সভাসমিতি আন্দোলনে বিদ্বেষ রূপ নিতে পারল না—হুজুগপ্রিয়তা মিটল না : জীবন উদ্দেশ্যহীন—ভবিষ্যৎ অনির্দিষ্ট…

[ডায়েরি ১৯৪৫।]

১৬ ॥ পরিচয়ের জন্য গল্প : রাসের মেলা[১]

নবপ্রেরণায় উদ্বুদ্ধ সাধারণ কেরানী—অস্থিরতা—চীনাদের অধ্যবসায়—দেশী আকালে [?] রঙমাখা কুৎসিত মেয়েদের ফাঁকি—বাঙ্গাল কালো বিধবা—খারাপ তবু ভালো, মনে এখনো স্বপ্ন আছে—

তবুও—চাকরী করা মেয়ে—বেকার প্রেমিক ঘরে ফিরল—পুরুষ যদি উপার্জ্জনহীনা মেয়েকে বিয়ে করে সংসার করতে পারে সুখে, মেয়েরা কেন বেকার পুরুষকে বিয়ে করে সংসারী হতে পারবে না?—ছেলেটি রাজী—কিন্তু একদিন আঁতুরের সংস্পর্শে এসে বিগড়ে গেল—পালিয়ে গেল—[২]

[ডায়েরি ১৯৪৫। এক পৃষ্ঠায় লেখা তিনটি বিচ্ছিন্ন অংশ। ৩ নং অনুচ্ছেদের বাঁদিকের মার্জিনে পেন্সিলে লেখা : চক্রান্ত। লেখার পর অংশটি পেন্সিলের দাগ দিয়ে কেটে দেওয়া।]

১৭ ॥ V Imp.

রাত্রি : দুর্ভিক্ষের সময়ের অনেকগুলি গল্প অথবা উপন্যাস

প্রভাত : পরে নূতন জীবনের সূচনা :[১]

[ডায়েরি ১৯৪৫।]

১৮ ॥ চিহ্ন[১]

Notes : 1. কেশব যাদবকে কলকাতায় তার ছেলের সঙ্গে দরকার হলে দেখা করতে বলবে, ঠিকানা দেবে

2. শেষ হবে গণেশের বাবার কলকাতা আসায় :

[ডায়েরি ১৯৪৫। পেন্সিলে লেখা।]

১৯ ॥ গল্প : জমিদার, জমি কার?—জমিদারী নিলাম—জমিদারের চিন্তা তার কি হবে—চোরাকারবারী ভাই-এর সঙ্গে মিল : চাষা উচ্ছেদ—জমির ওপর চাষীর মায়া।

'রেশনের দোকানে'

দীর্ঘ কারফিউ—সকালে ২ ঘণ্টা বাদ—তার মধ্যে রেশন আনা সব কিছু করা চাই—নানা শ্রেণীর লোক : বাবুদের প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ : পয়সার অভাবে একখানা দু'খানা কার্ডের রেশন নিতে তিন চার দিন আসতে হয়—

গল্প : তরুণ কেরানী—ছাঁটাই হবে—আপিসেরই একটি মেয়ে চাকুরের উপর টান—কাছে যেতে কথা বলতে সাহস নেই—ছাঁটাই হল—হতাশা—একাকীত্ব—দল বেঁধে

প্রতিবাদে অবিশ্বাসী—যাদের চাকরী থাকবে তারা কখনো ধর্ম্মঘটে যোগ দেবে ?—সকলের মিছিল দেখে আশ্চর্য্য—মনে সাহস—মেয়েটির বাড়ীতে আলাপ করতে যাওয়ার সাহস :[১]

[ডায়েরি ১৯৪৫। সমগ্র অংশটি একটি পৃষ্ঠায় পেনসিলে লেখা। 'রেশনের দোকানে'-শীর্ষক অংশের শুরুর দু'টি লাইন কালিতে, এবং বাঁদিকের মার্জিনে কালিতে লেখা : কারফিউর অবস্থায় রেশনের দোকানে— । ৩ নং অনুচ্ছেদের বাঁদিকের মার্জিনে কালি দিয়ে লেখা :[১] নরেনদাকে দিয়েছি। কালিতে লেখা অংশগুলি সম্ভবত পরবর্তী সংযোজন।]

২০ ॥ 'বিদ্যাবুদ্ধি খ্যাতি মান'

নাম করা intellectual : স্ত্রীর রোঁয়া রোঁয়া গোঁপ : হঠাৎ ঝির সম্বন্ধে সচেতন যে ওর কাছে লজ্জা সঙ্কোচ ভদ্রতা সব বিসর্জন দেওয়া যায়—

[ডায়েরি ১৯৪৫।]

২১ ॥ ভালবাসতে না দেওয়াই চরম নিষ্ঠুরতা—

—মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

[ডায়েরি ১৯৪৫।]

২২ ॥ 'চক্রান্ত' গল্প :

পুস্তকে দেবার সময় গল্পের যেখানে প্রতিমা আপিস থেকে বাড়ী ফিরছিল সেখানে এই লাইন যাবে :

"ফিরবার সময় প্রতিমার বাস বুভুক্ষু শ্রমিকের এক গতিশীল সুদীর্ঘ মিছিল অতিক্রম করে যায়—ধর্ম্মঘটী শ্রমিকের মিছিল। বড় বড় পোষ্টারে ওদের দাবী লেখা। বাঁচবার জন্য একটু বেশী মজুরি মাগ্‌গী ভাতা চায়, ঠিকমত রেশন চায়, অন্যায় ছাঁটাই বন্ধ করতে চায়।"

গল্পের শেষে আহ্লাদীর সঙ্গে কথা বলার সময় এরকম লাইন যাবে : "প্রতিমা ভাবে, মজুরদের ওই মিছিলে কি আহ্লাদীর স্বামী ছিল ?"[১]

[ডায়েরি ১৯৪৫।]

২৩ ॥ নাম—?[১]

মধ্যবিত্ত ছেলে—দেড়শো টাকার চাকরী—গতিশীল যন্ত্রকে ভালবাসে—মোটর চালানো শিখে ক্লিনার থেকে ড্রাইভারি—দোতালা বাস চালানোর আনন্দ…

[ডায়েরি ১৯৪৫। বাঁদিকের মার্জিনে লেখা : 'চালক' দেশে।]

২৪ ॥ প্রথম কবিতা[1]

কচি স্বপ্ন, কাঁচা বয়সী। আকাশ, ফানুস আর ফাঁসী ॥
মেয়েলি [মেয়েটি ?] বছর পনের। ছেলেটা একুশের মানুষ।
খাসা ফানুস !

জীবনের স্বাদ গন্ধ শব্দ স্পর্শ ক্ষণে চায়,
শব্দ মদ বেচা শুঁড়ি কবিতা বিলায়।

[ডায়েরি ১৯৪৫।]

২৫ ॥[1] ভোরে উঠে শুনলাম রাত্রে রান্নাঘর থেকে সব চুরি হয়ে গেছে—গুড়, তেল, তরিতরকারী, কলাইকরা বাটি—সব কিছু। আজ হরতাল—direct action day. দাঙ্গার সংবাদ শুনে মনটা খারাপ হয়ে গেল। দাঙ্গা হাঙ্গামা হবে একরকম জানাই ছিল, তবু মনে হল—কি আপশোষ! কি আপশোষ! ক্রমাগত গুজব রটছে—চারিদিকে দারুণ উত্তেজনা। কালীঘাট অঞ্চলে শিখদের সঙ্গে মুসলিমদের ভীষণ সংঘর্ষ হয়েছে শুনলাম। ফাঁড়ির ওদিকে নাকি গোল বেধেছে। মসজিদের সামনে ভিড় দেখে এলাম। পাড়ার ছেলেরা উত্তেজিত হয়ে defence party গড়ছে। কি হচ্ছে বুঝতে না পেরে—ছোঁয়াচ লেগে—নার্ভাস হয়ে পড়লাম। সন্ধ্যার পর ফাঁড়ির দিকে আগুন লেগেছে নজরে পড়ল।

রাত প্রায় ১০ টায় পার্টির[2] দুটি ছেলে এল। Peace Committee গঠনের চেষ্টা হচ্ছে—সকালে যেতে হবে। ওদের সঙ্গে কথা বলে মনের ভাব বদলে গেল। যতই গুরুতর হোক অবস্থা, হাল ছাড়বার দরকার নেই। অক্ষয়বাবুর ছেলে হৈ চৈ চেঁচামেচি করে—শাঁখ আর হুইসল্ বাজাবার ব্যবস্থা করে—পাড়াকে সরগরম করে রেখেছে—১৫/২০ মিঃ অন্তর অকারণে alarm পড়ছে। সারারাত তাই চলল। নিজেকে ছোকরা নেতা বানাচ্ছে—সকলের panic-এর সুযোগ নিয়ে। ছাঁচে ঢালা উত্তেজনা ও ভাবপ্রবণ নেতা !

ডলি খুব ভড়কে গেছে। বারবার উঠতে লাগল। আমি শুয়ে থেকে ভরসা দিতে লাগলাম।

[ডায়েরি ১৯৪৬। ১৬ অগাস্ট ১৯৪৬ শুক্রবার / ৩১ শ্রাবণ ১৩৫৩। হাতে লেখা তারিখ নেই, তবু বর্তমান অংশ এবং এর পরবর্তী পাঁচটি অংশের বন্ধনীভুক্ত তারিখগুলি লেখার প্রকৃত তারিখ বলে মনে করা চলে। ডায়েরি ১৯৪৫-এর পূর্ববর্তী অংশের পরেই ছিল ১৯৪৭-এর লেখা। ১৯৪৬-এর পর-পর কয়েকটি অংশ তাই পূর্ববর্তী অংশের পর গ্রথিত হল।]

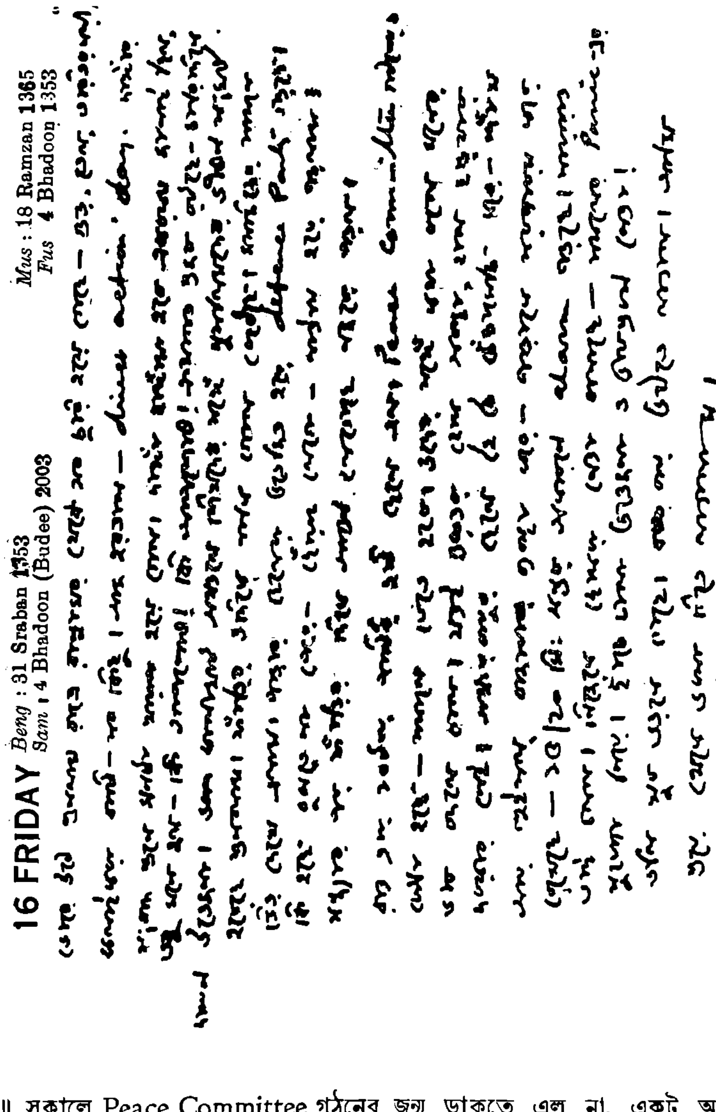

২৬॥ সকালে Peace Committee গঠনের জন্য ডাকতে এল না, একটু আশ্চর্য্য হলাম। ভয়ানক সংবাদ আসতে লাগল। গুজব অনেক—কিন্তু তবু টের পেলাম, অবস্থা সাংঘাতিক। ট্রাম ডিপোর দিকে রাস্তার ধার থেকে তরিতরকারী কিনে আনলাম। পাড়ার মুসলিম বস্তির ভেতর দিয়ে গিয়ে আনোয়ার শা রোডের দোকান থেকে সিগারেট—মুসলমানের দোকান থেকে আলু ও সরষের তেল কিনে আনলাম। বস্তির মুসলমানেরা খুব ভয় পেয়ে গেছে। এ অঞ্চলে কোন গোল নেই। কলাবাগানের

সেই হেঁটো কাপড় ভুঁড়িওলা ভদ্রলোক ও একজন মুসলমান বললেন, তাঁরা কলাবাগানে ঠিক থাকবেন—বাইরে থেকে কেউ এসে যাতে গোল না করে দেখবেন। আমরাও যেন আমাদের পাড়ায় শান্তি বজায় রাখি। খুসী হলাম। বাজারের খালের পুলের কাছে পশ্চিমা গয়লা গাড়োয়ানরা নাকি নেতা 'চৌধুরী'র হুকুমে মুসলমানদের মারছে—ঘরে আগুন দিয়েছে। তারা পাছে আসে—এ বস্তির মুসলমানদের সেই ভয়টা স্পষ্ট।

বিকালে এ অঞ্চলে শান্তি-সভা হবে শুনলাম। খুসী হয়ে নিজে বার হলাম—যতটা পারি সাহায্য করতে। যাকে দেখছি তাকে বলছি—মিটমাটের জন্য সভায় যেতে। মসজিদের কাছে আনোয়ার শা রোডের একদল মুসলিম স্বীকার করলেন মিটমাট দরকার—কয়েকজন উত্তেজিতভাবে বললেন মেরে পুড়িয়ে তারপর এখন মিটমাটের কথা কেন? অন্যেরা তাঁদের থামালেন। ফাঁড়ি পেরিয়ে পুলের নীচে যেতে এল বিরোধিতা—হিন্দুদের কাছ থেকে। কিসের মিটমাট—মুসলমানরা এই করেছে, ওই করেছে। 'ব্যাটা কমিউনিষ্ট' বলে আমায় মারে আর কি! প্রায় দেড়শো লোক মিলে ধরেছিল।

[ডায়েরি ১৯৪৬। ১৭ অগাস্ট শনিবার / ৩২ শ্রাবণ ১৩৫৩।]

২৭ ॥ মিটমাটের চেষ্টা ব্যর্থ হবে, কাল বিকালের অভিজ্ঞতা থেকে বুঝতে পেরেছি। খোঁচা খোঁচা দাড়িওয়ালা সেই কালো লোকটির লম্বা বক্তৃতা দিয়ে আমায় বোঝাবার চেষ্টা—তার পেছনে ভিড়ের সায়। পাকিস্তানের দাবী বাতিল করা হচ্ছে—ব্যাটারা টের পাচ্ছে! যেখানে মুসলমানেরা দলে ভারি সেখানে যে হিন্দুরাও টের পাচ্ছে—আমার এ যুক্তি উড়ে গেল। মুসলমানরা এদের এ পাড়ায় এসে নাকে খত দিলে মিটমাটের কথা চলতে পারে। ক'জনকে বক্তৃতা করতে দেওয়ায় মারটা খেলাম না। K. P. Roy Lane দিয়ে বাঁক পর্য্যন্ত এসেছি—লাঠি হাতে এক ছোকরা পথ আটকেছিল—ফের আমায় ভিড় ঘিরে ধরল। এক ছোকরা লাঠি দিয়ে মারে আর কি!—নিজেই ধমক দিয়ে তাকে ঠাণ্ডা করলাম। ধীর শান্ত আত্মপ্রতিষ্ঠ ভাব না বজায় রাখতে পারলে নিশ্চয় মার খেতাম। 'শালা কম্যুনিষ্ট!' 'মুসলমানের দালাল।' রব উঠছিল চারিদিকে।

আজ বিকালে আবার ফাঁড়ির সামনে দিয়ে পুলের তলা হয়ে K. P. Lane দিয়ে ঘুরে এলাম। ফাঁড়ির মোড়টা জনহীন—দূরে চারু মার্কেটের দিকে রাস্তায় হাঙ্গামা হচ্ছে। পাশে একটা বাড়ীতে আগুন লেগেছে। K. P. Lane-এ বহু লোক—উত্তেজিত, হিংস্র। ছাদ থেকে এক বেটা চীৎকার করল—'ওই সেই ব্যাটা ঔপন্যাসিক যায়!' ধীরপদে চলতে লাগল [লাগলাম]। একজন পাশে চলতে চলতে লজ্জিতভাবে বলল—'দেখে যা ভাবছেন তা নয় কিন্তু—সবাই উত্তেজিত কিন্তু aggressive নয়।' বৃটিশ সিংহ বুঝি মুচকে হাসছে?

[ডায়েরি ১৯৪৬। ১৮ অগাস্ট ১৯৪৬ রবিবার / ১ ভাদ্র ১৩৫৩।]

২৮ ॥ শুনলাম : রেডিওতে নাকি খবর দিয়েছে ৩০০০ মৃত! আহতের হিসাব নেই—হাসপাতালে স্থানাভাব।

গলির মোড়ে তারকাঁটার বেড়া পরেছে—হিন্দ্ ফৌজের ভূতপূর্ব্ব একজন মেজরের পরামর্শে। কথা শুনে প্রথমটা খুসী হয়েছিলাম—পাঁচ মিনিটের মধ্যে টের পেলাম তিনি শুধু হিন্দু সংগঠন করছেন—তাদের কাছে Military disciple [discipline ?] দাবী করছেন : সংঘর্ষ বাঁচানো, শান্তি বজায় রাখা আসল উদ্দেশ্য নয়।

কয়েকজন মুসলমান লীগ নেতাদের—সারোয়ার্দ্দিকে গাল দিলেন।

কয়েকজন হিন্দু—হিন্দু নেতাদের মুণ্ডপাত করলেন। তাঁরা টের পেয়েছেন যে বৃটিশ গবর্নমেণ্ট নেতাদের নাচাচ্ছে—কংগ্রেস লীগ দুয়েরই নেতাদের। নেতারা এসে হাঙ্গামা মেটাতে পারবেন সাধারণের মনে এ বিশ্বাসের একান্ত অভাব দেখলাম। গুজব যে জিন্না সায়েব কলকাতা এসেছেন। কংগ্রেস নেতা আসছেন। কিন্তু কেউ ভরসা পেয়েছে মনে হয় না। উত্তেজনা, উগ্র ভয়ার্ত্ত হিংস্র উত্তেজনা, নিজেকে ক্ষয় করছে টের পাচ্ছি। অসুবিধায় সকলের প্রাণান্ত হচ্ছে। কার কি লাভটা হল—বারবার কানে আসছে। ভয়, উত্তেজনা, অবিশ্বাস কমতে কমতে স্বাভাবিক অবস্থা সাধারণ লোক নিজেদের মধ্যে নিজেরাই ফিরিয়ে আনছে টের পাচ্ছি। উস্কানি না থাকলে ২।১ দিনের মধ্যে অবস্থা স্বাভাবিক হয়ে আসত।

[ডায়েরি ১৯৪৬। ১৯ অগাস্ট ১৯৪৬ সোমবার / ২ ভাদ্র ১৩৫৩।]

২৯ ॥ কাল টুটুর টনসিল অপারেশন। বাড়ী ফিরিয়ে আনার জন্য গাড়ীর ব্যবস্থা করতে বেরিয়ে কাকাবাবুকে[১] বললাম। সব গাড়ী গ্যারেজে—কাকাবাবু মহা ভাবনায় পড়লেন। দিলীপ বসুর নাম করা হল—কিন্তু তাকে পাওয়া কঠিন। বাড়ীর ঠিকানা নিয়ে বেরোলাম। কালীঘাটের কাছে নামলাম, ভাবলাম, 'পূর্ণিমা'র কুমার পিনাকভূষণ এত খাতির করে, যদি ২ ঘণ্টার জন্য গাড়ীটা দিতে রাজী হয়। কপালক্রমে পূর্ণিমা সাহিত্য মন্দিরে দেখা হল।

মুখ গম্ভীর হল পিনাকভূষণের অনুরোধ শুনে।—তাই তো, আগে যদি বলতেন! সব Engagement বাতিল হয়ে যাবে।

বললাম, শেষ মুহূর্ত্তে মরিয়া হয়ে এসেছি, অন্য ব্যবস্থা হল না।

আপশোষ : মুস্কিল। সব কাজ নষ্ট হবে।

অগত্যা বলতে হল, তবে থাক!

একটা গল্পের জন্য দশবার বাড়ীতে ছুটেছে এই পিনাকভূষণ!

দিলীপের বাড়ীতে পেনসিলে একটা নোট রেখে বাড়ী ফিরলাম, সকাল বেলা আবার আসব।

[ডায়েরি ১৯৪৬। ৭ ডিসেম্বর ১৯৪৬ শনিবার / ২১ অগ্রান ১৩৫৩।]

৩০ ॥ আজ মেডিকেল কলেজে টুটুর টনসিল অপারেশন হল। বেরোবার সময় দিলীপের বাড়ীর কাছে নামলাম।

দিলীপ বলল, কাল বাড়ী ফিরতে রাত সাড়ে ন'টা হয়ে গেল, নয়তো কাল রাত্রেই আপনাকে খবর দিয়ে আসতাম, সকালে আপনার আবার আসবার কোন দরকার নেই। ঠিক ন'টায় মেডিল [মেডিকেল] কলেজে গাড়ী নিয়ে হাজির হতাম।

দেরী করে যেতে বললাম। সওয়া দশটায় দিলীপ গাড়ী নিয়ে উপস্থিত। তখনো অপারেশন হতে দেরী আছে। বারোটার পর টুটুকে বাড়ী পৌঁছে দিল—Ice Cream কেনার জন্য নিজে নেমে গেল—বাড়ী ফিরে নালু বরফ নিয়ে ফেরা পর্যন্ত অপেক্ষা করবে বলল—নালুর দেরী দেখে আমায় সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল, বাড়ীতে বরফ আছে দেবে এবং থার্মোফ্লাস্কও একটা দেবে!

কোথায় পিনাকভূষণ জয়হিন্দবালা—কোথায় দিলীপ বসু কমিউনিষ্টবালা!

[ডায়েরি ১৯৪৬। ৮ ডিসেম্বর ১৯৪৬ রবিবার / ২২ অঘ্রান ১৩৫৩।]

৩১ ॥ F[১] 1946

24 Feb. কৃষ্ণাষ্টমী, দুপুর, সামান্য,

30 March খুব ভোরে এবং দুপুরে মোটামুটি

8 May দুপুরে মোটামুটি

12 Aug. ২ বার

18 Nov. ভোর ৫॥০ টায়।

19 Dec. ভোরে

20.2.47 দুপুরে সামান্য—প্রায় অজান্তে

শুধু শরীর বিশ্রী লাগা থেকে জানলাম (রাতজাগা হয়েছিল)

17.6.47 ট্রামে ফিরবার পথে মধ্যম রকম।

Started Dilentin sodium 21.5.46
one cap. daily
2 cap. 15. 12. 46

[ডায়েরি ১৯৪৫। ডায়েরি-বইয়ের শেষ মলাটের আগে প্রথম পুস্তনির পৃষ্ঠায় লেখা। ১৯৪৬-এর ফেব্রুয়ারি থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত কয়েকটি বিক্ষিপ্ত তারিখের পর ১৯৪৭-এর ফেব্রুয়ারি ও জুন মাসের দু'টি তারিখ। একরূপ নিরুপায়ভাবেই ১৯৪৬-৪৭-এর মাঝখানে একজায়গায় গুঁজে দেওয়া হল।]

৩২ ॥ চিঠিপত্র.

December, 1946

৬. ১২ : কনক বন্দ্যোপাধ্যায়
২০ বারাণসী ঘোষ ষ্ট্রীট

: প্রত্যহের[১] রবিবাসরীয়ের জন্য ৩৫৲ টাকায় গল্প দিতে অক্ষমতা জানালাম। ৫০৲ সর্বনিম্ন মজুরি।

B.C. Chatterjee[২]
Radio Officer
Wireless Department
New Delhi

আরতিকে[৩] আমার এখানে এনে দেখানো আমার পক্ষে সম্ভব নয়। মানুকে রাঙাদি বা ন'দির বাসায় ব্যবস্থা করতে বলেছি। পাত্রের ভাই-এর ঠিকানা—
Sushil Kumar Banerjee
General Manager,
Associated Bank of India Ltd,
5/6, Hare Street, Calcutta

বিমলচন্দ্র ঘোষ
5B Beltala Road
Kalighat
Calcutta 26

'গলায় দড়ির কেন'[৪] গল্পটি নিয়ে ৯.১২. বসুমতী যাব—নয় বাড়ী এলে দেব।

16.12

Miss Mumtuz Shirin
'Naya-Dawr'
Bangalore City

Permission for publishing 'Seeree'[৫] in Urdu free.

Prof. Sushil De
President Reception Committee
Dist. Student Federation Cent.
Kishoregunj
Akhra Bazar
Mymensing

Unable to attend

17.12

দেবব্রত বিশ্বাস (জর্জ)
174/E Rashbehari Avenue

মাতৃবিয়োগে সজ্ঞ ও আমার সমবেদনা।

26.12

সঞ্জয় ভট্টাচার্য্য
পূর্ব্বাশা
P 13 Ganesh Chandra Avenue

২ রা জানুয়ারী সকালে গল্প দেব।

সতীন্দ্র মিত্র পোঃ আঃ সাঁইথিয়া, বীরভূম	ভাষায় অশ্লীলতার নালিশ সম্পর্কে।

27.12.

Phiroze Mistry, Kutub Publisher Bombay 5	Re: delay
বঙ্কিমচন্দ্র শাসমল। সভাপতি ঘাটাল মহকুমা ছাত্রসম্মেলন পোঃ সানাখালি মেদিনীপুর	সম্মেলনের সাফল্য ও শুভকামনা :

17.1.47.

Prantosh Ghatak 166, Bowbazar St. Basumati Office	পূজা সংখ্যায় অন্য কয়েকজনের ১০০৲ স্থলে ৫০৲ টাকার জন্য অনুযোগ
R. K. Acharya, Radio 1, Garstin Place	Willing broadcast story 'সংক্রান্তি'[৬] on 23. 3. 47 condition that copyright is reserved.
বীরেন ঘোষ 12, Anath Deb Lane	বুক এম্পোরিয়াম ত্যাগ—বই চাওয়া ২০% অগ্রিম প্রস্তাবে মোটামুটি স্বীকৃতি।

15.2

Sudhansu Choudhury B. M. College, Barisal	পৌঁছসংবাদ। পরে সব লিখব।

13.3

Sudhansu Choudhury, Barisal	প্রবন্ধের অপেক্ষা করছি। কবিতা সীমান্তে[৭] ছাপা হবে। পরিচয় সম্পাদকদের সঙ্গে কথা বলেছি।
Manindra Roy 6, Ballygunge Garden	মার্চের শেষদিকে গল্প দেব। তারিখ জানাব।
মেজবৌদি ও মেজদা, রাঁচি	বণ্টু বাচ্চুর পৈতায় যেতে না পারার জন্য দুঃখ জানিয়ে

17.3

Vartaman[৮] Limited Soroj Kumar RoyChoudhury 33A, Madan Mitter Lane	হপ্তাখানেকের মধ্যে গল্প : নিম্নতম মজুরি ৫০৲—নগদ।
গল্পভারতী : গৌতম সেন	23.3 রবিবার : গল্প

29.4

Manindra Roy	4.5 গল্প
Vartaman	চিঠি পাবার পরে যে কোন দিন গল্প
দীপায়ন সম্পাদক : 7 Swallow Lane	শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রবন্ধ[৯] সংখ্যা চেয়ে···

1.5

Sudhindra Mazumdar Bartabaha (Weekly) Narayangunj	লেখা দিতে অক্ষমতা। টাকা ফেরত দেব।
Khagen Chatterjee 3/2 Nilmoni Mitter Rd, Talla	আরতির হোষ্টেলে থাকা ছুটির সময়। আমার অমত
দীপায়ন সম্পাদক	৩ সংখ্যা দীপায়ন পেলাম।
Gourgopal Kabyabhusan Editor 'Seva', Putantipara P.O. Rupapat (Faridpore)	চিঠির জবাব
বিষ্ণু দে 1/10 Prince Golam Mohammed Rd Calcutta 26	কাগজ বার করবে—লেখা চায়—লেখা দেব[১০]—পরিচয় সম্পর্কে অভিযোগের[১১] উল্টো গাইলাম [?]।

12.5.47

সঞ্জয় ভট্টাচার্য্য	আষাঢ়ের পূর্ব্বাশায় বাংলা উপন্যাস সম্পর্কে মতামত[১২]
নরেন্দ্রনাথ মিত্র 7/1 Brojadulal Street	দ্বীপপুঞ্জের সমালোচনা[১৩] পরিচয়ে শীঘ্রই দেব—
Kumar Krishna Bose 11/7B Ramkrishna Das Lane	উপন্যাস সাগ্রহে পড়ব
সরোজ রায়চৌধুরী	ডাকে গল্প পাঠাচ্ছি।
দিদি—মেদিনীপুর	পৌঁছসংবাদ—দাঁত ও চোখের জন্য কলকাতা আসা উচিত
Prof Sudhanshu Gupta 203/2 Cornwallis St.	মণিকাঞ্চনে কি লেখা বেরিয়েছে—এক কপি বই

2.6.47

ডলি, সেজদিকে গয়ায়	পৌঁছসংবাদ
বাবাকে পাটনায়	পৌঁছসংবাদ
সরোজকুমার রায়চৌধুরী	গল্প পাঠাচ্ছি
গিরীণ সিংহ চলন্তিকা 3A Duff Lane Calcutta-6	শনিবার সকালে গল্প
Amiya Krishna Roy Choudhury C/o L. A. O. 3 Ranchi	সুকান্তের স্মৃতি সংকলনীতে নতুনের বদলে স্বাধীনতার কবিতা—[১৪]
মনোজ বসু	'শ্রেষ্ঠ গল্প' সম্পর্কে দুঃখ প্রকাশ

Dhiranjan Mukherjee
Editor, Dipayan

দীপায়নে লিখব—পরিচিত হতে চাই—

যে চিঠি পেলাম

যার জবাব দিলাম বা যে চিঠি লিখলাম—

3.6

বিমলারঞ্জন পাবলিশিং[১৫]
সনৎ বন্দ্যো, Students' Home
Colonelgola, Midnapore
(28.4.47 তারিখের রবীন্দ্রজয়ন্তী সম্পর্কে কার্ড।)

Roy H. Rutherford
The Onlooker
Visited India Building
Sir Phirozshah Mehta Rd.
Bombay 1
"will write article for Onlooker—"

2.8

১। বাবা — পাটনা
২। হরিসাধন : Preventive officer, Excise Hd. Qts. Sylhet : চা পেয়েছি
৩। দিদি

4.8

১। সরোজ—বর্তমান : দুঃখ প্রকাশ : লেখা পাঠিয়েছি কি ?
২। N. M. Paul : জবাব পাই নি (মণিকাঞ্চনের লেখা)
৩। Bimala Ranjan—গল্পের বই তাড়াতাড়ি নিতে হবে—
৪। আবুল কাশেম, ধামরু, বরিশাল—
৫। Kutub Publisher : বই [১৬] প্রেসে গেছে—ধন্যবাদ
৬। দীনেন্দ্র চক্রবর্তী : লেজার ক্লাব : নাটোর : একাদশ সম্মেলনী (জুনে)
৭। The Onlooker : Is it any good sending article now ?
৮। স্বরাজ—১০০৲ টাকা পূজা গল্প[১৭]
সত্যেন মজুমদার, সম্পাদক
10, Creek Row
৯। বিমল ঘোষ : মেঘনা[১৮] পাই নি
5B Beltala Rd.
১০। গল্পভারতী : পূজা ১০০৲

12.8

প্রফুল্ল গুহ, সোনার বাংলা পোঃ বঃ ৩১ ঢাকা : পূজার গল্পের শেষ তারিখ ?
বাবা—পাটনা :

1.11.47

দাদা, বৌদি, মেজদা মেজবৌদি, তারা, মেদিনীপুর, মান্নু, আরতি খুকি, ইত্যাদির কাছে বিজয়া পত্র।

Harajit Singh Anandapuri
C/o Harish Chandra Biswas
Biswas Bhawan, Thana Road
P.O. Ondal Dist. Burdwan

পাঞ্জাবীতে বই অনুবাদ করা সম্পর্কে কোন বই ও কি শর্ত্ত জানতে চেয়ে পত্রের জবাব—

[ডায়েরি ১৯৪৬। মুদ্রিত তারিখ ১২—২৪ ফেব্রুয়ারির পৃষ্ঠায় ১৯৪৬-৪৭-এর বিভিন্ন তারিখ দিয়ে পর-পর লেখা। সমগ্রতার বিবেচনায় বর্ত্তমান অংশটিও নিরুপায়ভাবেই ১৯৪৬-৪৭-এর মাঝখানে গুঁজে দেওয়া হল।

বাঁদিকে প্রাপকের নামের নিচে লেখা ঠিকানা দু-একটি ক্ষেত্রে সামান্য কাটছাঁট করা হয়েছে। কোনো-কোনো ক্ষেত্রে শুধুই প্রাপকের নাম-ঠিকানা, ডানদিকে কিছু লেখা নেই—এইরূপ অংশগুলি বর্জিত হল। বর্ত্তমান মুদ্রিত পাঠ শেষ হবার পর ডায়েরি-বইয়ে ৩০.১১.৪৭-এর তারিখ দিয়ে ২৪টি, ৬. ১২ তারিখ দিয়ে ৩টি ও ১৩. ১. ৪৯ তারিখ দিয়ে ১টি নাম-ঠিকানা ছিল, কিন্তু লিখিত বিষয় কিছু না-থাকায় সেগুলিও বর্জিত হয়েছে।]

৩৩ ॥ 1947

প্লট

১। জয়দ্রথ[১]—গাঁয়ের পুরুষ রাতে মাঠে গেছে রাতভোর ধান কেটে সরিয়ে নিতে (তেভাগা আন্দোলন)—কুটুম এল—একলা বৌটিকে অপমানের চেষ্টা—গাঁয়ের মেয়েদের দ্বারা শাস্তি—জোতদারের সাহায্যে (জয়দ্রথের যেমন মহাদেবের বরের সাহায্যে) লোকজন পুলিশ এনে গ্রামে হানা

২। শীত: আলোয়ান চুরি—বাস ষ্টিমারঘাট থেকে ফিরবার পথে লোকের গায়ের আলোয়ান নিয়ে বাঁশবন দিয়ে পলায়ন—সেই আলোয়ান মুমূর্ষু সদ্যোজাত শিশুকে বাঁচাতে—

'শীত'—রণজিৎ সেনকে[২]

৩। বাবুবাগান বস্তি—বস্তি তুলে সিনেমা—বাধা—হিন্দু মুসলমানে দাঙ্গা বাধাবার চেষ্টা ব্যর্থ—আগুন লাগাবার চেষ্টা ব্যর্থ—

৪। পা, গরুর গাড়ী, লরী—আনাজ সহরে নিয়ে বিক্রীর কাজে—

৫। লুকানো নেতা খুঁজতে রাতদুপুরে পুলিশের আবির্ভাব—নেতাকে মেয়ের জামাই করা—জামাই এসে কি বলবে সকলের এই ভাবনা—জামাই খুব খুসী—

পূর্ব্বাশা মাঘ ১৩৫৩

'হারাণের নাতজামাই' [৩]

৬। মধ্যবিত্ত জমির মালিক—ছেলে কলকাতা সহরে পড়ে—চাকরীতে কুলোয় না জমির আয়ে পড়ার খরচ—বড় জোতদার আত্মীয় এল তেভাগা আন্দোলন দমনের জন্য পুলিশের সাহায্য চাইতে—আত্মীয় মধ্যবিত্তের বাড়ীতে উঠল—একটি ছেলে খবর দিল ছেলে কলকাতায় পুলিশের গুলিতে মরেছে—শোকাতুর বাপ জোতদার আত্মীয়কে মেরে ফেলল বা তার অপচেষ্টা ব্যর্থ করল...

৭। লখীন্দরের মনের ময়ে [মেয়ে]

খালি গাঁ—ফাঁকা। লাঠি হাতে মেয়েটি—সতীশকে পুলিশের লোক বলে অবিশ্বাস: সতীশ বলে অমুক চাষী কোথায়? সে বলে, জানি না। বলে, নামও শুনি নাই। সতীশ বলে, আমি পুলিশের লোক না। সে বলে, তা হবে।

বিশ্বাস হতে গাঁয়ে নিয়ে গেল। বাঁশবনে লুকানো আহত লখীন্দর ও কয়েকজন চাষী—

৮। ব্যাণ্ডেজ,[৪] চাষী বৌয়ের একখানা যত্নের কাপড়—প্রাণের সমান—তোলা থাকে—উৎসবে পরে যাবার সাধ—পুলিশের গুলিতে আহতদের জন্য সেই কাপড় ছিঁড়ে ব্যাণ্ডেজ বাঁধতে দেওয়া (ডাক্তারখানায় জোতদারের জন্য ওষুধ দিতে অস্বীকার)

[ডায়েরি ১৯৪৫। ক্রমিক সংখ্যা দ্বারা চিহ্নিত পর-পর আটটি 'প্লট'—ডায়েরি-বইয়ের দু'পৃষ্ঠা জুড়ে লেখা। ১নং অংশের বাঁদিকের মার্জিনে লেখা: সোনার বাংলা। ৮নং অংশের মার্জিনে: স্বাধীনতা—রবিবার—'চৈতালী আশা'।

বর্তমান অংশের শুরুতে '১৯৪৭' সালের উল্লেখ ছিল না। কিন্তু ১৯৫০-এর ডায়েরি-বইয়ে দেখা যায়, বর্তমান অংশ '১৯৪৭' সালের লেখা বলে উল্লিখিত হয়েছে।]

৩৪ ॥ মাটি[১]

গাঁ সোনামাটি

ভূষণ—৫টি স্ত্রীলোক—একা পুরুষ—ছেলে ছোট

রসিক—ভূষণের বোনাই

তোরাব—বৌ আসন্নপ্রসবা—চাল নেই—

ধরণী তরফদার: জোতদার: দীঘিপাড়ায় বাড়ী: ভাগ্নে:

কানাই—চাকর : ছেলে
লোচন সরকার কেরানী :
রঘু
বিষ্ণু
পিনাক সামন্ত : অকালবৃদ্ধ :
কৈলাস—ঐ ছেলে : শ্বশুরের দুটি মাত্র মেয়ে
ইন্দ্র শাসমল : দীঘিপাড়ার জোতদার :
আশু পট্টনায়ক : জোতদার
রাজেন দাস—একটু ভাল অবস্থার চাষী
কাল্লু | উৎখাত চাষী
ফকির |
শ্রীনাথ মাইতি : আধিয়ার
মদন শাসমল : রামপুরের পত্তনিদার : ভাইপো খুন :
রাখাল
তিনু
পুলিন জানা : নরম প্রকৃতি, ভীরু, স্বার্থপর—
ফজলু মিঞা : জোতদার
[ডায়েরি ১৯৪৫।]

৩৫ ॥ প্লট :—

১। 'চিল' : চিলের মত ছোঁ মেরে বাঁচে—

[২] ১। দু'জনের দারুণ হিংসা—দাঙ্গার সুযোগে একজন আরেকজনকে হত্যা করল—নিজেও নিহত হল অন্য সম্প্রদায়ের লোকের হাতে।

২। তার চারটি ছেলে—দু'জন দেশের [জন্য] জেল খেটেছে, দু'জন খাটে নি।

:

৩। খালের ধারে : জঙ্গলের মধ্যে খাল—নৌকায় ধান চালাই—দুই জোতদারের প্রথমে প্রতিযোগিতা, পরে মিল : বড় নৌকা ঘাটে বাঁধা, সোনাউল্লা হা করে আছে—ছোট ছোট নৌকায় কখন ধান আসবে,—খবর এল অধিকাংশ ধান অন্য গাঁয়ের ন'কড়ি কিনে নিয়েছে। পরদিন আচমকা ন'কড়ি এল তার বাড়ীতে—লোকে জোর করে কেড়ে নিয়েছে নৌকার ধান।—দুজনে শক্তি মিলিয়ে পাহারা দিয়ে ধান চালানের চেষ্টা, সংঘর্ষ :

৪। কবি! বুড়ো কবিগানওলা গত দুর্ভিক্ষের গান গেয়ে আর লোক কাঁদাতে পারে না, আসর জমে না, নতুন কবির নাম ছড়ালো—বুড়ো ঈর্ষায় জ্বলে মরে—একদিন চুপি

চুপি শুনতে গেল—কাঁদানো গান নয়, বিদ্রোহের গান—বুড়ো মুগ্ধ হয়ে জড়িয়ে ধরল তরুণ কবিকে, তুই আমার গুরু[১] !

[ডায়েরি ১৯৪৫। একটি পৃষ্ঠায় লেখা চারটি স্বতন্ত্র 'প্লট'।

[২] নং অংশটি পৃথকভাবে ১ ও ২ ক্রমিক সংখ্যা দ্বারা চিহ্নিত। ৪নং অংশের বাঁদিকের মার্জিনে লেখা : 'গায়েন' যুগান্তর '৫৪ শারদীয়।]

৩৬ ॥ মূর্খের সংজ্ঞা : ছোট প্রবন্ধ : অনেক বিদ্যা অর্জন করে মানুষ যখন ভাবে সব জেনে ফেলেছি, আর কিছু জানার নেই, তখন সে হয় মূর্খ। কেবল পণ্ডিতের বেলা নয়, যে কোন মানুষের বেলাই, 'সব জানি' চিন্তা যার আছে সেই মূর্খ।

সংজ্ঞা : যে জেনেছে বুঝেছে যে তার জানার বোঝার কিছু বাকী নেই সে মূর্খ।

যতটুকু যে জানে সেটুকু আয়ত্ত [না] করে আরও জানা—এই হল মূর্খ। নতুবা বিদ্যার জাহাজ হয়েও বিদ্যার সাগরে পাড়ি জমাতে পারবে না—পাক খেয়েই ঘুরবে—তীর পাবে না।

প্লট

১। "গণেশ দারোগার মেয়ের ছন্‌ছাতলা" গল্প

[ডায়েরি ১৯৪৫। সমগ্র অংশটি একটি পৃষ্ঠায় লেখা, কাজেই 'প্লট'-অংশটির ক্রমিক সংখ্যা '৯'-এর ব্যাখ্যা করা কঠিন। এমনও হতে পারে যে, ৩৩-শীর্ষক অংশের ক্রমিক সংখ্যা '৮'-এর পর আলোচ্য অংশটি লিখবেন ভেবেছিলেন, পরে অন্যমনস্কতাবশত এখানে লিখে রাখেন। অংশটি স্পষ্টতই অসম্পূর্ণ এবং 'ছন্‌ছাতলা' কথাটির অর্থ কি, বা তা প্রকৃতই তা-ই কিনা, আমাদের জানা নেই।]

৩৭ ॥ সাহিত্যিকের সমস্যা (* প্রবন্ধ)[১]

সমাচার । ৭ । : গল্প : বড়

মেদিনীপুর এলাকার প্রাকৃতিক বর্ণনা—মধু বন্ধুদের স্বরূপ চিনে ফেলেছে : তবে এর ফলে হতাশার ভাবটাই বাড়ছে : রাস্তার বাঁদিকের বাড়ীর কেউ সাথে নেই—দুঃখ-বেদনায় বুক হঠাৎ ফেটে পড়ে—রায়দের নাতির অন্নপ্রাশনের অনেক তোড়জোড়—মধুরা বয়কট—অনাস্থা—তিনকড়ি আবার মামলা করবে—তবে শক্তি খুবই কম—গতবারের মামলায় যাদের পেয়েছিল এখনো তাদের সকলকে পর্য্যন্ত পায় নি—

[ডায়েরি ১৯৪৫। বন্ধনীভুক্ত * চিহ্নিত অংশে 'প্রবন্ধ' কথাটির আগে প্রথমে লিখেছিলেন : 'ছোট'। পরে তা কেটে দিয়ে অন্য কিছু লিখেছেন, কিন্তু তা উদ্ধার করা যায় নি। একইভাবে, পরবর্তী অনুচ্ছেদে 'সমাচার' কথাটির পর চৌকো দাগ টেনে ঘিরে দেওয়া '৭'-সংখ্যাটির ব্যাখ্যাও আমাদের জানা নেই।]

৩৮ ॥ "রাজধানী" উপন্যাস

Notes :

ধনী রাজা ব্যবসায়ী		সায়েবী হোটেল
বড় চাকুরে		সাধারণ হোটেল
মধ্যবিত্ত চাকরে	অবস্থা	মেস
গরীব কেরানী		পাঞ্জাবী ও মুসলিম খানা
কুলি মজুর		গুণ্ডার আড্ডা

[ডায়েরি ১৯৪৫ ।]

৩৯ ॥ গল্প—নিউইয়র্ক : বাঙালী ছেলে নিউইয়র্কে—

[ডায়েরি ১৯৪৫ ।]

৪০ ॥ জীয়ন্ত[১]

Notes.

১ । প্রথম ভাগ[২] প্রধানতঃ পাকাকে কেন্দ্র করে

২ । রবীন্দ্র জন্মোৎসব (৭০)—নেহেরু গ্রেপ্তার (শনিবারের চিঠি)—রবীন্দ্র সম্বন্ধে মনোভাব (১৩৩৮) আধুনিক বিরোধী—

[ডায়েরি ১৯৪৫ ।]

৪১ ॥ পদাতিক—রাত্রি—একা পথিক—গাঁ পাহারা—হোমগার্ড ধরে চালায় নিয়ে গেল—পান মোড়া ইস্তাহার—ঘরে আটক মেয়ের কান্না—

(ছোটবকুলপুরের যাত্রী)[১]

[ডায়েরি ১৯৪৫ ।]

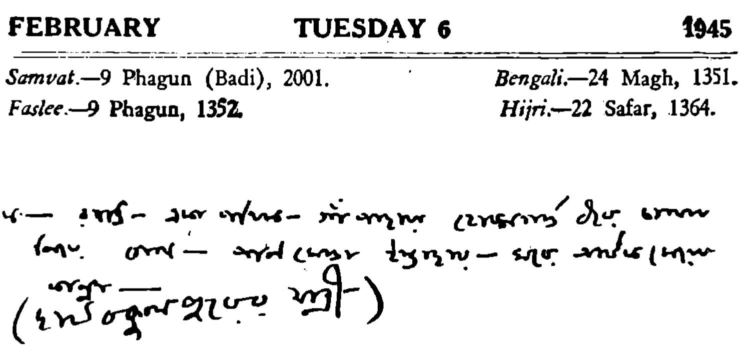
FEBRUARY **TUESDAY 6** **1945**

Samvat.—9 Phagun (Badi), 2001. *Bengali.*—24 Magh, 1351.
Faslee.—9 Phagun, 1352. *Hijri.*—22 Safar, 1364.

৪২ ॥ নূতন উপন্যাস

কিন্তু…আমি নিজের রসে সিদ্ধ হতে রাজী নই।

লেনিনের কথা, না?

হ্যাঁ।

[ডায়েরি ১৯৪৭। ৮ এপ্রিল মঙ্গলবার ১৯৪৭। পেন্‌সিলে লেখা।
বর্তমান ডায়েরি-বই মূলত লেখা-বাবদ প্রাপ্ত টাকার হিসাব ও দৈনন্দিন সংসার-খরচার হিসাব-খাতা—সময়কাল সাধারণভাবে ১৯৪৭ থেকে ১৯৫৬, যদিও সর্বদা ধারাবাহিকভাবে লেখা নয়, এবং মধ্যবর্তী কোনো-কোনো বছরের কোনো হিসাব নেই। শেষ হিসাবের তারিখ ২৯.১১.৫৬—লেখকের মৃত্যুর মাত্র তিন দিন আগে লেখা। লেখকের এই শেষ হিসাব একেবারে শেষে উদ্ধৃত হল।
উল্লিখিত অংশটি বর্তমান ডায়েরি-বইয়ের প্রথম দিনলিপি-জাতীয় লেখা—মুদ্রিত তারিখটি লেখার প্রকৃত তারিখ কি না, বলা কঠিন।]

৪৩ ॥ বোম্বাই-এ সুরু হল। প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনে এসেছিলাম—২৮শে শেষ হয়েছে। গণ-সাহিত্য শাখার সভাপতি। কমবেশী সব সভাপতি ও বক্তার লিখিত অলিখিত বক্তৃতা একঘেয়ে, পুরানো গতানুগতিক। আমার বক্তৃতাই সাড়া জাগিয়েছে। সমাজ সাহিত্য জনগণ সম্পর্কে এসব কথা বোধ হয় সম্মেলন ২৫ বছরে কখনো শোনে নি! আসলে সম্মেলনটি বরাবর ছিল প্রবাসী ভদ্রলোকদের বড়দিনের দেশভ্রমণের অজুহাত —এবারও তাই!

কাল যোগেশ্বরী গুহা দেখে এসেছি। বিকালে ছাত্রদের নিষেধ অমান্য করে সম্মেলন করা এবং পুলিশের টিয়ার গ্যাস ও গুলিবর্ষণ—অকথ্য অত্যাচার। ১২০০—১৩০০ ছাত্র ডেলিগেট ভারতের সারা প্রদেশ থেকে এসে জমেছে, তাদের শেষ মুহূর্তে সম্মেলন নিষিদ্ধ করা কি অর্থহীন কর্ত্তাবাজি! ২৯শে হরতাল শান্তিপূর্ণ—পরদিন সম্মেলনের অনুমতি দিলে কি দোষ হত?

ক'দিন ঘুরে ফিরে বোম্বাই সহরকে প্রায় চিনেছি। কলকাতার চেয়ে অনেক বিষয়ে পৃথক—সমৃদ্ধিশালী, পরিচ্ছন্ন, লোকের নাগরিক কর্তব্যবোধ জাগ্রত। বাসের জন্য স্বেচ্ছায় 'Q'—বসার সিট পূর্ণ হলে কেউ উঠতে পারবে না। তবে ট্রামগুলি বাজে—শামুকের গতিতে চলে। তবে সহরের মাঝখান দিয়ে electric train চলায় যাতায়াতের আশ্চর্য্য সুবিধা হয়েছে। এখানে দেশী মূলধন, শিল্পীকরণের মুনাফা দেশে থাকে—কলকাতায় বিদেশী মূলধন: লাভের টাকা বিদেশে যায়। তাছাড়া, কলকাতার চেয়ে বোম্বেতে বিভিন্ন প্রদেশের লোক সমাবেশ বেশী।

[ডায়েরি ১৯৪৮/ক। ১ জানুয়ারি বৃহস্পতিবার ১৯৪৮। বর্তমান অংশ এবং এর পরবর্তী তিনটি অংশের নিচে বন্ধনীভুক্ত তারিখগুলি লেখার প্রকৃত তারিখ হিসাবে নির্ভরযোগ্য।]

৪৪ ॥ সকালে সদলবলে নৌকায় এলিফ্যান্টা কেভস [caves] গেলাম। বাতাস বিরোধী হওয়ায় Gateway of India থেকে ৯টায় ছেড়ে পৌঁছতে ১টা বেজে গেল। গানে গল্পে কাটল বেশ।

পাহাড় কেটে গুহা : পাথর কুঁদে বিরাট আশ্চর্য্য সব মূর্ত্তি! পথে নৌকাতে চিত্তপ্রসাদ[১] ও প্রভাস[২] আমার ও গোপালের[৩] স্কেচ নিয়েছে—এখানে মূর্ত্তির স্কেচ নিতে লেগে গেল। বিরাটত্বের অনুভূতি অভিভূত করে দেয়। ত্রিমূর্ত্তি, পার্ব্বতীর বিবাহ, রাবণের কৈলাস উত্তোলন এসব কতকাল কত ধৈর্য্যের সঙ্গে শিল্পী পাথরে খুদেছে—একটি পাথরে—হয়তো এক বংশে শেষ হয় নি!

আজ দর্শক আমরাই। রবিবার ষ্টিমারে নাকি অনেকে আসে—বেশীরভাগ পিকনিক করতে!

জোয়ারের মুখে ফিরতি—জোর বাতাস পক্ষে। প্রবল ঢেউ—নৌকা উঠছে পড়ছে—অনেকের মুখ ভয়ে শুকনো! পালের টানে জোরে চলছে—সকালে লেগেছিল চার ঘণ্টা, এবার সোয়া ঘণ্টায় পৌঁছে গেলাম।

রাত্রে কালচার লীগ আর সতীশকাকার মেয়ের বাড়ী নেমন্তন্ন! প্রথমটা ভুলে গিয়েছিলাম দ্বিতীয়টা গ্রহণের সময়। দু'যাগাতেই গেলাম ও খেলাম—প্রথমটাতে কম!

[ডায়েরি ১৯৪৮/ক। ২ জানুয়ারি শুক্রবার ১৯৪৮।]

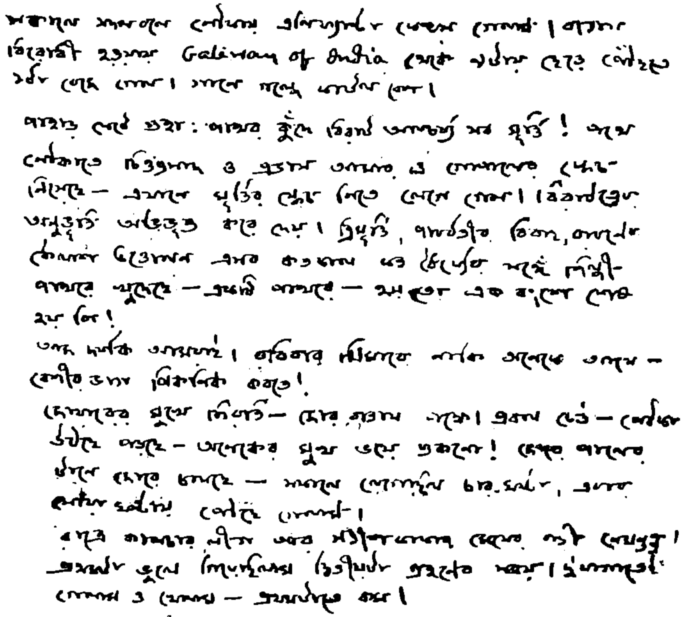

৪৫ ॥ পাঁচটায় কলকাতা রওনা—নাগপুর হয়ে। সকালে V. T তে টিকেট করলাম—ইণ্টার ক্লাশ ভাড়া বেড়ে হয়েছে ৫৭।৶. —সাংঘাতিক কথা। প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য খরচ না দিলেই হয়েছিল!

সাহিত্যের মূলনীতি সম্পর্কে মুলুকরাজের[১] সঙ্গে আলাপ হল। মূলনীতি নিয়ে নাকি ২ বছর হিন্দীসাহিত্য-সমিতির সভ্যদের তর্ক চলছে। হিন্দীসাহিত্য কংগ্রেসে শেষ মীমাংসা হবে।

১০০০ দেশী charminar সিগারেট কিনলাম—নিজামে তৈরী। প্রায় সাড়ে চার পয়সা প্যাকেট—যদি চলে তবে সিগারেট খরচ কমবে। ডলির দুখানা শাড়ী কিনলাম।

টিকেট করার সময় একটি বাঙ্গালী ছেলে যেচে পরিচয় করেছিল। ট্রেনে যায়গা রাখবে—পেট ভরে খাওয়াতে হবে। চার বছর আগে বাড়ী থেকে পালিয়েছিল—কুষ্টিয়া বাড়ী। করাচীতে কাজ করত। বোম্বেতে চাকরী খুঁজছে। চোর [?] বলে সন্দেহ হল! নাও হতে পারে। ঘোষালেরা দেখা করতে ষ্টেশনে এল। ঘোষাল লোকটি ভাল। কদিন ওর বাড়ী থেকে ওর কর্ত্তব্যজ্ঞান ও ব্যবহারে বড়ই খুসী হয়েছি। ৩২ বছর বয়স, অবিবাহিত।

মনটা একটু কেমন। কদিনে বোম্বের ওপর মায়া বসেছে বলে নয়—দীর্ঘপথে যাত্রা করলে এরকম হয়। দু'রাত্রি পথে কাটবে।

বোম্বে থেকে ১০০ মাইল electric train—ইগতপুর পর্য্যন্ত। এবার খাড়াই, একটু আস্তে চলল।

[ডায়েরি ১৯৪৮/ক। ৩ জানুয়ারি শনিবার ১৯৪৮। একই তারিখ দিয়ে, একই প্রসঙ্গের একটি সংক্ষিপ্ততর রূপ ডায়েরি ১৯৪৮/খ-এ পাওয়া যায়। নিম্নে উদ্ধৃত হল।]

বোম্বে ছাড়লাম। ইণ্টার ৫৭।৶.।

* । ১০০০ দেশী সিগারেট ৬॥০ ডলির ২ শাড়ী ৪৪৲

V. T তে সেই ঘর পালানো ছেলেটি যায়গা রেখেছে। না রাখলেও হত। ঘোষাল ষ্টেশনে এল—ডায়েরী তার দেওয়া।

[ডায়েরি ১৯৪৮/খ। ৩ জানুয়ারি শনিবার ১৯৪৮। * স্থানে একটি বাক্যের পাঠোদ্ধার সম্ভব হয় নি।]

৪৬ ॥ ট্রেনে। যুক্তপ্রদেশ দিয়ে চলেছি। বিস্তীর্ণ প্রান্তর—কত অনাবাদী জমি যে পড়ে আছে। এ দেশী এক সহযাত্রী আলাপের সূত্রে জানাল, অল্প মাটির নীচেই নাকি পাথর, তাই চাষ কম হয়। তাই কি?

সারাদিন গাড়ী চলেছে। লোক উঠছে, নামছে। দূর পথের যাত্রীরা কেউ বসে, কেউ শুয়ে কেউ গল্পে রত। ট্রেনের এই বাধ্যতামূলক অবসরেও সকলে যেন অল্পবিস্তর অস্থির—অস্বস্তি বোধ করছে।

ডাইনিং কারে খেতে গেলাম। ইংরাজের রাজকীয়তার নিদর্শন! ঝকঝকে পালিশ—সাজানো টেবিল চেয়ার—বত্রিশটি আলোয় ঝলমল। সাত-আটজন খানসামা—ত্রিশ-বত্রিশজন খানা খেতে পারে। ফর্সা ধবধবে পোষাক—খাবার দেবার সময় আবার হাতে

সাদা গ্লোবস পরে। রূপোলি চকচকে কাঁটা চামচ, দামী প্লেট। একটুকরো পাঁউরুটি, স্যুপ, মাংস, পুডিং, কফি—বাঁধা খাদ্য।

খাঁটি ইংরাজী প্রথা—পরিবেশন পর্য্যন্ত।

একটি মাত্র ইংরেজ, প্রথম থেকে গম্ভীর মুখে বই পড়ছে। পঞ্চাশ, পুষ্ট, ভরাট মুখ, কপালে রেখার আভাস, ধৈর্য্যের স্থৈর্য্যের অবতার—সিধে হয়ে ঠায় বসে আছে—খানসামাকে পর্য্যন্ত অতি ধীরে ঈষৎ মাথা নেড়ে সায় দেওয়া।

কিন্তু হঠাৎ চোখ তোলে—চকিতে চারিদিকে চায়! কি হতাশা চোখে! এ ডাইনিং কার—তার এই রাজত্ব—কালা আদমি বেদখল করেছে!

পরক্ষণে বইয়ের পাতায় চোখ!

[ডায়েরি ১৯৪৮ / ক। ৪ জানুয়ারি রবিবার ১৯৪৮।]

রাত্রে ঘুমিয়েছি।

রাজনন্দ পর্বত [?]—১০৪৫ ফিট উঁচু

[ডায়েরি ১৯৪৮ / খ। ৪ জানুয়ারি রবিবার ১৯৪৮।]

৪৭ ॥ পুতুলনাচের ইতিকথার ছায়াচিত্রের চুক্তি সই করলাম: কে. কে. প্রোডাকসনের সঙ্গে।[১] আমিই একমাত্র খ্যাতনামা লেখক যে সিনেমার কাছে আত্মবিক্রয় করে নি। এতদিন পরে যেচে এসে আমার নির্দেশ 'সস্তা করা চলবে না' মেনে নিয়ে সিনেমা কোম্পানী চুক্তি করল। আশা করছি ছবিটা ভাল হবে। দেখা যাক!

[ডায়েরি ১৯৪৮ / ক। ১৭ জানুয়ারি শনিবার ১৯৪৮।]

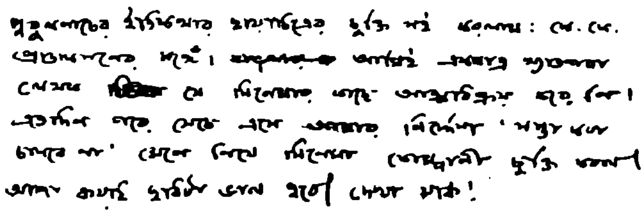
পুতুলনাচের ইতিকথার ছায়াচিত্রের চুক্তি সই করলাম: কে. কে.
প্রোডাকসনের সঙ্গে। [illegible] আমিই [illegible]
লেখক [illegible] যে সিনেমার কাছে আত্মবিক্রয় করে নি।
এতদিন পরে যেচে এসে আমার নির্দেশ 'সস্তা করা
চলবে না' মেনে নিয়ে সিনেমা কোম্পানী চুক্তি করল।
আশা করছি ছবিটা ভাল হবে। দেখা যাক!

৪৮ ॥ কাল সারাদিন বাড়ীতে ছিলাম।

Modern Quarterly vol. 3. (writer 47—48)

[ডায়েরি ১৯৪৮ ক। ২৯ জানুয়ারি বৃহস্পতিবার ১৯৪৮।]

৪৯ ॥ দুর্দ্দিন। গান্ধীজি গুলির আঘাতে নিহত।

বেলা সাড়ে বারটা। বাথরুমে স্নান করতে ঢুকেছি। টুবলু বারান্দায় লাফাচ্ছিল।

রান্নাঘরে ডলি ফুটন্ত ডাল উনান থেকে নামিয়েছে। সেই ডালে টুবলুর বাঁ পা হাঁটু থেকে গোড়ালি পর্য্যন্ত পুড়ে গেল।

সে কি দুর্ঘটনা! এতটুকু শিশুর সে কি যন্ত্রণা। মুখার্জি ডাক্তার এসে মূর্খের মত ট্যানিক এ্যাসিড তুলো দিয়ে বাঁধল!

এই যন্ত্রণাকাতর শিশুসন্তানকে নিয়ে আছি, জ্বর এসে গেছে, সন্ধ্যার পর সংবাদ এল: দিল্লীতে প্রার্থনাসভায় পিস্তলের গুলিতে গান্ধীজি নিহত। সমস্ত মনপ্রাণ যেন হায় সর্ব্বনাশ! বলে আর্ত্তনাদ করে আঘাতে মুহ্যমান হয়ে গেল। ওষুধে ঝিমিয়ে আছে টুবলু, মাঝে মাঝে কাতরাচ্ছে। শিহরে [শিয়রে] বসে

[শেষ বাক্যটি অসম্পূর্ণ। ডায়েরি ১৯৪৮ / ক। ৩০ জানুয়ারি শুক্রবার ১৯৪৮।]

৫০ ॥ শ্যামলবাবুর[১] বাড়া পরিচয় বৈঠক: নবাগত রেবতী দে: বাবরি চুল, রসিক: মনু, বাৎস্যায়ন থেকে পুরাকালের গণিকা সমাজ!

চার্ব্বাক সম্পর্কে আলোচনার পরিণতি!

পথে অমরেন্দ্র[২]: উনি ওইরকম: প্রত্নতত্ত্ব নাম মাত্র, গণিকা সম্পর্কে উৎসাহী!

[ডায়েরি ১৯৪৮ / খ। ৩০ এপ্রিল শুক্রবার ১৯৪৮।]

৫১ ॥ এবারও কি সুরুতেই শেষ হবে? দেখা যাক। ডায়েরি রাখতে পারি না কেন? বোধ হয় এই ধারণা থেকে গেছে বলে যে ডায়েরি মানেই নিছক ব্যক্তিগত কথা! কয়েকদিন লেখার পর আর উৎসাহ পাই না।

ট্রামের প্রথম শ্রেণীর ভাড়া এক পয়সা বাড়ল। যাত্রীরা চটেছে মনে হল না। বেশ খানিকটা হাল্কা ভাবেই বৃদ্ধিটা গ্রহণ করেছে। বরং যাত্রীদের এই উদাসীন ভাবে কণ্ডাক্টাররা ক্ষুব্ধ—অশ্রদ্ধার সুরে ব্যঙ্গাত্মক মন্তব্য শুনলাম দু'একটা। ভাবটা এই: কিছু হবে না এদের দ্বারা! মর তোমরা—আমাদের কি! ট্রাম ধর্মঘট ফেঁসে যাবার পর যাত্রীদের এভাবে ভাড়া বৃদ্ধি মেনে নেওয়ার ফলে সংগ্রামী ট্রাম কর্মীদের এইরকম মনোভাবই স্বাভাবিক।

আসলে, বাবু যাত্রীদের তলিয়ে হিসাব করা নেই—একবার টিকিট কাটতে মোটে একটা পয়সা—আজকাল একটা পয়সা সামান্য! এই এক একটা পয়সা থেকে কোম্পানী যে গলা কেটে কত মোটা লাভ করবে সেটা খেয়ালে আসে না। মনে পড়লেও গ্রাহ্য নেই—ভদ্রলোক তো—নিজের কথাই বড়: আমাকে তো মোটে একটা করে পয়সা দিতে হচ্ছে—মরুক গে যাক! নীতিটা বড় নয়—অন্যায় করে একটা পয়সা কেউ আদায় করলে সেটা সহ্য করাও যে কত বড় অন্যায় সে ধারণা নেই। ট্রামে ভীষণ ভিড়!

আমার বন্ধু বাড়ীটা কিনে আমাকে ভাড়া দেবে—এরকম একটা প্রস্তাব করতেই বাবা ভয়ানক চটে গেলেন। এ বাড়ীতে তিনি থাকবেন না—কোনমতেই! তাই হোক।

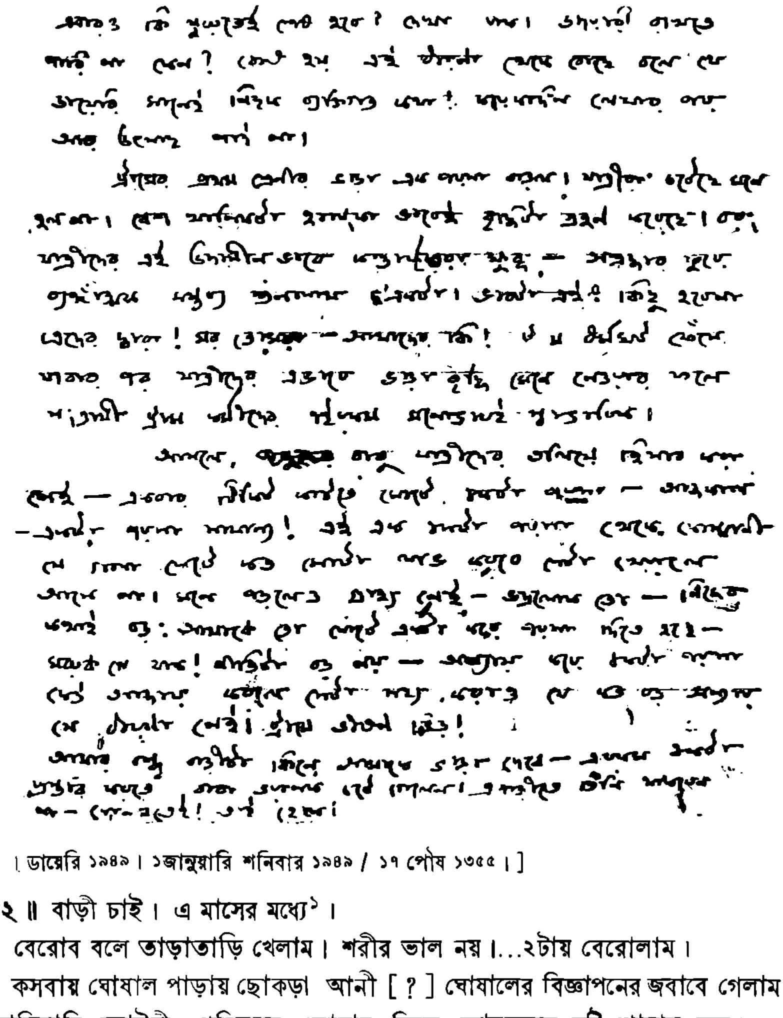

[ডায়েরি ১৯৪৯ । ১জানুয়ারি শনিবার ১৯৪৯ / ১৭ পৌষ ১৩৫৫ ।]

৫২ ॥ বাড়ী চাই। এ মাসের মধ্যে[1]।

বেরোব বলে তাড়াতাড়ি খেলাম। শরীর ভাল নয়।...২টায় বেরোলাম।

কসবায় ঘোষাল পাড়ায় ছোকড়া আনী [?] ঘোষালের বিজ্ঞাপনের জবাবে গেলাম। হোসিয়ারি ফ্যাক্টরী—পরিত্যক্ত কোনার দিকে কোনরকমে দুটি গোয়াল ঘরের মত তুলেছে—"আজ্ঞে বোঝেন তো ভাড়া দিয়ে কিছু লাভের আশাতেই এ বাজারে খরচ করে করা—৭০৲ টাকা।" আমার সামনেই এক ভদ্রলোক মিনতি করল, অন্ততঃ কাল সকাল ৭টা পর্য্যন্ত যেন খালি থাকে। কলকাতায় কত লোক—টাকাওলা লোক—গাছতলাবাসী ?

গেলাম মাতৃকায়[2]। রাঙ্গাদি কনক[3] জ্বরে—শচীন মিত্তির [মিত্রের] বাড়ীটা দেখলাম—বাইরে থেকে—সন্ধ্যার আবছা আলোয়। শোভাবাজারে অতিকষ্টে শচীনকে খুঁজলাম—কথা বললাম রাস্তায় দাঁড়িয়ে—কাল সকালে বাড়ীর ভেতর দেখাবে।

মতিবাবুর বাড়ী হয়ে বাড়ী ফিরলাম।

ভোরে উঠে বরানগর রওনা। 32-C সরকারী [*]।

শচীনবাবু মিনিট দশেক পরে এলেন।

নিজের অংশ ভাল—ভাড়াটে অংশ যেমন তেমন। বকবক করলেন। সরলতার ভান। ৬৫৲ ভাড়া, ৬০০৲ আগাম—কালকেই—২খানা ঘর, সিঁড়ির নীচে রান্নাঘর, একটুকরো বারান্দা নেই!

তাই সই। পড়েছি ফাঁদে···

শ্যামবাজার—৬৬ দমদম রোডের বিজ্ঞাপিত বাড়ীর খোঁজ: দমদম রোডের নম্বর আকাশ-পাতাল—105 এর পরেই 52!

His Master's Voice-এর সামনে নেমে স্বিরতি।

M. C. Sirkir হয়ে এলাম—সুধীর[৪] মৌচাকে নেবে না [?]। ঘড়িটা খালাস করে বাড়ী।

সন্ধ্যায় টুবলুর জন্য ফল আনতে বাজারে গিয়ে···

[ডায়েরি ১৯৪৯। ২-৩ জানুয়ারি রবি-সোম ১৯৪৯। নীল পেন্‌সিলে লেখা। [*] অংশে দু'টি শব্দের পাঠোদ্ধার করা যায় নি। শেষ বাক্যটি অসম্পূর্ণ।]

৫৩॥ বাড়ী সমস্যা! কি করা যায়? শচীনবাবুর বাড়ীতে নড়াচড়ার একটু জায়গা পর্য্যন্ত নেই—৬০০৲ টাকা আগাম দিয়ে বছর খানেকের জন্য আটকে যেতে হবে। আজকেই চেক দেবার কথা—গেলাম না। হাতে থাক।

বিনয় ঘোষ উত্তরপাড়ায় বাড়ীর সন্ধান দিল। এক বিঘা জমিতে বাংলো—ভাড়া কত হবে কে জানে?

বাড়ী বিক্রী ঠিক—এ মাসে উঠতেই হবে। বেশ একটা এ্যাড্‌ভেঞ্চারের ভাব লাগছে। হিমাংশুদের সঙ্গে এক বাড়ীতে থাকতে হবে না—যেখানেই যাই। বহুদিন—প্রায় ৮।৯ বছর এক বাড়ীতে থেকে সব একঘেয়ে হয়ে গেছে।

সহর না গ্রামাঞ্চল? স্বাস্থ্যটা এবার ভাল করতেই হবে। জীবনে এতকাল স্বাস্থ্যের নিয়ম ভেঙ্গে এসেছি—এবার কিছুদিন নিয়ম পালন করব।

সুধীর সরকার দর্পণের ২য় সং[১] নেবে না! ভয় পাচ্ছে। তলায় তলায় কর্ত্তারা টিপে দিচ্ছেন নিশ্চয়! প্রকাশকদের ভাব দেখে তাই মনে হয়। বুক এম্পোরিয়াম স্পষ্ট বলল—কবে পর্য্যন্ত কি করা যাবে বলতে পর্য্যন্ত পারবে না—দোকানে বিক্রী নেই। দর্পণ থেকে যে মোটা লাভ করেছে তা স্মরণ নেই।

চীনের সুখবর। চিয়াং যায় যায়। উল্লাস—আতংক। কর্ত্তাদের মানসিক অবস্থা অনুমান করা যায়।

[ডায়েরি ১৯৪৯। ৪ জানুয়ারি মঙ্গলবার ১৯৪৯। কাঠপেনসিলে লেখা।]

৫৪ ॥ বাড়ী সমস্যা।

নতুন নাটকে[১] হাত দিলাম।

বুধবারের বৈঠকে[২] অমরেন্দ্রবাবু ১।০ ঘণ্টা বললেন—ক্ষয়িষ্ণু বুর্জোয়া সাহিত্য। বলেন বিশ্রী—এলোমেলো, পুনরুক্তি, অস্পষ্ট প্রকাশ। শুধু পড়ে শেখা—ধরাবাঁধা চিন্তা। নীরেনবাবু[৩] তার হয়ে প্রশ্নের জবাব দিলেন। নীরেনবাবুর পড়াশোনাও আছে—কিছু চিন্তাশক্তিও আছে—বলেনও ভাল। তবে কিছুটা dogmatic—অধ্যাপকীয়। সাজ-পোষাক সম্পর্কে উদাসীন—ময়লা একখানা কাপড় পরেছেন।

সাহিত্যের নিজস্ব গতি এবং সামাজিক গতির সম্পর্ক সম্বন্ধে ধারণা এঁদের অস্পষ্ট।

[ডায়েরি ১৯৪৯। ৫ জানুয়ারি বুধবার ১৯৪৯। কাঠপেন্‌সিলে লেখা।]

৫৫ ॥ কাঁচা কবিতা ও পাকা কবিতার তুলনা—

ভারতবর্ষ পৌষ ১৩৩৮

অনামি ও গোধূলিলগ্ন (রবীন্দ্রনাথ)[১]

[ডায়েরি ১৯৪৯। ৬ জানুয়ারি বৃহস্পতিবার ১৯৪৯।]

৫৬ ॥ বাড়ী সমস্যা!

ডলির সেজদা বিনয় আর বন্ধু সত্যচরণ ধরের ভাঁওতায় দক্ষিণেশ্বর গিয়ে বাস থেকে একমাইল হেঁটে ভাঙ্গা একটা পোড়ো বাড়ী দেখে এলাম—ছাত নেই! সারাতেই ৩ মাস লাগবে!

এরা আমায় বাড়ী দিয়ে কিছু বাগাবার ফিকিরে ছিল।

[ডায়েরি ১৯৪৯। ৭ জানুয়ারি শুক্রবার ১৯৪৯। কাঠপেন্‌সিলে লেখা।]

৫৭ ॥ বাড়ী সমস্যা।

[ডায়েরি ১৯৪৯। ৮ জানুয়ারি শনিবার ১৯৪৯। কাঠপেন্‌সিলে লেখা।]

৫৮ ॥ রামবাবুর[১] খবরে শা'পুরের বাড়ী। ২ খানা ঘর ৮৫৲ টাকা—অগ্রিম ৬ মাসের ভাড়া!

অসুবিধা অনেক।

[ডায়েরি ১৯৪৯। ১৫ জানুয়ারি শনিবার ১৯৪৯। কাঠপেন্‌সিলে লেখা।]

৫৯ ॥ বিকালে গিয়ে শচীনবাবুর বাড়ী স্থির করে এলাম[১]।

যাবার সময় জানতে পারি নি—ফিরবার পথে টের পেলাম ছাত্রদের প্রতিবাদ-শোভাযাত্রা বার করা নিয়ে কি হাঙ্গামা হয়ে গেছে। ৪ জন নিহত—১৫ জন আহত। জনতা ৯টি ট্রাম, ২টি বাস পুড়িয়েছে।

কি বর্ব্বরতা! কার আইনের মান রাখতে হত্যাকাণ্ড?
একটি ১২ বছরের ছেলে—তাপস—গুলিতে মরেছে[২]।
[ডায়েরি ১৯৪৯। ১৮ জানুয়ারি মঙ্গলবার ১৯৪৯। শেষ লাইন ছাড়া, কাঠপেন্‌সিলে লেখা।]

৬০ ॥ ছাত্র দলন পর্ব্ব আরও প্রচণ্ডভাবে। ছাত্ররা দৃঢ়—খালি হাতে গুলির বিরুদ্ধে লড়ছে। হাঙ্গামা আরও ছড়িয়েছে। আজ আরও ৫জন নিহত—বহু আহত।

জনসাধারণ সরকারী বর্ব্বতায় ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেছে। সরকার যে কতদূর জন-অপ্রিয় হয়েছে তা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। চারিদিকে সশস্ত্র পুলিশ। পুলিশ দিয়ে জনতার বিক্ষোভ ঠেকানো যায় [?]।

[ডায়েরি ১৯৪৯। ১৯ জানুয়ারি বুধবার ১৯৪৯।]

৬১ ॥ আজ পুলিশের সাহায্যে মিলিটারী আমদানী। কলেজ ষ্ট্রিট দিয়ে যেতে শুধু পথে নয়—সিনেট হাউসে প্রেসিডেন্সী কলেজের ভেতরে সৈন্যের ঘাঁটি দেখে মনে হয় অদ্ভুত দৃশ্যই বটে!

কলেজের ছাতে বন্দুক তাক করে সৈন্য!

আজ হাঙ্গামা কম। সেটা স্বাভাবিক। কিন্তু এই ছাত্রহত্যার জন্য ক্ষোভ? সৈন্য পুলিশ দিয়ে সেটা বন্ধ করা যাবে?

গবর্নমেণ্ট যে আতঙ্কে দিশে হারিয়েছে বোঝা যায়। চীনের ব্যাপারে আতঙ্ক চরমে উঠেছে।

[ডায়েরি ১৯৪৯। ২০ জানুয়ারি বৃহস্পতিবার ১৯৪৯।]

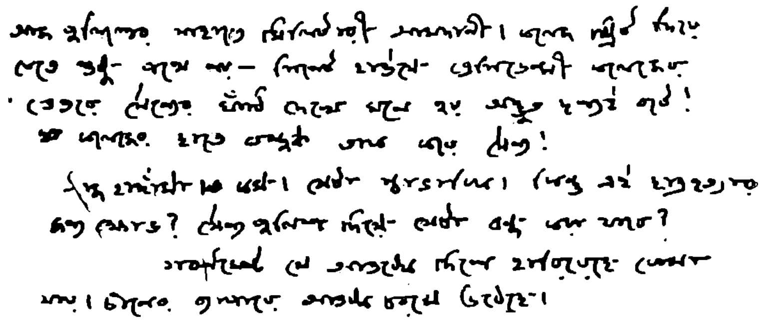

৬২ ॥ খবরের কাগজে সাবধানে সতর্কভাবে শুধু ইঙ্গিত করা হচ্ছে যে ছাত্ররা অন্যায় করলেও এতটা বাড়াবাড়ি পুলিশের উচিত হয় নি—এতে সাধারণ লোকের মন বিগড়ে যায়।

অন্যায়টা ছাত্রদের'! আজ এতকাল ১৪৪ ধারা চাপানো রয়েছে, স্বভাবতই সেটা অসহ্য হবে। একটা শোভাযাত্রা করে ১৪৪ ভাঙ্গতে চাওয়ার জন্য কাঁদুনে গ্যাস লাঠি

গুলি চালালে ছাত্ররা ক্ষেপবে না? নিরীহ প্রাণহীন সুবোধ বালক যদি ছাত্রসমাজ হয় —দেশেরই সেটা চরম দুর্ভাগ্য!

[ডায়েরি ১৯৪৯। ২১ জানুয়ারি শুক্রবার ১৯৪৯।]

৬৩ ॥ আমাদের ক্ষিতীশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় রেস খেলতে গিয়েছিলেন!

[ডায়েরি ১৯৪৯। ২২ জানুয়ারি শনিবার ১৯৪৯।]

৬৪ ॥ নেতাজীর জন্মদিবস।

[ডায়েরি ১৯৪৯। ২৩ জানুয়ারি রবিবার ১৯৪৯।]

৬৫ ॥ বাবার কদিন সর্দিকাশি। সকালে কলিক হল। বিকালের দিকে জ্বর। সত্যই ভয় পেলাম। বাড়ী বিক্রীর মানসিক ধাক্কা—কে জানে কি হয়[১]। সন্ধ্যার পর মাথা গরম—অনবরত কথা বলছেন। আমি একা কাছে থাকার সময় দাদার কথা উঠল। দাদার সম্পর্কে বাবার মনে যে কতকালের কত ক্ষোভ! দাদা চিরদিন অকৃতজ্ঞ অর্থপিশাচ!

অতীতের কথা বললেন। দাদা ছাত্র—হোষ্টেলে। মেদিনীপুর থেকে দেশে গিয়ে গোয়ালন্দে টিকিট টাকা সব চুরি—এক চেনা ভদ্রলোকের সাহায্যে কলকাতায় এসে দাদার হোষ্টেলে। দাদা ছিল না—পরিচয় জেনে হোষ্টেলের চাকর ঠাকুর বাবার অনিচ্ছা না মেনে স্নানাহার করাল। দাদা ফিরেই—'আপনি কেমন লোক? খবর না দিয়ে এসে খেলেন—চাকর ঠাকুরের উপোস করতে হবে!'

ঘাটাল থেকে সকলের ম্যালিরিয়াগ্রস্ত হয়ে বিবাহিত দাদার বাড়ী কসবায়—মার অবস্থা শোচনীয়। দাদা একটা ডাক্তার ডেকে চিকিৎসা করায় না—শেষে বৌদি বলে বলে চিকিৎসার ব্যবস্থা করল। কেউ বাড়ীতে এলেই দাদার মুখ গম্ভীর হয়ে যায়—কারো সঙ্গে ভাল করে কথা কয় না! বাবা নাকি দাদার জন্য কিছু করে নি—স্কলারশিপের টাকায় পড়েছে! সেটা যেন সম্ভব—নিজের চেষ্টায় বড় হলে কি বাপের উপর অভক্তি জাগে?

আমি ছেলেবেলা থেকেই জানতাম—টাঙ্গাইল থেকে তাই লিখেছিলাম সেই পত্র, যা পড়ে দাদা আগুন!

বিদ্বান? স্কলারশিপের টাকার লোভে—বড় চাকরীর লোভে—পড়ত, জ্ঞানের জন্য নয়। গবর্নমেন্টের চাকরী পেয়ে তাই অনায়াসে বিজ্ঞানচর্চ্চা ছাড়ল।

মাসে আজকাল ৩০০০৲ মত পায়। দাঙ্গার সময় বাবা সকলকে নিয়ে বালীগঞ্জে গিয়েছিল (আমি যাই নি, একা টালীগঞ্জে ছিলাম।) দিল্লী যাবার সময় দাদা গুণে কয়েকদিনের সংসার খরচ দিয়ে গেল—কোনরকমে যাতে সামান্য বাজার হয়! কেউ তো যায় না, থাকে না। বিশেষ কারণে গেলে না হয় দু'চারশ' খরচ করে তাদের সমাদর করতি।

[ডায়েরি ১৯৪৯। ২৫ জানুয়ারি মঙ্গলবার ১৯৪৯।]

৬৬ ॥ কাল রাত দশটায় বাবার জ্বর একটু কমল। আজ সকালে ভালই আছেন মোটামুটি, ভয় নেই।

সারাদিন নগরবাসী[১] লিখলাম। রাত্রে গরম মাথায় ডলিকে বকলাম।…কখন চুপ করে থাকতে হয় জানে না।

[ডায়েরি ১৯৪৯। ২৬ জানুয়ারি বুধবার ১৯৪৯।]

৬৭ ॥ নগরবাসী দিতে বসুমতী আপিসে যাব ভেবেও যাওয়া হল না। লেখাটা পড়তে গিয়ে দেখি সংশোধন দরকার।

[ডায়েরি ১৯৪৯। ২৭ জানুয়ারি বৃহস্পতিবার ১৯৪৯।]

৬৮ ॥ সরস্বতী পূজার ছুটিতে সেজবৌরা নতুন বাড়ীতে যাচ্ছে। মেজদা লিখেছে: ৭ই অর্থাৎ যেদিন বাড়ী বিক্রীর কবালা স্বাক্ষর হবে ও টাকা মিলবে সেইদিন সকালে আসবে! আগে আসবে না, থাকতে পারবে না।

টাকা ভাগের সময় হাজির থাকবে।

[ডায়েরি ১৯৪৯। ৩ ফেব্রুয়ারি বৃহস্পতিবার ১৯৪৯।]

৬৯ ॥ কাল বরানগরের বাড়ীতে যাব[১]।

আজ চাবি যোগাড় হল! বাড়ীওলা সম্পর্কে প্রথম ধারণাই পরিপুষ্ট হচ্ছে—আদর্শ আত্মকেন্দ্রিক নিম্নমধ্যবিত্ত বিষয়ী এবং স্ত্রৈণ।

[ডায়েরি ১৯৪৯। ৪ ফেব্রুয়ারি শুক্রবার ১৯৪৯।]

৭০ ॥ সকাল সকাল খেয়ে দেয়ে এগারটা নাগাদ লরীতে মাল বোঝাই দিলাম। ভাবনা ছিল, একটা লরীতে একবারে কি হবে? একটা সংসারের জিনিষ। দেখা গেল, গরীবের সংসারের খাট আলমারি টেবিল চেয়ার তো বটেই—জ্যান্ত মালেরও যায়গা হয়!

ডলিরা বসল ড্রাইভারের পাশে। আমরা মালের ওপর।

লরী এক ট্রিপ ৩০৲

কুলি ৫৲

বাড়ী দেখে ডলি খুসী। আমার কাছে বর্ণনা শুনে বোধ হয় ভেবেছিল বিশ্রী বাড়ী হবে।

কাছে বিরাট প্যাণ্ডেলে থিয়েটার। সারাদিন লাউডস্পীকারে গান বাজাচ্ছে। অতিষ্ঠ।

[ডায়েরি ১৯৪৯। ৫ ফেব্রুয়ারি শনিবার ১৯৪৯।]

৭১ ॥ ঘর গুছাতে দিন গেল।

জলের কষ্ট।

আলোর কষ্ট।

প্যাণ্ডেলে থিয়েটার। লাউডস্পীকার বাজছেই!

[ডায়েরি ১৯৪৯। ৬ ফেব্রুয়ারি রবিবার ১৯৪৯।]

৭২ ॥ সকালে টালীগঞ্জের বাড়ী। দশটা নাগাদ বাড়ীর ক্রেতার মামা পিসেরা হাজির। বাবাকে নিয়ে হিমাংশু গুপুরা এল। ট্যাক্সিতে মেজদা মেজবৌদি ছোট মেয়েটা নিয়ে হাজির! মেজদা রইল—মেজবৌ সেজবৌয়ের বাড়ী গেল! এত বড় বড় কথা শূন্য হয়ে গেল!

বাড়ীর ক্রেতা টাকা নিয়ে এল। ৪৫ হাজার টাকা গোনা হল। বাবার সাংসারিক বুদ্ধি সত্যই পাকা। কবালা সই করেই বললেন, টাকাটার ব্যবস্থা করি, তারপর আপনাদের সঙ্গে রেজিষ্ট্রী অফিসে যাব।

বাবা যে ঘরে ৯ বছর বাস করেছেন[১]—সেই শূন্য ঘরে গেলাম সবাই। বাবা ব্যস্ত হয়ে বলছেন, তোরা যে যার ভাগ নে। সকলে ইতস্ততঃ করছে। মনে সকলের পাপ। আমি তাই সোজা স্পষ্ট ভাষায় বললাম, মেজদা বড়, মেজদা এগিয়ে আসুন, নিন টাকা। তারপর হিমাংশু।

নালু আর আমি টাকা নিয়ে ব্যাঙ্কে গেলাম[২]। বাবা ট্যাক্সিভাড়া দিলেন!

[ডায়েরি ১৯৪৯। ৭ ফেব্রুয়ারি সোমবার ১৯৪৯।]

৭৩ ॥ আজ টালিগঞ্জে হিমাংশুদের বাসায়। রাস্তা থেকে দেখি বাবা উঠানে রোদ পোয়াচ্ছেন। গিয়ে উঠানে বসলাম। মেজবৌ ও সেজবৌ খাচ্ছে!

কয়েকমাস আগে রাঁচি গিয়েছিলাম—মেজবৌ কি তীব্র ভাষায় হিমাংশুদের বিরুদ্ধে বলল! বাড়ী বিক্রী হবে—মেজদা শুধু টাকা ভাগ হবার সময় ছাড়া হাজির হতে পারবে না জানাল, পাছে ভাইদের বাড়ীতে থাকতে হয়!

সেই মেজদা—সেই মেজবৌ—সেজবৌয়ের বাড়ীতে দিবানিদ্রা দিচ্ছে, একসাথে বসে গল্পগুজব করে খাচ্ছে!···

গীতার মার বাড়ী হয়ে এলাম। গীতার মা উত্তেজিত!

[ডায়েরি ১৯৪৯। ৮ ফেব্রুয়ারি মঙ্গলবার ১৯৪৯। একটি লাইন বর্জিত হয়েছে।]

৭৪ ॥ আজ ধীর বুদ্ধিতে ঘোড়ায় চড়া শিখলাম।

[ডায়েরি ১৯৪৯। ১২ ফেব্রুয়ারি শনিবার ১৯৪৯। বর্তমান অংশের পরেই ছিল শুধু একটি ঠিকানা—বর্জিত হয়েছে।]

৭৫ ॥ কুচবিহার সাংস্কৃতিক সম্মেলনে যাব—প্লেনে। Kolinga Line: চক্রবর্ত্তী কোম্পানী এজেন্ট। সকাল ৭-৩০টার মধ্যে ১ বৃন্দাবন বোস লেনে ওদের অপিসে—প্লেন দমদম থেকে ৯টায় ছাড়বে। বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় রাত ৩টের প্লেনে গেছে—

রাত্রে এখানে এসে শুয়ে ছিল। অনর্থক অব্যবস্থার জন্য ২ ঘণ্টার রাস্তা যেতে ৩।৪ ঘণ্টা যাত্রীকে কষ্ট দেওয়া। এসে চুপচাপ বসে রইলাম। তারপর প্যারিস থেকে এদের ছবির মত রঙে কাঁচে ঝলমল সুন্দর বাসে দমদম।

৩ জন মাড়োয়ারী মেয়ে বাচ্চা কাচ্চা সমেত গৌহাটি যাচ্ছে।

এরোপ্লেনে প্রথম উঠব। একটু ভয় হচ্ছিল—আমার বদ্ধ জায়গায় ভয়ও আছে। তাছাড়া অসুখটার জন্য। বায়ুর চাপের তারতম্যে যদি কিছু হয়। মাড়োয়ারী মেয়েরা সাহস দিল। ওরা যদি যেতে পারে, আমার ভয়? প্লেনটা মস্ত VT—COH বহু মাল ও ২১ জন যাত্রী যায়। ছাড়বার সময় কেমন কেমন লাগল—তারপর দেখলাম কিছুই নয়। বাসেও এর চেয়ে বেশী ধাক্কা লাগে! প্লেন ওপরে উঠলে নীচে রেখার মত পথ, ছককাটা আল্পনার মত মাঠ ক্ষেত। অপরূপ!—কিন্তু এক রকম! কিছুক্ষণ পরেই একঘেয়ে।

শুনেছিলাম নামবার সময় গা শিরশির করে। কুচবিহারে ঘেসো ল্যাণ্ডিং গ্রাউণ্ডে প্লেন নামবার সময় শুধু টের পেলাম নামছে, আর কিছু নয়।

প্লেনের আরেকটা ব্যাপার—প্রচণ্ড শব্দ!

কুচবিহার ষ্টেট এমপ্লয়িজ এসোঃ—যারা সাংস্কৃতিক সম্মেলনের উদ্যোক্তা—প্রচুর সম্মান। রাজার ধরমশালায় গেলাম। সামনে মস্ত ও চমৎকার বাগান—কতরকমের গোলাপ! বাড়ীটিও প্রকাণ্ড। আহারের বিরাট আয়োজন। রান্না চমৎকার। বহু লোক এলেন, নানা বিষয়ে আলাপ আলোচনা। স্থানীয় সাহিত্যসভা সংঘ—সেকেলে ধরণের সংস্কারবাদী রক্ষণশীল প্রতিষ্ঠান—ভদ্রলোক চতুর।

বিকালে সভা। বিজয়লাল[১] গান্ধীপন্থায় বিপ্লব—শ্রেণীহীন সমাজের কথা বলল। চিন্তাধারা অপরিচ্ছন্ন।

শ্রোতারা মনোযোগী, উৎসাহী।

[ডায়েরি ১৯৪৯। ২৬ ফেব্রুয়ারি শনিবার ১৯৪৯।]

৭৬ ॥ State Emp. Asc. কিছু দাবীদাওয়া নিয়ে আন্দোলন করতে চায়—সাহস পায় না। খুবই পশ্চাদ্‌পদ—সমগ্র কুচবিহারও। দেশী রাজ্যের যা অবস্থা। সাংস্কৃতিক সম্মেলন ছাড়া কোন অনুষ্ঠানের অনুমতি মিলত না।

রাজার অসীম প্রতাপ—এখন মন্ত্রীদেরও। সহরে কেউ বড় ভাল দালান তোলে না—নামমাত্র দামে রাজার কিনে নেবার আইন আছে! কিছু বাড়ী নিয়েছেও। স্থানীয় লোক বাঙ্গালীকে বলে 'ভাটিয়া'। শুনলাম, রাজা চায় স্বাধীন রাজ্য, প্রজা চায় আসাম, কংগ্রেস চায় বাংলায় মেশাতে। জটিল পরিস্থিতি! হিতসাধিনী সভা নামে মন্ত্রী পরিচালিত প্রতিষ্ঠান কুচবিহারের স্বাধীনতার প্রচার করছে। যা তা কাণ্ড। রাজস্বমন্ত্রীর নাকি ক্লাস ফোর-এর বিদ্যা—নাম সই করতে কলম ভাঙ্গে।

সকালে সাহিত্যসভা। সেখানে দোতারায় স্থানীয় সঙ্গীত। সহরে প্রচারের লোভে

আধুনিক বিকৃতি এনেছে। সহর ঘুরলাম—পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। ভদ্র বাড়ীর সামনে ফুলের বাগানের ঝোঁক। রাজপ্রাসাদ, রাজকীয় বাড়ী সবই বিরাট—বাকী সবের তুলনায়।…

সভাপতি সেকেলে চালাক। কিছু না বলেও সে অনেক কথা বলল—সবচেয়ে বেশী হাততালি পেল। শুধু হাততালি—মজা পেয়ে। তার কথা দামী বলে নয়।

ধরমশালায় ফিরে বিজয়লাল! আপনার ওই কথাটা খাপছাড়া লাগছে—ইতিহাস শ্রেণী সংগ্রামের ইতিহাস।

বিজয়লাল যেন আর সব বোঝে, শুধু এই কথাটা খাপছাড়া। রোজ সে কথামৃত পড়ে গীতার মত!

[ডায়েরি ১৯৪৯। ২৭ ফেব্রুয়ারি রবিবার ১৯৪৯।]

৭৭ ॥ সকাল সাড়ে দশটায় ফেরার প্লেন।

বিজয়লালের বন্ধু বাংলা কংগ্রেসের চর কালো বেঁটে ধূর্ত্ত ভাবপ্রবণ অবিবাহিত আদর্শবাদী তার্কিক সস্তা কৌশলী লোকটির স্থানীয় পুরোনো বন্ধুর স্ত্রী স্বয়ং কাল বলে গেছে—সকালে চা খেতে যেতে হবে। বুঝতে পারি। প্লেনের দোহাই দিয়ে এড়াবার চেষ্টা করলাম—বিজয়লালও এড়াতে পারলে বাঁচে। ওদের বন্ধুত্ব ওইরকম! কিন্তু ভোরে এসে মোটর নিয়ে হাজির—আটটায় ধরমশালায় ফিরিয়ে আনবে। না গিয়ে উপায় কি?

আধা জমিদার আধা কংগ্রেসী দুই ভাই—নানাভাবে বাঙালী বিদ্বেষ জয় করে গুছিয়ে নেবার চেষ্টা করছে। যে মহিলা ধরমশালায় গিয়ে নেমন্তন্ন করে এসেছিলেন বৈঠকখানায় তার খোঁপাটি দেখা গেল না—তার হাতের তৈরী ঘরোয়া খাবার আর চা এল! তা এইরকমই হয়।

তাড়াতাড়ি খেয়েদেয়ে এরোড্রোমে। প্লেন আর আসে না। হ্যাঙ্গারে রাজার দুটো প্লেন ঘুমোচ্ছে। মোটরে বসে, চেয়ারে বসে বেলা ২॥০ টা বাজালাম—প্লেন আসে না। খবর এল দমদমে হাঙ্গামা। বিজয়লাল—…বিজয়লাল এমনভাবে তাকালো আর বাঁকা কথা বললো যেন আমিই দমদমের হাঙ্গামার জন্য দায়ী! কিন্তু প্লেন-কোম্পানী প্রথম থেকে যে ভদ্রতা দেখিয়েছে তার তুলনা নেই। মোটরে ধরমশালায় ফিরিয়ে নিয়ে গেল। ইতিমধ্যে প্লেন এলে প্লেন আমাদের জন্য অপেক্ষা করবে—আমরা অনেক অপেক্ষা করেছি।

চা খাচ্ছি—হঠাৎ খবর প্লেন আসছে। তাড়াতাড়ি এরোড্রোমে—প্লেন মাল বোঝাই। মানুষ-মাল নিয়ে ছাড়ল। হাসিমাড়ার বাঁধানো এরোড্রোমে নেমে কাপড়ের ২১টা বেল [Bale] নামাল! অল্পক্ষণে কলকাতা। দীপান্বিতা নগরী? জীবনে দেখি নি—ভাবি নি। কলকাতা এত বড়—আলোকমালায়? অভিনব অভিজ্ঞতা!

[ডায়েরি ১৯৪৯। ২৮ ফেব্রুয়ারি সোমবার ১৯৪৯।]

৭৮ ॥ কাল রাত্রেই বাড়ি পৌঁছেছি। এক ঘণ্টা চল্লিশ মিনিটে প্লেন দমদম এসেছে।

আসলে কুচবিহার থেকে কলকাতা প্লেনে ঘণ্টাখানেক। মাঝে পাকিস্তান। পাকিস্তানের আকাশে ওড়াও নিষেধ। কেন কে জানে। শুধোলাম : নামলে নানা প্রশ্ন হয়—সোজা উড়ে গেলে ক্ষতি কি ? এত ঘুরে যাবার দরকার ?

প্রশ্ন করাই যায় !

শুনলাম ! ইউরোপীয় চালক মাঝে মাঝে পাকিস্তানের আকাশে ওড়ে—নিজস্ব ঘোরালো কায়দায় টাইম হিসাবের সময়টা পাক দিয়ে রেডিও পাঠায়—এই আমার পজিসন। হুস করে দমদমে নামে।—নেমেই বিলাতী হোটেলে ছুটে গিয়ে Scotch-এ চুমুক দেয়।

শরীরটা ভাল লাগছে। আবহাওয়ায় বসন্তের ছোঁয়াচ। ভোর সত্যই মনোরম। স্নিগ্ধ—পাখীমুখর। নতুন লেখার তাগিদ দিন দিন ভেতরে জোরালো হচ্ছে। এতদিন যেন জের টেনে চলেছি। এবার একেবারে নতুন অধ্যায় সুরু।

কাজে দারুণ আলস্য বোধ করছি। এটা বোধহয় শক্তি সঞ্চয়ের প্রক্রিয়া—লেখায় ব্যয় করতে হবে। আগেও এরকম ঘটেছে। সংসারের অনেক ব্যবস্থা দরকার। তা থেকে অবশ্য রেহাই নেই।

[ডায়েরি ১৯৪৯। ১ মার্চ মঙ্গলবার ১৯৪৯।]

৭৯ ॥ একটা প্রশ্ন মনে জেগেছে। সেকস্‌পিয়ার যদি বুর্জোয়া সমাজের মর্ম বুঝে দূর ভবিষ্যতে তাকিয়ে সৃষ্ট করেছিল, বুর্জোয়া যখন বিপ্লবী, তার নাটক কেন ফিউডালের ক্রোধ যাগায় [জাগায়] নি, বুর্জোয়া বিপ্লবে যার ধ্বংস ?

[ডায়েরি ১৯৪৯। ২৪ মার্চ বৃহস্পতিবার ১৯৪৯।]

৮০ ॥ ঠিক, সৈনিক হওয়া ভালো,
রোজ একঘেয়ে কাজ।
মানুষ, আমরাও,
দু'পায়ে হাঁটি, দু'হাতে করি কাজ ॥
পৃথিবীতে যদি মানুষের অধিকার,
মানুষ তো আমরাই !

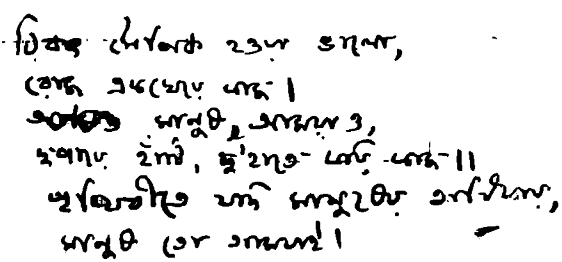
ঠিক সৈনিক হওয়া ভালো,
রোজ একঘেয়ে কাজ।
মানুষ, আমরাও,
দু'পায়ে হাঁটি, দু'হাতে করি কাজ ॥
পৃথিবীতে যদি মানুষের অধিকার,
মানুষ তো আমরাই।

[ডায়েরি ১৯৪৯। ৩১ মার্চ বৃহস্পতিবার ১৯৪৯। কবিতার খসড়া।]

৮১ ॥ ২।৪।৪৯

আকাশ মন্দ নয়।
আকাশটারে বিকার বোলো না, নতুন কবি!
মৃত কবিরাই মাটিতে দাঁড়িয়ে
আকাশে বাড়ায় হাত—

[ডায়েরি ১৯৪৯। কবিতার খসড়া। মুদ্রিত তারিখ ৯ জানুয়ারির পৃষ্ঠায় উল্লিখিত তারিখ দিয়ে তিন লাইন লিখে ও কেটে দিয়ে, পরপৃষ্ঠায় ঈষৎ সংশোধিত আকারে আবার আগের তিন লাইন লেখা ও পুনরায় কেটে দেওয়া ; ঠিক তার নিচে, পরিবর্তিত রূপে, বর্তমান চার লাইন—স্পষ্টতই অসম্পূর্ণ।]

৮২ ॥ 14.4.49

ই.ই. হলে সিটি কলেজ কমার্স ছাত্রদের নববর্ষ—আমি প্রধান অতিথি। গতবার I. C. S প্রধান অতিথির বক্তৃতায় ছেলেরা বিরক্ত—এবার আমায় ডেকেছে। ভাইস প্রিন্সিপ্যালের ঘরে চা পান—অধ্যাপকেরা আগামীকালের অধ্যাপক-সম্মেলন নিয়ে উত্তেজিত। বেশীর ভাগ অধ্যাপক প্রাণহীন—চিন্তায় জড়তা।

সভায় হল ঠাসা ছেলে। সভাপতি অধ্যক্ষ—'জীবনদেবতা'র নামে প্রার্থনায় সভা সুরু করলেন। ভলান্টিয়ারদের অধিকাংশের ত্রিবর্ণ ব্যাজ—একজনের শুধু লাল। ত্রিবর্ণ ব্যাজের ইউনিয়ন—সম্পাদক দু'জন পুরানো পচা কাব্যিক সস্তা নববর্ষ বর্ণনা করল। লাল ব্যাজ দৃপ্ত কণ্ঠে জোরালো ভঙ্গিতে—কিছুই প্রায় বলতে পারল না। মৃদু হাসি-গুঞ্জন। ছেলেটি যদি শ্রোতা বুঝে বক্তৃতা দিতে জানত?

এদের কি বলব? শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বে ধনতন্ত্রের অবসান ঘটে নতুন যুগের আবির্ভাব—নববর্ষ ভবিষ্যতের সূচনা। জাতীয়তাবাদের ঊর্দ্ধে ওঠার প্রয়োজনীয়তা। ছেলেদের খুবই ভাল লাগল।

যান্ত্রিক দৃষ্টিতে তিনরঙা ব্যাজ আর লাল বিরোধটাই চোখে পড়ে। আসলে এদের মনে দ্বন্দ্ব—পুরানো এবং নতুন চিন্তাধারায়। অন্ধ সংস্কারের বশে পুরানো ভাবের জের টেনে চলেছে—বাস্তব অবস্থা নতুন চিন্তাও জাগিয়েছে। প্রমাণও পাওয়া গেল। মৃদু মিহি সুরে 'পিউ কাঁহা' 'আঁখি ঝুরে' এসব মড়াকান্নার গানও যেমন হাততালি পেল—সুকান্তর 'সেলাম পৃথিবী সেলাম'ও তেমনি হাততালি পেল।

ট্যাক্সিতে গিয়েছিলাম—ট্যাক্সিতে ফিরলাম। কলেজগুলির প্রচুর পয়সা—শিক্ষার ব্যবসা। তবু, ছাত্রদের চাপে আমাকে নিয়ে গিয়ে আমার বক্তৃতা ছাত্রদের শোনাতে হল—তারাশঙ্করকে নয়।

গানের জন্য জর্জকে[১] ফুলের মালা দেওয়ায় সবাই খুসী।

[ডায়েরি ১৯৪৯। হাতে-লেখা তারিখ দিয়ে একই মুদ্রিত তারিখের পৃষ্ঠায় লেখা—আগে-পরে ১৯৫০-এর বিভিন্ন অংশ।]

14 APRIL — THURSDAY

Bengali—1 Baisakh, 1356 — *Hijri*—14 Jamadias-Sani, 1368

Faslee—1 Baisakh, 1356 — *Samvat*—1 Baisakh (Badi), 2006

(14.4.49) *"Bengali New Year's Day"*

[illegible]

৮৩ ॥ 22.4.49

প্রগতি লেখক শিল্পী সংঘের চতুর্থ বার্ষিক সম্মেলন[১]। চার বছর পরে।

পুলিশ দু'বার হানা দিয়ে গেছে। পুলিশ হামলা করবে বলে 46[২]-এর বদলে বঙ্গীয় কলালয়ে delegate session হল।

নিরাপত্তা বন্দীরা ধর্মঘট করেছে।

[ডায়েরি ১৯৪৯। হাতে-লেখা তারিখ দিয়ে একই মুদ্রিত তারিখের পৃষ্ঠায় লেখা—আগে-পরে ১৯৫০ জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারির বিভিন্ন অংশ।]

৮৪ ॥ 22.11.49

ট্রামবাড়ীতে [?] প্র. লে.[১] সম্মেলন—শান্তি সম্মেলন উপলক্ষে। আমি সভাপতি। বহুলোক, হল ভর্ত্তি। শান্তির জন্য উৎসাহ জোরালো। কিছুকাল সভা চলার পর চেট্টিয়ার ও রামবাবু এলেন। সভা জমল। আমার বক্তৃতা ভাল হল না। মাথাটা ধরে আছে। স্বাস্থ্য ভাল করতে হবে। অতিরিক্ত সিগারেট ইত্যাদি বন্ধ করা দরকার।

[ডায়েরি ১৯৪৯। মুদ্রিত তারিখ ৬ এপ্রিলের পৃষ্ঠায় লেখা—বর্তমান ডায়েরি-বইয়ের এই অংশ থেকে স্বতন্ত্র তারিখ দিয়ে লেখা শুরু।]

৮৫ ॥ 23.11.49

হঠাৎ চশমার কাঁচ পড়ে ভাঙ্গল। মনে পড়ল কাল রাতে ফিরবার সময় ট্রামে এক পুলিশ নামতে গিয়ে চশমায় কনুয়ের গুঁতো দিয়েছিল—অবশ্য অনিচ্ছায়। কিছুই হয় নি ভেবেছিলাম—কিন্তু পুলিশের গুঁতো কি বিফল হয়!

কাল থেকে শান্তি সম্মেলন স্বরু হবে। চশমা ছাড়া আধ অন্ধ—মাথা বন বন ঘোরে। ছুটলাম চশমার দোকানে। কাল পাব।

[ডায়েরি ১৯৪৯।]

৮৬ ॥ 24.11.49

২ ঘণ্টা চশমার দোকানে বসে চশমা পেলাম।

দেশপ্রিয় পার্কে ১টা থেকে সারা ভারত শান্তি সম্মেলন। মহম্মদ আলি পার্কে হত—প্যাণ্ডেল বাঁধা নিষিদ্ধ হওয়ায় এখানে হচ্ছে। খোলা সামিয়ানা, সামনে ডায়াস। সামিয়ানার নীচে ডেলিগেটরা বসেছেন, চারিদিকে ঘিরে দাঁড়িয়ে স্থানীয় দর্শক—বিকালের দিকে ৪।৫ হাজার লোক হয়। মাইক চমৎকার—দূরে রাস্তা থেকে শোনা যায়। সোভিয়েট প্রতিনিধি টিকোনভ প্রভৃতি ৩জন ভারত প্রবেশের অনুমতি না পেয়ে করাচী থেকে ফিরে গেছেন। বিশ্বশান্তি স্থায়ী-কমিটির প্রতিনিধিরও প্রবেশ নিষেধ। অন্য প্রদেশের কয়েকজন ডেলিগেট রাস্তায় গ্রেপ্তার হয়েছেন। পল রবসন সভাপতি—তাঁর কাছ থেকে টেলিগ্রাম বা চিঠির কোন জবাব এদেশে আসে নি।

প্রচণ্ড উৎসাহ উদ্দীপনা। শান্তি বিরোধিতার নিন্দা প্রস্তাবে প্রচণ্ড বিক্ষোভের সমর্থন। ৭টায় সম্মেলন ভাঙ্গল।

চশমা ঠিক হয় নি। ঝাপসা দেখছি, মাথায় ভীষণ কষ্ট।

[ডায়েরি ১৯৪৯।]

৮৭ ॥ 25.11.49

দ্বিতীয় দিন। চশমার দোকান হয়ে।

আজ সম্মেলন ঘিরে আরও বেশী লোক। একটি অল্পবয়সী গ্রাম্য চাষী বৌ মাইকের সামনে দাঁড়িয়ে এমন চমৎকার বক্তৃতা করলেন—দ্বিধা ভয় সঙ্কোচ নেই, স্পষ্ট সরল ভাষা, পরিষ্কার ধারণা! কি রেটে সব বদলে যাচ্ছে তিনি যেন তার জীবন্ত প্রতীক! আজ আরও বেশী ভিড়।

সরকারী বিরোধিতা, খবরের কাগজের অসহযোগিতা, তবু সম্মেলনের অসাধারণ সাফল্য।

[ডায়েরি ১৯৪৯।]

৮৮ ॥ 26.11.49

ময়দানে প্রকাশ্য সম্মেলন।

একটা দেড়টা থেকে ছোট বড় প্রসেসন এসে জমছে। এমনি লোকও আসছে। মহিলা প্রচুর। মেয়েরা বেশী নির্য্যাতিতা—মেয়েদের জাগরণও তাই অদ্ভুত রেটে ঘটছে। লাখের উপর জমায়েৎ।

সন্ধ্যার পর সম্মেলনের শেষে শোভাযাত্রা। প্রায় ২ মাইল লম্বা। ঐতিহাসিক ব্যাপার —কলকাতায় আগে আর এতবড় প্রসেসন হয় নি।

[ডায়েরি ১৯৪৯।]

৮৯ ॥ 27.11.49

রামবাবু শিল্প সাহিত্যের আদর্শ সম্পর্কে। স্থায়ী শান্তি কমিটি সভা। খবর এল ময়দানে সাংস্কৃতিক সম্মেলন নিষিদ্ধ—'৭৬ সালের আইনে। গান অভিনয় আবৃত্তি সব নিষেধ। সভা ও শোভাযাত্রা।

রামবাবুর সঙ্গে বাড়ী এলাম। আলাপ আলোচনা খুব জমল।

[ডায়েরি ১৯৪৯।]

৯০ ॥ 28.11.49

রামবাবু বর্দ্ধমান রওনা হয়ে গেলেন।

টালিগঞ্জে বাবার কাছে। ক'দিন আগে জরুরী চিঠি—হিমাংশুরা রাজগী যাবে, ফিরে বাড়ী বিক্রী করে ফ্ল্যাটে থাকবে, বাবার যাবার জায়গা নেই! আমি না আনলে একা বস্তিতে অন্ধকার ঘর ভাড়া নিতে হবে। বাবা সব বিলিয়ে দিয়েছেন, আর টাকা নেই,

সুতরাং খাতিরও নেই! আশ্বাস দিয়ে এলাম। আমার ২ খানা মাত্র ঘর, পার্টিশন করে নিতে হবে[১]।

এক ছেলে ২৫০০৲ বেশী মাইনে পায়, অন্য তিন ছেলের একজন রাঁচিতে অন্য ২ জন কলকাতায় বাড়ী করেছে—তার এই অবস্থা! স্বার্থপরের সমাজে এটাই স্বাভাবিক।

চশমা পেলাম না।

[ডায়েরি ১৯৪৯।]

৯১ ॥ 29.11.49

চশমা পেলাম না। বড় কষ্ট।

[ডায়েরি ১৯৪৯।]

৯২ ॥ 30.11.49

চশমা পেলাম। সামান্য খুঁত বোধহয় আছে। তবু অল্পক্ষণের মধ্যে মাথা থেকে যেন ভার নেমে গেল। ফুটপাতে 'Marxism And the National Question' বইখানা পেয়ে গেলাম।

আগ্রহের সঙ্গে পড়ছি।

বাবার কার্ড। গুপু বাবাকে পৌঁছে দিয়ে যেতে পারবে না। রাজগী যাবার জন্য ব্যস্ত।

পিণ্টু, গাগা দুপুরে খেল।

[ডায়েরি ১৯৪৯।]

৯৩ ॥ 1.12.49

বাবার আরেক কার্ড। একই কথা। মন্মথবাবু বাড়ীর জন্য। নালুর অনেক নূতন কীর্ত্তির কথা শুনলাম।

শশীপদ ইনষ্টিটুট—শান্তি।

[ডায়েরি ১৯৪৯।]

৯৪ ॥ 2.12.49

গতকাল শান্তিনিকেতনে শান্তিবাদী সম্মেলন সুরু হয়। অধিকাংশ কাগজে ফলাও রিপোর্ট। বসুমতীতে প্রথম পাতায় লিখছে: "শান্তিনিকেতন, ১লা ডিসেম্বর :—ক্রম-বর্দ্ধমান স্নায়ুযুদ্ধের বিষাক্ত আবহাওয়ার মধ্যে বিশ্বের ৩১টি দেশের ৮৩ জন শান্তিবাদী স্থায়ী বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার **স্বপ্ন** (বড় হরফ আমার—মা. ব.) লইয়া অদ্য এখানে এক সম্মেলনে মিলিত হন।…"

স্বপ্নই বটে! বেশ মতলবযুক্ত স্বপ্ন!

সকালে মন্মথবাবু, বাড়ীর জন্য। বিকালেও।

[ডায়েরি ১৯৪৯।]

৯৫ ॥ 3.12.49

কাল বাবা আসবেন। ২খানা ঘর—সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছি। কত মাপজোক, হিসাব। বিকালে এগার টাকার ক্যানভাস আনলাম। ওঘরে একটু প্যাসেজ রেখে ভাগ করতে হবে[১]।

বড়বাজারে দ্বিজেনবাবুর সঙ্গে দেখা। ব্যাঙ্ক ফেল মারিয়ে বহু লোকের সর্ব্বনাশ করে কয়েক মাস লুকিয়ে বেড়িয়ে আবার বিশ্বাসী সাধারণ লোকের ঘাড় ভাঙ্গার ফিকিরে ঘুরছে।

[ডায়েরি ১৯৪৯।]

৯৬ ॥ 4.12.49

মন্মথ হতাশ। বাড়ী বেশী টাকায় ভাড়া হয়ে গেছে।

বাবাকে আনতে যেতে হবে। হিমাংশুদের চেঞ্জে যাবার আয়োজনে ব্যস্ত থাকায় গুপুর বাবাকে পৌঁছে দিয়ে যাবার সময় হবে না। যার ছেলেদের মোট পাঁচখানা বাড়ী—চারখানা কলকাতায়, তার আশী বছর বয়সে কি দুর্দ্দশা! লরীর জন্য বাবা ও মালপত্র নিয়ে বাড়ী পৌঁছতে সন্ধ্যা হয়ে গেল।

[ডায়েরি ১৯৪৯।]

৯৭ ॥ 5.12.49

সারাদিন খাট টানাটানি ঘর গুছানো···পিন্টু রাঙ্গাদি···

[ডায়েরি ১৯৪৯।]

৯৮ ॥ 6.12.49

আজও খাট টানাটানি ঘর গুছানো। আজ শেষ ব্যবস্থা। ঘরের নির্দ্দিষ্ট স্থানটুকু খাট আলমারি টেবিল চেয়ার আর রাত্রে মেঝেতে বড় বিছানার কাজে লাগানোর সেরা ব্যবস্থা।

মৌসুমীর গল্প শনিবার পর্য্যন্ত সময় পাওয়া গেল।

নালু+বাদলু···

[ডায়েরি ১৯৪৯।]

৯৯ ॥ 7.12.49

শরীরটা খারাপ বোধ করছি। বাবার চিঠির উদ্ধৃতি তুলে বাবার পুত্রদের চিঠি লিখছি

[ডায়েরি ১৯৪৯।]

১০০ ॥ 8.12. [49]

ম. চ. চ[১] সকালে—কাল সকালে ন. ক'র[২] বাড়ী—
ভেনি আর শচীন বাদলু।
দুপুরে অসুখ—স্নানের সময় মনে হচ্ছিল।
বাবার দুধ নিয়ে গোলমাল চলছে—
[ডায়েরি ১৯৪৯।]

১০১ ॥ 9. [12. 49]

শরীর খারাপ—ন' ক'র বাড়ী যাওয়া হল না—
কাল মৌসুমীর গল্প—কি করব কে জানে!
[ডায়েরি ১৯৪৯।]

১০২ ॥ 10.12. [49]

হঠাৎ বেরিয়ে পড়লাম। ঝোঁকটা লাভজনক হল—৩৮৷৷৹ টাকা লাভ[১]। ময়দানে নার্সদের সভা। দাঁড়িয়ে শুনলাম—বক্তৃতা কেমন একটানা কলের মত হয়ে যাচ্ছে। শোভাযাত্রা—সঙ্গে গেলাম না। শরীর বড় খারাপ। এবার মাথাটা বেশী ধরেছে।
[ডায়েরি ১৯৪৯।]

১০৩ ॥ 11.12. [49]

মৌসুমীর গল্প লেখার কোন তাগিদ নেই। ফিরে গেল।
বিকালে মোটরে গুপু ও কেষ্ট। মোটর বিকল। তাড়াতাড়ি ভাগল।
[ডায়েরি ১৯৪৯।]

১০৪ ॥ 12.12. [49]

বেরোলাম। সু-জার বাড়ী। ডলি দুপুরে রাঙাদির বাড়ী। কাজ এগোচ্ছে না। এবার শরীরটা বেশ কাবু।
[ডায়েরি ১৯৪৯।]

১০৫ ॥ 13.12. [49]

এখন সন্ধ্যা। বেরোই নি। মালতী দুপুরে এসেছে। শান্ত ধৈর্য্যশীলা মেয়েটি। ডলি গয়না নিয়ে ঝগড়া। বোধহয় কাল রাঙাদির বাড়ী থেকে শুনে এসে মনে ঘা লেগেছে।
[ডায়েরি ১৯৪৯।]

১০৬ ॥ 14.12. [49]

আজ বেরোলাম না। চশমার জন্য কষ্ট হচ্ছে। ভাল করে চোখ পরীক্ষা করে ঠিক চশমার জন্য ভাল দোকানে যেতে হবে। কাজ একরকম বন্ধ।

[ডায়েরি ১৯৪৯।]

১০৭ ॥ 15. [12. 49]

বারটায় বেরোলাম। ব্যাঙ্ক হয়ে ইনসিওর অফিস—২ কোয়ার্টারের প্রিমিয়াম দিলাম। ইলেকট্রিক বিল দিলাম। লরেন্স মেয়োর দোকানে চোখ দেখালাম—পরীক্ষার ব্যবস্থা ভাল। পরীক্ষক—বোধহয় মাদ্রাজী, যুবক—ভাল, চোখ পরীক্ষা করে আমার অসুখের কথা বলতে পারল—জিজ্ঞাসা করল, কোন বিশেষ অসুখ আছে কি না এবং নিয়মিত ওষুধ খাই কি না। চশমায় ৫৬৲ টাকার ওপর লাগবে। উপায় কি! চোখ অবহেলা করা যায় না।

সিগারেট খাওয়া কমাতে হবে।

[ডায়েরি ১৯৪৯।]

১০৮ ॥ 30. [12. 49]

আজ নতুন চশমা পেলাম। চোখে দিতেই বোঝা গেল ঠিক হয়েছে। তবু আধ ঘণ্টার মধ্যে সাংঘাতিক মাথা ধরে গেল। নতুন চশমা—অভ্যস্ত হতে ২।১ দিন সময় লাগবে।

১০।১২ দিন সব কাজ বন্ধ। একটানা বাজে কাজ করেছি। বাড়ী থেকে প্রায় বেরোই নি বলা যায়।

রাজবন্দীদের মুক্তির জন্য প্রতিদিন হাঙ্গামা চলছে। আন্দোলন আরও জোরালো হওয়া উচিত ছিল। বিনা বিচারে মানুষকে আটক রাখা—এ স্বেচ্ছাচারিতা সহ্য করা যায় না।

[ডায়েরি ১৯৪৯।]

১০৯ ॥ 31.12 49

কাল থেকে খরচ কমাতে হবে। চশমা তাড়াতাড়ি অভ্যস্ত হচ্ছে, ২।৩ দিনের মধ্যে তেজের সঙ্গে কাজও আরম্ভ করতে হবে। কত কাজ যে জমেছে।

অনেকদিন পরে উত্তরার সম্পাদক [——][১] আর সুনীল পাঁচুদের সঙ্গে দেখা। এরা তেমনি আছে। জগৎ পাল্টে গেলেও এরা বদলাবে না। এদের ধারণা, আমিও তেমনি আছি! যেহেতু ঘোড়াখালিতে দেখা!

বড়ই খারাপ গেল, ঝোঁক দায়ী।

[ডায়েরি ১৯৪৯। 'উত্তরার সম্পাদক'—এরপর খানিকটা জায়গা লেখক নিজেই ফাঁকা রেখেছেন—হয়তো নামটি সেই মুহূর্তে মনে পড়ে নি, পরে লিখবেন ভেবেছিলেন।

বর্তমান অংশের পর থেকে, পর-পর কয়েকদিনের লেখার তারিখগুলি এলোমেলো। ৩১. ১২. ৪৯-এর ঠিক পরেই ১৭. ২. ৫০, তারপর ৮—১০. ২. ৫০ তারিখের একটি অংশ; আবার দু'দিন ধারাবাহিক তারিখের পর ১৪. ৪. ৪৯-এর লেখা। তারপর দু'পৃষ্ঠা ছেড়ে পুনরায় '১৯৫০'—১ জানুয়ারি থেকে, মাঝে মাঝে দিনকয়েক বাদ দিয়ে, ধারাবাহিক লেখা—মাথার উপর, শিরোনামের পাশে, নিজেই লিখেছেন: 'এলোমেলো লেখা—আগের দিকে কিছু আছে'। কিন্তু এরও কিছু পরে ২২. ৪. ৪৯; তারপর এক পৃষ্ঠা ছেড়ে আবার ১৯৫০-এর ১৩ ফেব্রুয়ারি থেকে লেখা। বস্তুত, ১৯৫০-এর মাঝখানে ১৪. ৪. ৪৯ ও ২২. ৪. ৪৯-এর অংশ দু'টি একই মুদ্রিত তারিখের পৃষ্ঠায় লেখা, হাতে লেখা তারিখও দিয়েছেন—আগে-পরে ছেড়ে যাওয়া সাদা পাতায় পরবর্তী অংশগুলি এসেছে। এ-জাতীয় এলোমেলো লেখা কালানুক্রম অনুসারে যথাস্থানে বিন্যস্ত হল।]

১১০ ॥ 1950 January 1

* (এলোমেলো লেখা—আগের দিকে কিছু আছে—)

দক্ষিণেশ্বরে কল্পতরু উৎসব—কয়েকটা দোকান আর আলোর ছড়াছড়ি। বিশেষত্ব কিছুই নেই। তবু বাসে লোকের কি ভীড়! সন্ধ্যার সময় নালু, বিশু আর বিশুর ভাইবোন।

[ডায়েরি ১৯৪৯। মাথার উপর বন্ধনীভুক্ত* চিহ্নিত অংশের ব্যাখ্যার জন্য পূর্ববর্তী অংশ ৩১. ১২. ৪৯-এর পাদটীকা দ্রষ্টব্য।]

১১১ ॥ 2. 1. 50

দুপুরে খাওয়ার পর ডলির পেটব্যথা। বিকালের দিকে ২ বার বমি। জবর ব্যথা। সেঁক দিয়ে রাত্রে একটু কম।···হয়তো আর কিছু নয়—শুধুই গোলমাল—চর্ব্বির জন্য!

[ডায়েরি ১৯৪৯।]

১১২ ॥ ৩. [১. ৫০] সকালে ডলি অনেক ভাল।

বিকালে দক্ষিণেশ্বর কল্পতরু মেলা। সকলে প্রায় পাগল করে তুলেছিল। ১ ঘণ্টার মধ্যে মেলা দেখা সাঙ্গ। কয়েকটি পুতুল কিনে—আর ছোট একটি লোহার ঝাঁঝরা—বাড়ী ফেরা। কি মেলাই করেছে এত বিজ্ঞাপন দিয়ে। সবাই টিটকারী দিচ্ছে।

[ডায়েরি ১৯৪৯।]

১১৩ ॥ 8. 1. 50

বরানগর-আলমবাজার শান্তি সম্মেলন হবে—সকালে ১৪৪! ছেলেরা প্রতিবাদ-সভা করেছিল। শুনলাম, বহু পুলিশ এসে ৩ জনকে ধরে নিয়ে গেছে।

[ডায়েরি ১৯৪৯।]

১১৪ ॥ 9. 1. 50

সকালে ডলিকে নিয়ে আর. জি. কর হাসপাতাল। Diagnosis—Pregnancy! এত সাবধানতা সত্ত্বেও!

[ডায়েরি ১৯৪৯।]

১১৫ ॥ 10. 1. 50

ডলির পেটব্যথা বা জ্বর কমছে না।

[ডায়েরি ১৯৪৯।]

১১৬ ॥ 11. 1. 50

ডাঃ কেদার চক্রবর্তীকে কল দিয়ে এলাম। রাত দশটায়—আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়েছি—ডাক্তার হাজির। রাত্রেই ওষুধ নিয়ে এলাম।

[ডায়েরি ১৯৪৯।]

১১৭ ॥ 12. 1. 50

ডলির বিছানা ছাড়া বারণ। রাঁধাবাড়া নিজেই করছি—বাবারও।

[ডায়েরি ১৯৪৯।]

১১৮ ॥ 13. [1. 50]

ডাক্তার এলেন। একা সংসার চালাচ্ছি।

[ডায়েরি ১৯৪৯।]

১১৯ ॥ 14।1।50

সমান অবস্থা চলছে।

[ডায়েরি ১৯৪৯।]

১২০ ॥ 15।1।50

দুপুরে ডাক্তার এসে ডলিকে একটা ইনজেকসন দিলেন। আরও কিছুদিন এইভাবে চলবে।

ভোরবেলা কেষ্টনগর থেকে আগামী এক অনুষ্ঠানের নিমন্ত্রণ করতে এল। বাইরে দাঁড়িয়ে কথা বলতে হল। একটা ব্যবস্থা না করলে আর চলছে না।

রান্না খেয়ে ছেলেপিলেরা মুগ্ধ। মাছের ঝোলটা সত্যই খাসা!

[ডায়েরি ১৯৪৯।]

১২১ ॥ 15।1।50—25।1।50

এইভাবেই চলছে। ডলির বিছানা ছাড়া ডাক্তারের নিষেধ—Pelvic inflammation

—সব আমি করছি একা। বাবার বিশেষ রান্নাবান্না সেবাযত্নের এতটুকু ত্রুটি নেই। না করলে চলবে কেন ? দায়িত্ব নিয়ে তা পালন করা চাই।

২৬শে ভারত রিপাব্লিক হবে। কনষ্টিটিউশন শ্রমিকবিরোধী। ২৬শে ছুটি। ২৫শে ধর্মঘট—২৬শে প্রতিবাদ। কোনটাই ভাল হল না। কি করে হবে ? আসলটাই এসেও আসছে না ! ধরেও ধরছে না !

[ডায়েরি ১৯৪৯।]

১২২ ॥ ২৬।১।৫০

বেলায় বেড়িয়ে দেশপ্রিয় পার্ক ঘুরে ময়দান হয়ে। দেশপ্রিয় পার্কে সঙ্গত প্রতিবাদ—কিন্তু অঘটিত। ময়দানে শুধু কৌতূহলী লোক—কি ব্যাপার হয়। বিশেষ উৎসাহ নেই—প্রাণ নেই। হৈ-চৈ-এর ঝোঁকটা জনতার রয়ে গেছে।

[ডায়েরি ১৯৪৯।]

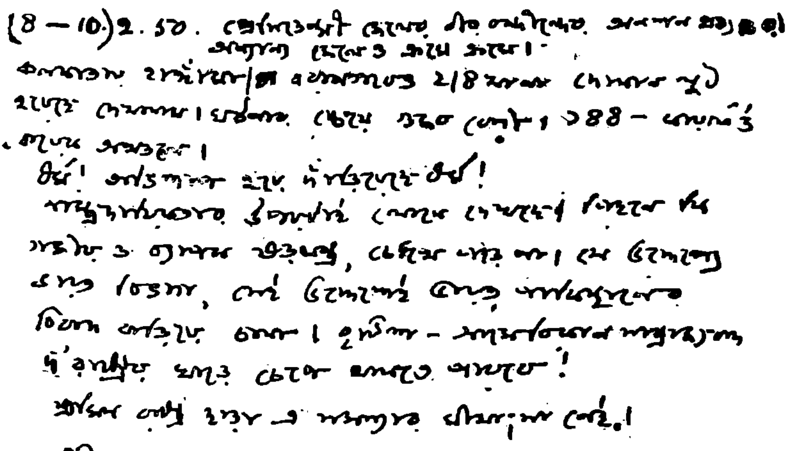

১২৩ ॥ (8—10.)2.50

প্রেসিডেন্সী জেলের বীর বন্দীদের অনশন প্রত্যাহার। অন্যান্য জেলেও ক্রমে ক্রমে। কলকাতায় হাঙ্গামা। বরানগরেও ২।৪ খানা দোকান লুঠ হয়েছে দেখলাম। ঘটনার চেয়ে গুজব বেশী। ১৪৪—কারফিউ কয়েক অঞ্চলে।

ধর্ম ! অভিশাপ হয়ে দাঁড়িয়েছে ধর্ম ! সাম্প্রদায়িকতার উপরটাই লোকে দেখছে। পিছনে কি গভীর ও ব্যাপক ষড়যন্ত্র, চোখে পড়ে না। যে উদ্দেশ্যে ভারত বিভাগ,

সেই উদ্দেশ্যেই ভারত পাকিস্তানের বিবাদ বাড়িয়ে চলা। বৃটিশ-আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদ দু'রাষ্ট্রের ঘাড়ে চেপে থাকতে পারবে! শ্রমিক রাষ্ট্র ছাড়া এ সমস্যার মীমাংসা নেই।

হঠাৎ নান্নুর ৫৲ মনি অর্ডার! এতদিনে শালার[১] ধার শোধের জ্ঞান হল।

[ডায়েরি ১৯৪৯ ।]

১২৪ ॥ 11.2.50

কাল মাঝরাত্রে (শুক্রবার রাত্রি) হঠাৎ শীতবোধ। শোবার সময় রীতিমত গরম ছিল। সকালে ঠাণ্ডা বাতাস, মেঘলা, শীত-প্রবাহ।

১৬° ডিগ্রি নেমেছে!

	Max	Mini
Friday	87°	73°
Saturday	69°	57°

সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা চলছে। সামান্য উন্নতি। আতঙ্ক, গুজব কমে নি।

[ডায়েরি ১৯৪৯ ।]

১২৫ ॥ 12.2.50

সালেম জেলে ১৯ জন বন্দী নিহত।

আজ আরও ঠাণ্ডা। ১৬ বছরের মধ্যে কলকাতায় এত শীত পড়ে নি।

Min—43°4 (Alipore) DumDum—43°

(Cal. Lowest 44°4 Alipore Jan 20.1899)

দুপুরে মোটরে সরিষা 'বাণীপীঠ' পাঠাগারের বার্ষিক উৎসবে। স্বর্ণকমলকে[২] নিয়ে বাড়ীতে মোটর এল। বাণীপীঠের অনুষ্ঠানে বেশী প্রগতিশীলতা আশা করি নি কিন্তু একমাত্র সুকান্তের কয়েকটি গান ছাড়া প্রগতির চিহ্নও পেলাম না। গানও গেয়েছে শিবপুর হাওড়া থেকে আমাদের সঙ্গে যে ছেলেমেয়েরা গিয়েছিল। মহিলা ছোট ছেলে-মেয়ে আর অন্যান্য প্রায় সমান হবে।

সম্পাদকীয় রিপোর্টে দেখা গেল—পুরানো যুগেই আছে পাঠাগার চালানোর ধারণা। গ্রামের সংস্কার, শিক্ষা, বিবেকানন্দের উপদেশ—ধনী ব্যক্তিদের অকৃপণ কৃপাবর্ষণ ভিক্ষা পর্যন্ত!

কড়া সমালোচনা করে বক্তৃতা দিলাম। সকলে খুসী। যতই পিছনে থাক—মনে ঘা লাগছে। সত্য কথা ভাল লাগবেই।

স্বর্ণকমল গতানুগতিক। ছেলেবেলা টাইফয়েডের পর ২০ বছর Gastric Ulcer। স্বাস্থ্য সত্যই বড় খারাপ। অসুখ সেরেছে কিন্তু দেহ ক্ষীণ।

[ডায়েরি ১৯৪৯ ।]

১২৬ ॥ 13।2।50

লেখায় মন বসছে না। শরীরে যুত নেই। মাথাটা ভার। অসুখটার চিকিৎসায় ঢিলে দেওয়া উচিত হয় নি।

[ডায়েরি ১৯৪৯।]

১২৭ ॥ 14।2।50

সালেম জেলে মোট নিহত ২১ জন।

টুটুর ১০০° জ্বর। গোপাল দাসের[১] খবর নিলাম—১০৩°।৪° জ্বর—গা হাত ব্যথা—টিকা নেয় নি।

রাঙাদির জ্বর পিন্টুর অসুখ শুনে খবর নিতে গেলাম। অভ্যর্থনা স্বস্তিজনক নয়। কনকদের ভাল—উৎপলদের নয়। উৎপলরা হয়তো ভাবছে, ডলির সময় এলে সাহায্য চাইব এখন থেকে দূরত্ব ভাল। কনকদের সে দায়িত্ব নেই!

কমিনফর্ম[২]। আলোড়ন। সংশোধন—দিকপরিবর্তনের সূচনা।

[ডায়েরি ১৯৪৯।]

১২৮ ॥ 17.2.50

নাসিক জেলে একজন বন্দী নিহত।

গো কু.[১] সকালে এল। ২টা পর্য্যন্ত পরিচয়ের প্রগতি সাহিত্য সম্পর্কে লেখাটি[২] নিয়ে আলোচনা। কয়েকটি দামী কথা বলল। ভাবা দরকার। গো. কু. [র] চেতনা আশ্চর্য্যরকম স্পষ্টতর বলিষ্ঠ হয়েছে। লাভ হল।

পূর্ব-পশ্চিম বাংলার সাম্প্রদায়িক অবস্থা খারাপ হচ্ছে। পূর্ব বাংলায় অত্যাচারের বীভৎস গুজব ছড়াচ্ছে—বসুমতীতে পলাতকের কাহিনী বার হচ্ছে। কলকাতায় থমথম ভাব।

[ডায়েরি ১৯৪৯।]

১২৯ ॥ 1.3.50

টুটুর টাইফয়েড চোদ্দ দিনে শেষ হল।

[ডায়েরি ১৯৪৯।]

১৩০ ॥ 18.3.50

আমার জোরে ৩ বার[১]—শীগ্‌গির এরকম আর হয় নি। জিভ্‌টা গেছে।

[ডায়েরি ১৯৪৯।]

১৩১ ॥ 26.3.50

৪-৫ দিন জিভের জন্য শুধু পাতলা খিচুরি খেয়েছি। এখনো জিভ সারে নি।

[ডায়েরি ১৯৪৯।]

১৩২ ॥ 28.3.50

শরীরটা ভাল যাচ্ছে না।

বরানগরে কাল থেকে হাঙ্গামা। খুন জখম লুটপাট।

[ডায়েরি ১৯৪৯।]

১৩৩ ॥ 10.4.50

ভবানীপুর ব্যাঙ্ক। সিগনেট প্রেস[১]—এই প্রথম। জাহাজের ধরণে বাড়ী,—পিছন দিকে বড়লোকী বাড়ীতে দোকান। ২জন দারোয়ান। নাম পাঠিয়ে প্রবেশ—নীলিমা দেবী। মন্তব্য যে বিয়ের মাসে শুধু বই বিক্রী! এক কপি ভেজাল পেলাম—২য় সং ছাপানো সম্পর্কে[২] জানাবে। সাহিত্যের নেশা, সখ আর ব্যবসাবুদ্ধির মিশ্রণ!

[ডায়েরি ১৯৪৯।]

১৩৪ ॥ 14.4.50 ১লা বৈশাখ, ১৩৫৭

উপক্রম—২ বার। ৩টা বড়ি খেলাম। সন্ধ্যায় কর্মকারদের বাড়ী হালখাতা ও দাসদের বাড়ী মেয়ের জামাই-ধরা ফাঁদ গানের আসরে কয়েক মিনিট। আমার ফ্যানটা ধার নিয়েছে অথচ ডলিকে বলে নি।

[ডায়েরি ১৯৪৯।]

১৩৫ ॥ 17.4.50

বেঙ্গল পাবলিশার্স-এর সঙ্গে 'পুতুলনাচের ইতিকথা'র[১] ৩য় সং[২] এবং 'দর্পণ'-এর ২য় সং[৩] চুক্তি। ৩৫০৲ পেলাম। মাসে মাসে ২০০৲ করে বাকীটা।

ছায়াবাণী হাতে পায়ে ধরে বাকী ৯০০৲ অর্দ্ধেক মাপ চেয়ে নিল[৪]। বলছে আমার একটা ছবি তুলবে, কাহিনীর সংক্ষিপ্তসার চায়। এটা চাল হতে পারে। যাই হোক, সবটা আদায় হবে না। অর্দ্ধেক মাপ করাই ভাল। ২৫০৲ পেলাম। ১লা মে বাকী ২০০৲।

[ডায়েরি ১৯৪৯।]

১৩৬ ॥ 19.4.50

নারায়ণ গঙ্গোর[১] বাড়ী। প্রগতির Ex. [Executive ?]। বিভ্রান্তি ও হতাশা—সুবিধাবাদ। শুধু আলোচনাই হল, সিদ্ধান্ত কিছুই নয়। প্রত্যেকে নিজের কথা ভাবছে।

[ডায়েরি ১৯৪৯।]

১৩৭ ॥ —4.50-র শেষ বা—5.50-র প্রথমে—

টালিগঞ্জ। প্রগতি-সাহিত্যের সমস্যা। সেই কৃত্রিম একপেশে আলোচনা।

[ডায়েরি ১৯৪৯। উপরের তারিখ থেকে এটাই বোঝায় যে, ১৯৫০ এপ্রিল-এর শেষ বা মে-র প্রথমদিকের কোনো এক দিনের প্রসঙ্গ—পরে স্মৃতি থেকে লিখেছেন, কিন্তু সঠিক তারিখ মনে নেই।]

১৩৮ ॥ 4.6.50

46-এ ষ্টকহল্‌ম্‌ আবেদন সভা। নেশনে দেখে গেলাম। B.P[১] দিয়ে চেষ্টা হয়—নরহরিবাবুরা এগিয়ে সভার [?] করায় নেতৃত্ব দখল করেন। অমর মিত্রের পাশে বসলাম—সরে গেলেন। তিনি হলেন সভাপতি!

[ডায়েরি ১৯৪৯।]

১৩৯ ॥ 5.6.50

নরহরির বাড়ীতে নূতন কমিটির সভা। কনভেনার ডাকে নি—কুদ্দুস ডেকে নিয়ে গেল।

অমর মিত্র নতুন সাহিত্যে রবীন্দ্র গুপ্তের জবাব[১] লিখেছে। তারই সংক্ষিপ্তসার বক্তৃতায়। কি রাগ, কি ঝাঁঝ, কি গালাগালি। নতুন সাহিত্য বেরিয়েছে আমায় বাদ দিয়ে[২]—পরিচয়ে লেখার অপরাধে। স্পষ্ট হয়ে উঠছে সুবিধাবাদী বুদ্ধিজীবীরা কিভাবে নিজেদের জোট বাঁধছে। গোপালবাবু নেতা হতে উদ্যোগী। হীরেনবাবুর ওপর অমরবাবু চটা।

নতুন সাহিত্যের বদলে পরিচয়ে লেখা গেলে ভাল হত শুনেই অমরবাবুর কি গর্জন—"কান নেই, শুনতে পান না পরিচয়ে লেখা ছাপা বারণ ছিল? এসব আর চলবে না মানিকবাবু।"

ভাল! ভাল!

[ডায়েরি ১৯৪৯।]

১৪০ ॥ 10.6.50

সকালে নালু। ময়লা জামাকাপড়, শুকনো চেহারা। ছোট বাচ্চাটা মরে গেছে, রেণু হাসপাতাল থেকে ফিরেছে (কলেরা)। শ্রীরামপুরে বাড়ীর গ্যারেজে আছে—জল পড়ে। পাটনা নিয়ে যাবে। বাবা ৫০৲ টাকা দিল। পরটা পটলভাজা খাওয়ালাম!

শুক্রবার থেকে মনসুন সুরু—ঝড়বাদল। দুপুরে একটু পরিষ্কার। শ্রীরামপুর গেলাম। বালীখালে বাসে কি ভিড়—বৃষ্টি-বাতাস! আধঘণ্টা পরে পরে বাস।

শ্রীরামপুরে টিপি টিপি বৃষ্টির মধ্যে খুঁজে খুঁজে ঠিকানা বার করলাম—7, Netaji Avenue! বাড়ীটি ১০।১২ বছরের পুরনো! লোকে বলল, আশেপাশে নতুন বাড়ী

ওঠে নি।···

ফিরবার পথে ঝড়বাদল বাড়ল। বালী ব্রিজ পার হওয়ার সময় বাতাস জলের ঝাপ্‌টা ঠেলে এগনো যায় না! ফাঁকা, গঙ্গার উপর, মাঝে মাঝে যেন ঠেলে ফেলে দেবে!

চিরকাল মনে থাকবে অভিজ্ঞতা।

[ডায়েরি ১৯৪৯।]

১৪১ ॥ 14. [6.50]

ফতোয়া[১] থেকে ধনঞ্জয়[২]। 46-এ General Body meeting—গেলাম। আধচেনা অচেনা মুখ 46 দখল করে আছে! সভা বাতিল। বুঝলাম—নরহরিবাবুরা যাতে দখল না করতে পারেন।

[ডায়েরি ১৯৪৯।]

১৪২ ॥ 15.6.50

শ্যামবাজারে লাইটের টাকা দিলাম

তিন সপ্তাহ আগে লেখা দেব গুপ্তের[১] চিঠি অনুসারে অগ্রণীতে—পরিস্থিতির[২] পাওনা। যেতেই দেবকুমার বিস্তারিত বিবরণ দিতে সুরু করল আগের দিন ভুল ঠিকানা নিয়ে আমার বাড়ী খুঁজতে কত হয়রানি। বুঝলাম!

ঠিক তাই! আজ নয়—৩০ তারিখে। চেক চাইতে প্রফুল্ল[৩] রেগে উঠল! না, তা চলবে না, মুখে লভ্যাংশ বলতে যে ২০% ঠিক হয়েছিল তা চলবে না—যেমন লেখা চুক্তি তাই ধর্তব্য। বললাম, যা খুসী করুন।

২৯. ৬. ৫০ তাং প্রফুল্ল নিজে বাড়ী এসে হিসাব ও পাওনা দিয়ে যাবে! দেখা যাক্‌। দেবকুমার ও প্রফুল্ল দুজনেই ধূর্ত!

বীণায় 'নিশানা'। কত সহজ সস্তা গল্প!

বেঙ্গল পাবলিশার্স-এ চেক[৪] পেলাম।

বাড়ী ফিরে শুনলাম হিমাংশু সেজবৌরা এসেছিল। সেজবৌয়ের গায়ে নাকি গয়না ধরে না। ভাল!

[ডায়েরি ১৯৪৯।]

১৪৩ ॥ 18.6.50

বঙ্গবাসী কলেজের গিরিশ মেমোরিয়াল হলে সাহিত্যসেবক সমিতির[১] ৩৮ম বার্ষিকী সভা—সভাপতি আমি।

পুরানো ধাঁচ রেখে নতুনকে বরণ করার চেষ্টা। এ চেষ্টা শ্রদ্ধেয়। পুরানোকে আঁকড়ে

থাকার গোয়ার্তুমি এতে নেই। শান্তির জন্য সাম্প্রদায়িক মিলনের জন্য সাহিত্যসেবক সমিতি ঘোষণাগত সমর্থন দিয়েছে।

[ডায়েরি ১৯৪৯।]

১৪৪ ॥ 21.6.50

সারাদিন কাটল ভালই। আমার দিক থেকে নয়। চীনের উপর কবিতা[১] লিখেছি—কিন্তু ঘনীভূত পরিশ্রমে বড় শ্রান্তি। খড়মে হোঁচট খেয়ে একটু ব্যথা পেলাম।

বাঁশী বাজালাম। নিজে মুগ্ধ হয়ে নিজের বাঁশীর স্বরে।

খেয়ে এসে শুতে যাব, ডলি বলে, গেলাম!···

বিকালে পড়শীরা এসেছে—মালতী, ববনের মা-রা। নালুর বজ্জাতি চিঠি পড়ে সারাদিন গজগজ করেছে। রাত্রে খেয়েদেয়ে শুয়েছে। হঠাৎ কী রক্তভেদের সঙ্গে ব্যথা! প্রতিবেশী সম্বল। তাদের ডেকে তুললাম। হরেন দাস মশায়ের রিক্সায় ডলিকে চাপালাম। দত্ত মশায়ের স্ত্রীকে ডেকেছিলাম আগে কিন্তু তিনি পঞ্চাশ বছর বয়সে—মেয়ের ছেলের দিদিমা হয়েও একটু লজ্জাশীলা—মালতীর মা-ই শেষপর্য্যন্ত সঙ্গে গেলেন।

এত রক্ত? রক্ত মনে পড়িয়ে দেয় রাজপথে মেয়েরা বুলেটের ছেঁদাপথে যে রক্ত ঝরিয়েছে।

মিউনিসিপ্যাল হাসপাতালে ভর্তি করে দিয়ে এলাম। ছেলেমেয়েরা জেগে আছে, উত্তেজিত, উৎসুক। ঠাণ্ডা করে ঘুম পাড়ালাম।

[ডায়েরি ১৯৪৯।]

১৪৫ ॥ ২২.৬.৫০

টুটু তুলে দিল: বাবা, ভোরে যাবে না মাকে দেখতে, তুলে দিতে বলেছিলে?

গেলাম। রক্ত ঝরছে। বাচ্চা সাড়া দেয় না। মরে গেছে।

বড় হাসপাতালে নেওয়াই ভাল।

নিয়ে এলাম প্রাইভেট গাড়ী। লেডী ডাক্তার বললে, হ্যাঁ, নিয়েই যান। আমরা ভরসা দিতে পারছি না। তবে ইচ্ছা করলে কিছুক্ষণ দেখেশুনে নিয়ে যেতে পারেন। বাচ্চার সাড়া নেই। কষ্ট পেতে হবে।

গাড়ী ফিরিয়ে দিলাম। বারটায় এক ভাব।

রাঙাদিকে ডেকে পাঠালাম। মালতীর মার সঙ্গে হাসপাতালে গেল।

ফিরে এল বেলা চারটেয়। দেখা হল রাস্তায়। বললে, দুজনেই, বাচ্চা মরে গেছে সময় লাগবে।

গেলাম হাসপাতাল।

বলল, এত ব্যস্ত হবেন না।

গেলাম বেঙ্গল পাবলিশার্সে। মনোজ নেই, চেক সই হবে না। শচীন বুদ্ধিমান—বলল

যে একটু বসুন, দেখি কি করতে পারি। পবিত্র সুরু করল রবীন্দ্রের গল্প। শচীন বেরিয়ে গিয়ে ফিরে এসে দিল নগদ একশ টাকা ।

শ্রেষ্ঠ গল্পের[১] হিসাবে

পাওনা টাকাই দিয়েছে, প্রকাশকরা পাওনা টাকাও দিতে চায় না কিন্তু!

ফিরবার পথেই নামলাম ডাক্তার চক্রবর্তীর ডাক্তারখানায়। ব্যাপার বললাম। বললাম আপনাকে আপনার গাড়ীতে রোগীকে হাসপাতালে ভর্তি করিয়ে দিতে হবে। ডাক্তার ভয় পায়িয়ে দিল। অনেক আগেই এসব করা উচিত ছিল।

যাই হোক, নটা নাগাদ ডাক্তার নিজের মোটরে ডলিকে কারমাইকেল হোক বা অন্য হাসপাতালে হোক, ডাক্তার ভর্ত্তি করে দেবে।

হাসপাতালে গিয়ে শুনি ডলি মরা বাচ্চা বিইয়ে ঘুমোচ্ছে।

২০ ঘণ্টার ঝঞ্ঝাট—২ ঘণ্টায় মীমাংসা হয়েছে।

ফিরে গিয়ে ডাক্তারকে বললাম। বাজারে গিয়ে ফল কিনলাম। দুধ ফল ছেঁড়া কাপড় দিয়ে কিরণকে হাসপাতালে পাঠালাম।

ছেলেমেয়েরা আমার রকমসকম দেখে নিজেদের চালাচ্ছে।

টুটু বললে, বাবা, মার ডেলিভারি হয়েছে।

টুটুর চোখ ছলছল—বাচ্চাটা মরেছে, মা ঘুমোচ্ছে।

টুবলু দেখে এসেছে হাসপাতালে অন্য সবার কাছে একটি করে বাচ্চা। কিরণকে টুবলু বলেছে: আমার কান্না পাচ্ছে। মা বাচ্চা আনবে না!

যাক্। যা হবার হল। কিন্তু বাচ্চাটা পেটে মারা গেল কেন?

[ডায়েরি ১৯৪৯।]

১৪৬ ॥ 23.6.50

ডলিকে নিয়েই সারাদিন কাটল।

সকালে দুধ দিয়ে এলাম। বাজার করলাম। ১০টায় টুবলুকে নিয়ে হাসপাতালে।

ডাঃ প্রতিভা মজুমদার শিবাজোল টেবলেট লিখে দিয়ে জানালেন—তিনি জগদীশ ভট্টাচার্য্যের ক্লাসফ্রেণ্ড! আমাকে জগদীশ 'অষ্টাদশী'[১] উৎসর্গ করেছে খবর রাখেন।

বিকালে মালতী আর ছেলেমেয়েরা গেল। ডলি ছটফট করছে। পাঁচ মিনিট অন্তর পেচ্ছাবের তাগিদ। ডাক্তার আসবেন, দেখবেন, তবে—। "এখুনি আসবেন।" মালতীর সঙ্গে ছেলেমেয়ে ফিরে গেল। নার্সদের একজনকে দিয়ে খবর দিলাম। পরীক্ষা করে ব্যবস্থা দিলেন ক্যাথিটার দিয়ে প্রস্রাব করানো এবং পেনিসিলিন আনতে।

পেনিসিলিন যোগাড় করতে বেরোলাম। ভাগ্যক্রমে বরানগরে ২ লাখ × ৫ পেনিসিলিন ১০৲ পেয়ে গেলাম।

ওষুধ দিতে গিয়ে শুনি ক্যাথিটারে বিস্তর প্রস্রাব হয়েছে—ডলি উঠে বসে অন্য রোগিণীর সাথে আলাপ করছে।

আগে দিলেই হত ক্যাথিটার ?

বাচ্চা মরে যাওয়ায় ডলি অখুসী নয়। অনেক হাঙ্গামা থেকে বেঁচেছে। বলল যে বাঁচা গেছে বাবা, আমি হিসেব করছি বাড়ী ফিরে মাসখানেক বিশ্রাম করে রাঁধুনি বিদায় দেব। অনেক খরচ বাঁচবে।

মানুষ সন্তানকে ভয় করছে? দশমাস গর্ভ ধারণ করে মৃত সন্তান প্রসব করে মা ভাবছে, বাঁচা গেল ? অভিশপ্ত সমাজ এমনি অস্বাভাবিক করেছে জীবন। মানুষের বাঁচাই দায়—সন্তানের হাঙ্গামা কে চায়।

সন্তান হাঙ্গামা কেন ?

কোটি সন্তান সানন্দে পালন করার ক্ষমতা সাধারণ মানুষের কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছে কয়েকটি মানুষ—পরদেশভোজী রাক্ষস সাম্রাজ্যবাদীরা।

[ডায়েরি ১৯৪৯।]

১৪৭ ॥ 24.6.[50]

নানা বিষয় চিন্তা করছি। জীবনটা সাহিত্যসৃষ্টির প্রতিকূল হয়ে দাঁড়িয়েছে। বড় হয়ে উঠেছে বাবার সমস্যা। বাবা নিজের কথা ছাড়া কারো কথা ভাবেন না। মুস্কিল এটা।

ডলির দু'মাস সম্পূর্ণ বিশ্রাম দরকার হবে—শারীরিক এবং মানসিক। দু'খানা ঘরে বাবা এখানে থাকলে বিছানায় শুইয়ে রাখলেও অসম্ভব।

[ডায়েরি ১৯৪৯।]

১৪৮ ॥ 27.6.50

সকালে ডলি বাড়ী এলেন।

[ডায়েরি ১৯৪৯।]

১৪৯ ॥ 30.6.50

দুপুরে একবার : রাত্রে একবার[১]।

[ডায়েরি ১৯৪৯।]

১৫০ ॥ 3.7.50.

আজও শরীরটা ম্যাজম্যাজ করছে। মাথার ঝিমঝিমানি। অনেকদিন পরে এবার বেশ কাবু করেছে।

[ডায়েরি ১৯৪৯।]

১৫১ ॥ 10.7 50.

শরীরে আজও যুত পাচ্ছি না।

সকালে গুপু এল। বাবার জন্য রাঁচির টিকিট কাটা হয়েছে, কাল রাত্রে গুপু বাবাকে রাঁচি পৌঁছে দেবে—সঙ্গে যাবে গুণ্ডাই! গুপুর সঙ্গে একদিন পরেই সে অবশ্য ফিরে আসবে।

বাবা আমায় বুঝিয়ে দিলেন এ মাসের খরচটাই তিনি পুরো দিয়েছেন, সুতরাং আমার কোন পাওনা নেই! টাকা ফেরত দিতে চাইলাম—সেটা নেবেন না। সারাজীবন টাকার সম্পর্কটা বড় করে করে শেষ জীবনে কোথায় এসে ঠেকেছেন।

বাবাকে কাল হাওড়া ষ্টেসনে পৌঁছে দিতে হবে।

[ডায়েরি ১৯৪৯।]

১৫২ ॥ 11.7.50.

স্থানীয় প্রাইভেট গাড়ীতে বাবাকে হাওড়া নিয়ে গেলাম, সঙ্গে টুবলু, শিপ্রা। গুপু ষ্টেসনে থাকবে, বাবাকে নিয়ে রাঁচি যাবে। আমরা এই গাড়ীতেই ফিরব! গুপু ৯টার আগে ষ্টেশনে যেতে বলেছিল—দেরী করে এল। গাড়ীতে টুবলু আর শিপ্রাকে বাড়ী পাঠিয়ে দিলাম—ড্রাইভারের জিম্মায়।

হিমাংশু সেজবৌ আর গুণ্ডাই এল গুপুর সঙ্গে। হিমাংশু চুপচাপ—সেজবৌয়ের লজ্জাবোধ কম, ডলির খবরাদি জিজ্ঞাসা করল।

২।১ মিনিট কথা বলেই বিদায় নিলাম!

[ডায়েরি ১৯৪৯।]

১৫৩ ॥ 12.7.50.

বাবার অভাবটা সবাই বোধ করছে। বুড়োমানুষের কত ঝন্‌ঝাট—তবু সবাই তাকে আপন করেছে। সাধে কি বাবা এখানে আমার কাছে থাকতে ব্যাকুল। যাওয়ার সময় ডলি প্রণাম করতে গেলে বলেছিলেন, "থাক থাক, ২ মাস পরেই তো ফিরে আসছি।"

কতভাবে যে বাবা এই কথাটাতে জোর দিয়েছেন! জিনিষপত্র কিছুই নেন নি—লণ্ড্রীতে কাপড় দিয়ে রসিদ রেখে গেছেন,—আমরা যেন আনিয়ে রাখি। আমাকে বারবার নানাভাবে বলেছেন রাঁচিতে বেশীদিন শরীর টেঁকে না।

[পরবর্তী অংশ একই তারিখ দিয়ে পরপৃষ্ঠায় লেখা।]

12. 7. 50

কিরণ রাঁধুনি মেয়েবিয়ের জন্য কিছু টাকা যোগাড় করে দেবার আবেদন জানিয়েছে। লোকটা পাকা। মেয়ের বিয়ের যোগাড়ে গিয়ে নতুন লোক দিয়ে গেছে—কিন্তু সম্পর্ক বজায় রাখছে যাতে নিজে আবার ঢুকতে পারে।

[ডায়েরি ১৯৪৯।]

কবি হিসেবেই 'কল্লোল যুগে' প্রথম জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। পরে 'বেদে' 'দুইবার রাজা' 'চিত্রোপন্যাস' ও অন্যান্য গল্পে নিঃস্ব নিম্ন মধ্যবিত্ত জীবনের ব্যর্থতা ও শূন্যতা প্রকাশ করে বিস্ময় সৃষ্টি করেন। তারপর বিচার বিভাগীয় কাজে বাংলার সর্বত্র নিম্নতম সমাজের মানুষকে চিনবার, জানবার ও বুঝবার যে দুর্লভ সুযোগ পেয়েছেন, তার সম্পূর্ণ সদ্ব্যবহার করেছেন সেই সব মানুষের বেদনা ও বঞ্চনাকে গল্প উপন্যাসের মাধ্যমে সকলের গোচর করে। পরিণত বয়সে সে দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে আরো পরে তিনি রামকৃষ্ণ তত্ত্ব সম্পর্কীয় বহু জনপ্রিয় গ্রন্থ রচনা করেছেন। ভগবদানুভূতির বিভিন্ন দিক বর্ত্তমানে তাঁর লেখনীকে অনুপ্রাণিত করছে।

শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত
ফরিদপুর জন্ম—১৩১০

'কল্লোল যুগে' জীবন-জিজ্ঞাসার সামান্য ছাপ রেখেই তিনি হারিয়ে গিয়েছিলেন। তারপর প্রায় দীর্ঘ ত্রিশ বছর পরে পূর্ববঙ্গে যখন মানুষের জীবন তচ্‌নচ্‌ হয়ে যাচ্ছে মানুষেরই পৈশাচিক উন্মত্ততায়, তখন ভাসতে ভাসতে নিঃস্ব অবস্থায় সপরিবারে কলকাতায় এলেন! আসামের চড়াই, উত্তর বাংলার সুগভীর খাড়ি, তেরাই অঞ্চলের বন পাহাড়, চা বাগিচা, পূর্ব বাংলার নদীজল, পলিপড়া বালুচর ধানক্ষেত মনের মধ্যে যে ঐশ্বর্য নিহিত করেছিল তাই জ্বলে উঠল পূর্ব বাংলার সাম্প্রদায়িক আগুনে, কলকাতার রেশনের দোকানে লাইনে-দাঁড়ানো মানুষগুলির ক্ষুধার আগুনে সেই নিহিত ঐশ্বর্য এবার গলে গলে বেরিয়ে অপরূপ কথাসাহিত্যে রূপায়িত হল।

শ্রীঅমরেন্দ্র ঘোষ
বরিশাল জন্ম—১৩১৩

'বিচিত্রা' গোষ্ঠীর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। বিচিত্রায় প্রকাশিত কয়েকটি গল্পেই রসিক সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। অনেক লেখেন নি কিন্তু বিষয়বস্তুর অভিনবত্বে ও রচনার প্রসাদগুণে প্রতিটি গল্পই পাঠকের মনোহরণ করেছে।

শ্রীআশীষ গুপ্ত। ঢাকা

মধ্যবিত্ত রক্ষণশীল পরিবারের কৈশোরে পরিণীতা বধূ চিত্রশিল্পী পিতার কাছ থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে যে চিত্রণদক্ষতা লাভ করেছিলেন তারই জোরে কথাসাহিত্যে বিশিষ্ট স্বাক্ষর রেখেছেন। প্রথমে শিশু সাহিত্য, পরে নিছক কৌতুক সৃষ্টি মূলক রস-রচনার স্তর পার হয়ে তিনি পৌঁছেছেন পরিণতিতে। অন্তঃপুরিকা জীবনে বাঙালী মধ্যবিত্ত মনের অন্তঃপুর প্রত্যক্ষগোচর হয়েছে তাঁর রচনায়। দৈনন্দিন জীবনের তুচ্ছ ঘটনার মধ্যে দিয়েছেন এক আশ্চর্য জীবন-দর্শন।

শ্রীমতী আশাপূর্ণা দেবী
হুগলী জন্ম—১৩১৫

ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বংশে জন্মগ্রহণ করে এবং সেই পরিবেশে মানুষ হয়ে গৌরীশঙ্কর দেশের প্রাচীন গৌরব কাহিনী লিখে সাহিত্য জীবন শুরু করেছিলেন। তারপর অনুভূতিপ্রবণ মন ও তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিয়ে জীবনের যা কিছু দেখেছেন তা গল্পে ও উপন্যাসে নিখুঁতভাবে রূপায়িত করেছেন। টলষ্টয়ের 'ওয়ার এণ্ড পীস্'-এর অনুবাদ এবং 'ইস্পাতের স্বাক্ষর' উপন্যাস বাংলা সাহিত্যে তাঁর অবিস্মরণীয় কীর্তি।

শ্রীগৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য
মুর্শিদাবাদ জন্ম—১৩২৮

সবে ছাত্রজীবন পার হয়েছেন। ছাত্র অবস্থাতেই বামপন্থী নীতিতে দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে গল্পে উপন্যাসে জীবনকে তুলে ধরেছেন সেই বিশ্বাসের আলোয়। চিন্তায় ও প্রকাশভঙ্গীতে তাঁর বলিষ্ঠ স্বকীয়তা ইতিমধ্যেই স্বীকৃতি পেয়েছে। বর্তমানে তিনি 'পরিচয়' গোষ্ঠীর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট।

শ্রীদীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
ঢাকা জন্ম—১৩৪২

শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র
কলিকাতা জন্ম—১৩১১

যাদের কিছু নেই, যারা কেউ নয়, তাদের শূন্য একরঙা ফ্যাকাশে জীবনের কথা রচনা সাহিত্যের বিষয়বস্তু করে ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বছর আগে সাহিত্যক্ষেত্রে নব-আগন্তুক মুষ্টিমেয় যে ক'জন বিপ্লব সৃষ্টি করেছিলেন প্রেমেন্দ্র মিত্র তাঁদের মধ্যে শুধু অন্যতম নন, বোধ হয় সবচেয়ে সার্থক ও সব্যসাচী লেখক। তিনি প্রথমেই ঘোষণা করলেন 'আমি কবি যত কামারের আর কুমোরের' এবং 'মাল বয়ে হাল চল যারা' আর যাদের 'মাস্তুল চৌচির' তাদের। গল্প লিখলেন 'শুধু কেরানী' উপন্যাস লিখলেন 'পাঁক'। এই নীচ রুচি দেখে যাঁরা প্রমাদ গুণেছিলেন, তাঁদের শেষ পর্যন্ত রণে ভঙ্গ দিতে হ'ল। প্রেমেন্দ্র মিত্র মুখ্যত কবি, রবীন্দ্রোত্তর নবযুগের প্রধান প্রবর্তক। গল্পেও তাঁর কবির অন্তর্দৃষ্টি, জীবনের গভীরতম অনুভূতির প্রকাশ। কবিতায় ও কিশোর গল্পে একাধিক রাষ্ট্রীয় পুরস্কার পেয়েছেন। সাহিত্যিক হিসেবে পেয়েছেন ইওনেস্কোর স্বীকৃতি। সিনেমা শিল্পের সঙ্গেও ওঁর ঘনিষ্ঠ যোগ আছে।

বাল্যকাল থেকে কবিতা রচনা করেছেন। পরে ডাক্তার হয়েও কবিমনের পরিবর্তন ঘটেনি, বরং চিকিৎসকের কারণসন্ধানী ও ব্যবচ্ছেদী মন এবং প্যাথোলজিষ্টের অনুবিক্ষণী দৃষ্টি দিয়ে জীবনকে ঘেঁটে দেখেছেন। অপূর্ব বাক্‌সংযমে প্রকাশ করেছেন তাঁর রিপোর্ট যা হয়ে উঠেছে নিরেট বাঁধুনির সত্যিকার ছোট গল্প। বন্ধু সম্পাদকের আগ্রহাতিশয্যে 'শনিবারের চিঠি'তেই বিশেষ করে লিখে হাত পাকান। তারপর উপন্যাস, গল্প, কবিতা, নাটক, রস-রচনা—সব কিছুতেই অনবদ্য দক্ষতা প্রমাণ করেছেন। শুধু গবেষণা, পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণেই নয়, সাহিত্যকে নব নব রত্নাভরণেও সাজিয়েছেন তিনি। সাহিত্যের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাঁর সৃষ্টিকর্ম যেমন অক্লান্ত, জীবন-জিজ্ঞাসাও তেমনি অপরিসীম।

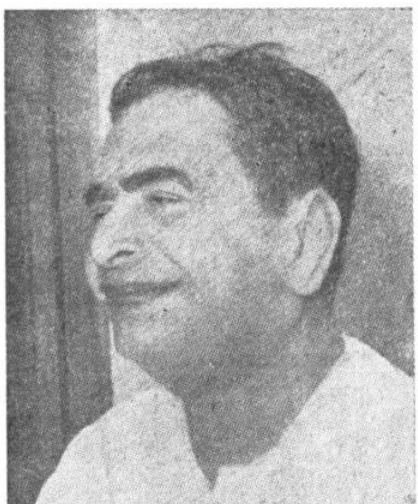

শ্রীবলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়
পূর্ণিয়া জন্ম—১৩০৬

১৫৪ ॥ 13.7.50.

বিকালে রানী রাঁধুনি আসতে দেরী করল। ভাবলাম, সেরেছে! নিরীহ চুপচাপ মানুষ—কিছু না জানিয়েই বুঝি কাজ ছাড়ল। আমাকেই না রাঁধতে হয়। দেরী করে রানীকে আসতে দেখে স্বস্তি পেলাম।

লেখার তাগিদ জোরালো হচ্ছে।

বাবার কাছে দাদার খামে চিঠি—নালুর চিঠি মনে করে খুললাম। গতবার দাদা এসে বলেছিলেন আর রোজগারের চেষ্টা নয়—এবার Statistical Dept. Honorary কাজ করবেন। চিঠিতে লিখেছেন যে ৮০০৲-৫০০৲-১০০০৲ টাকা বেতনে [?] প্রফেসারী চাকরী নিয়েছেন, Honorary কাজ প্রায় বাদ!

[ডায়েরি ১৯৪৯।]

১৫৫ ॥ 14.7.50

চারিদিকে ঢিল পড়ে গেছে। গা-নাড়া দিয়ে না উঠলে আর চলছে না। কাজ সম্পর্কে এরূপ উদাসীনতা আমার শোভা পায় না।

[ডায়েরি ১৯৪৯।]

১৫৬ ॥ 16.7.50

শরীরটা মোটামুটি ভাল। বিকালে মঙ্গলা[১] এল। পরিচয়ের জন্য আমার সুদীর্ঘ কবিতাটি মনোনীত[২] হয়েছে।

রাঙ্গাদি এল। তারপর ভেনিকে নিয়ে মন্মথবাবু। বেচারী আজও বাড়ী পায় নি। বড় ভায়ের সেই ছোট বাড়ীতে গাদাগাদি করে ছ'মাস কাটল। শোয়ার যায়গা নিয়ে টানাটানি।

[ডায়েরি ১৯৪৯।]

১৫৭ ॥ 23.7.50

আশুতোষ কলেজে জনরক্ষা সঙ্ঘের সভায় নিমন্ত্রণ ছিল। পেটটা ভাল নয়। গেলাম না। কাল কনকের মেয়ের মুখে ভাত। কনক এসে বলে গেছে। বিকালে শ্যামবাজার থেকে তিন টাকা দিয়ে একটি জামা কিনে আনলাম। কনকের মেয়েকে দিতে হবে।

[ডায়েরি ১৯৪৯।]

১৫৮ ॥ 7.8.50

হঠাৎ গীতার বিয়ে ঠিক হয়েছে—আজ। ২ দিন আগে মন্মথ এসে বলে গেছে। আজ আবার বাগবাজারে রবীন্দ্রতিরোভাব সভা।

কালীঘাটে বিয়েবাড়ীতে সবাইকে পৌছে দিয়ে বেরোলাম সভার জন্য। ফিরতে হল—মন বসল না। শত শত সভা করেছি—পরেও করব, ভাগ্নীর বিয়ে দু'বার হবে না।

[ডায়েরি ১৯৪৯।]

১৫৯ ॥ 13.8.50

ভিক্টোরিয়া স্কুলে স্থানীয় কয়েকটি ছোট ছোট সংঘ, সমিতি, ক্লাব রবীন্দ্র স্মৃতিসভা করল। প্রধান [?]

বারবার বলে গেল ঠিক সময়ে আরম্ভ হবে। গিয়ে দেখি, টেবিল চেয়ারও সাজান হয় নি, রবীন্দ্রনাথের একটা ছবিও আসে নি –সব অগোছাল।

দেরীতে আরম্ভ হল। ভালমন্দ জড়ানো খিচুড়ি প্রগ্রাম হল। আপোষ যা হয়। সকলে মিলেমিশে করার মানে এরা বুঝেছে—আপোষ!

খুব ভাল ভাষণ দিলাম—সভাপতির ভাষণ! সভায় রবীন্দ্রনাথের কবিতা ঠিকমত আবৃত্তি করলে কিভাবে প্রেরণা যাগায় [জাগায়]—যন্ত্রের মত আবৃত্তি করলে কিভাবে ঝিমিয়ে দিয়ে বিরক্ত করে, তাই ধরে কাব্যসাহিত্যের প্রাণস্পন্দনের কথা বললাম। রবীন্দ্রনাথের অনেক লেখা আজকের দিনের অনেক সভায় ঠিকভাবে পড়লে, আবৃত্তি করলে বা গাইলে মনে হবে তিনি যেন এই সভার জন্যই লিখেছিলেন।

[ডায়েরি ১৯৪৯।]

১৬০ ॥ 15. 8. 50

স্বাধীনতা দিবস।

কানাই বলে—মাঠে একটা ফ্ল্যাগ উড়াই ?

আমি বলি—ব্ল্যাক ফ্ল্যাগ উড়াও।

কানাইয়ের ভাই বলাই বলে—ঠিক। উদ্বাস্তুরা কি স্বাধীনতা পেয়েছে ? সাত আট বছরের ছেলে!

ফ্ল্যাগ কিছু কিছু উড়েছে—কিন্তু চারিদিক ঝিমানো। প্রথম বছর—এমনকি দ্বিতীয় বছরের সঙ্গে তুলনায় স্বাধীনতার মৃত্যুদিবস। কোথাও কোন উৎসাহ উদ্দীপনার চিহ্ন নেই।

বিকালে সাউথ সিঁথির মহাজাতি মিলন সঙ্ঘের বিতর্ক সভা।

বিতর্কের বিষয় : ভারত বিভাগ মেনে কংগ্রেস রাজনৈতিক দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়েছিল। পক্ষে বক্তা—৫টি যুবক। বিপক্ষে বক্তা—৪টি যুবক ও একটি তরুণী।

শুধু মেয়েটি ইতিহাসের কথা বলল—ইংরেজ কেন ও কিভাবে সাম্প্রদায়িক বিভেদ সৃষ্টি করেছিল, কেন ভারত বিভাগ দরকার হল। কাপটা তাকেই দিলাম। মেয়ে বলে যে নয়—সেটা ব্যাখ্যা করে বললাম। সভা ভারি খুসী।

[ডায়েরি ১৯৪৯।]

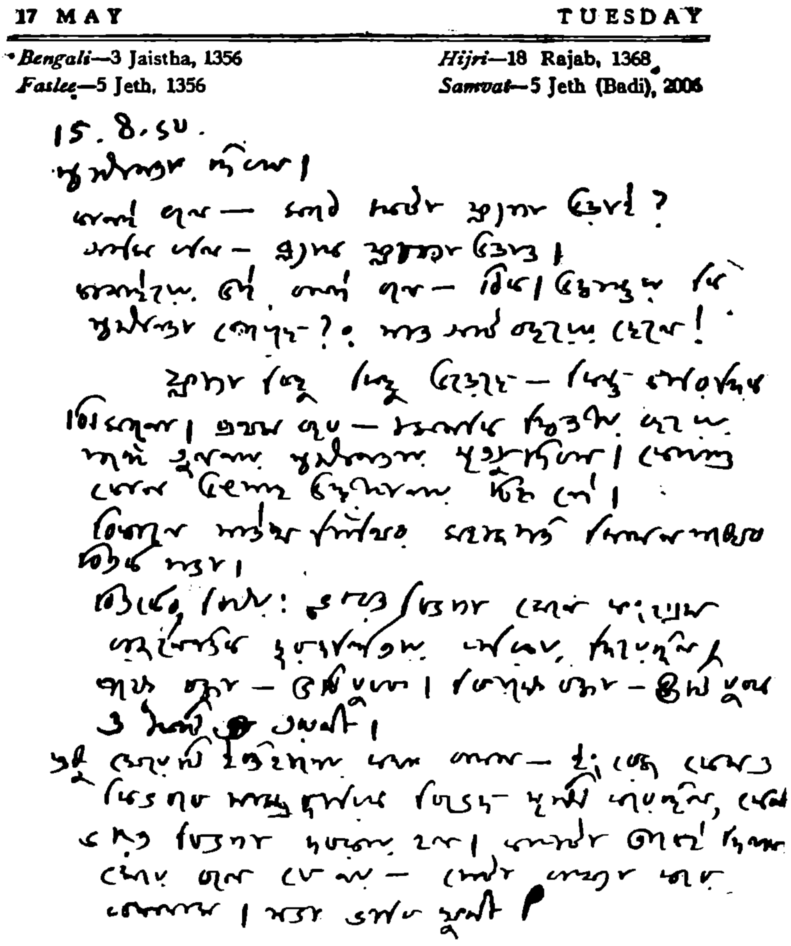
17 MAY TUESDAY

Bengali—3 Jaistha, 1356 *Hijri*—18 Rajab, 1368

Faslee—5 Jeth, 1356 *Samvat*—5 Jeth (Badi), 2006

15.8.50.

১৬১ ॥ 16.8.50

46-এ 'গুণ্ডা'[১] গল্প এবং কয়েকটি কবিতা পাঠ করলাম।

'চীন' কবিতা সবাই দু'বার শুনল।

কর্তাব্যক্তিরা কেউ আসে নি। যারা এসেছে তাদের খুব আগ্রহ—কিন্তু দ্বিধাগ্রস্ত-ভাব। এটা আমারই ত্রুটি।

[ডায়েরি ১৯৪৯। উল্লিখিত লেখাটি ছিল মুদ্রিত তারিখ ১৮ মে-র পৃষ্ঠায়—এরপর ১৯ মে থেকে ২৬ মে পর্যন্ত পৃষ্ঠাগুলি নেই, লেখক নিজেই কোনো কারণে ছিঁড়ে ফেলেছিলেন কি না, আজ তা জানারও উপায় নেই। বর্তমান ডায়েরি-বইয়ের পরবর্তী লেখা ২৭ মে-র পৃষ্ঠায়; এই পৃষ্ঠাটিও ছেঁড়া—ডায়েরি-বইয়ের মধ্যেই আলগা অবস্থায় পাওয়া গেছে।]

১৬২ ॥ 17.8.50

প্লট

১। ভিড় : শিয়ালদ'—আত্মীয়ের বাড়ী—গাদাগাদি ভিড়, আত্মীয়দের কাছে বাড়ীর মালিকের ভাড়া আদায়—প্রথমে অস্বীকার—বাড়ীর লোকেরা দরজায় ভিড় করে পথ আটকান : কিছু সঞ্চয় আছে জেনে মালিকের আশ্রয় দান।

২। মৃত্যুঞ্জয় : চোখের সামনে ট্রামে ঝুলন্ত যাত্রী পা পিছলে ট্রামের তলে—আর্তনাদ—বীভৎস দৃশ্য—মৃত্যু : বাড়ীতে মরণাপন্ন ছেলে : দেখেও ট্রামে ঝুলতে ঝুলতে যাওয়া[১]।

৩। চোরাবাজারে প্রেমের দর :—মোটা মুনাফায় প্রিয়াকে ত্যাগ :—[২]

৪। নতুন ভালোবাসা : পুকুরে প্রিয়ার মৃতদেহ :
অসম্পূর্ণ

৫। অবসাদ : সংগ্রামে ও প্রেমে দীর্ঘ চেষ্টা ব্যর্থ : মধ্যবিত্তের অবসাদ : শ্রমিকের অবসাদ নেই!

৬। রিফুইজি মেয়ে—ব্যবসায়ীকে হত্যা—আবার হত্যার জন্য নূতন ব্যবসায়ীর প্রতীক্ষা করা[৩]

[ডায়েরি ১৯৪৫। একটি পৃষ্ঠায় পর-পর লেখা ছ'টি স্বতন্ত্র 'প্লট'। ২ নং প্লটের মার্জিনে নীল পেন্‌সিলে লেখা : 'ভীরু'—সত্যযুগ। ৬ নং অংশের মার্জিনে একইভাবে : 'উপায়'—পরিচয়।]

১৬৩ ॥ 2.9.[50]

'বন্ধু'[১] গল্পটি নিয়ে ইন্টারন্যাশন্যালে নরহরিবাবুকে দিতে গেলাম—শনিবার, দুপুরেই দোকান বন্ধ, নরহরি আসে নি। নরহরির বাড়ী গিয়ে চিঠি লিখে এলাম।

সত্যযুগ আপিসে সত্যেনদার[২] সঙ্গে অনেকদিন পরে দেখা। তেমনি আছে—দৈনিক মদটা জোটাবার জন্য যে কোনরকম সুবিধাবাদ!

[ডায়েরি ১৯৪৯।]

১৬৪ ॥ 3.9.[50]

নরহরির অধ্যাপকবন্ধু সঙ্কলনের জন্য ৫০৲ টাকা দিয়ে 'বন্ধু' গল্প নিয়ে গেল[১]।

চন্দননগরে ছাত্রেরা শহীদ কানাইলাল দিবস (10.9) পালন করবে। নাছোড়বান্দা। যেতে রাজী হলাম। পূজোর লেখার তাগিদে জীবন যায় যায়! 10. 9 এঁড়েদ'তে শান্তি সম্মেলন। সেখানেও আমায় চায়।

ডায়েরি ১৯৪৯।]

১৬৫ ॥ 8.9.[50]

কাত্যায়নীর গিরীন্দ্রের সঙ্গে অমৃতস্য পুত্রার[১] ২য় সং সম্পর্কে নতুন চুক্তি হল। ১৯৪৫-এ চুক্তি হয়—পাঁচ বছর বইটা ছাপে নি। অনায়াসে চুক্তি বাতিল করে অগ্রিম টাকা মেরে দিতে পারতাম। কাঁদাকাটা করল। কি আর করি।

[ডায়েরি ১৯৪৯।]

১৬৬ ॥ 10.9.[50]

বেলা ১টায় চন্দননগরের ছেলে হাজির—যেতে হবে। গেলাম। ৩টায় চন্দননগর পৌঁছে একটি ছেলের বাড়ীতে ৫॥০টা পর্য্যন্ত বসে রইলাম—৪॥০টেয় সভা সুরুর কথা। শ্রীরামপুরে ব্যক্তিস্বাধীনতা কমিটির সভা আছে। ট্রেনে আলোচনা শুনলাম—একদিনে ২ যায়গায় মিটিং করা ঠিক হয় নি। ব্যাপার খানিক বুঝলাম। আমায় একটা পাকে ফেলার চেষ্টা হচ্ছে। এইরকম একটা অনুমান করছিলাম।

[ডায়েরি ১৯৪৯।]

১৬৭ ॥ 4.10.50

মঙ্গলা পরিচয়ের গল্প দাবী করেছিল। আজ 'উপায়' গল্পটি [১] 46-এ বুধবারের বৈঠকে[২] পড়লাম। মঙ্গলা সভাপতি। বড়রা কেউ আসে না—ছেলেমানুষদের রাজত্ব! মধ্যবিত্ত 46 দখল করেছে—পিছনে থেকে সামনে রেখেছে নরহরিদের। বর্জনের ভয় দেখিয়ে আমায় অনুগত করার নরহরির পলিসি আজও স্পষ্ট—সে বা মঙ্গলা গোড়ায় আমায় এড়িয়ে চলেছে! নরহরি গল্প পড়ার সময় অন্য কাজে ব্যস্ত রইল! অল্পবুদ্ধি, অল্প অভিজ্ঞতা, ভাবে যে নেতৃত্ব দখল করলেই নেতা হওয়া যায়।

খুব খাটছে—আন্তরিক চেষ্টা—কিন্তু সঙ্কীর্ণতা ও যান্ত্রিকতা কাটিয়ে উঠতে পারে না। পিছনে অমরেন্দ্র ইত্যাদি আড়াল থেকে চালাচ্ছে বোঝা যায়!

[ডায়েরি ১৯৪৯।]

১৬৮ ॥ ১৪. ১০. ৫০ তারিখে ডলিদের নিয়ে পুজোর কাপড়জামা কিনতে বেরিয়েছি। ডলিকে বললাম—তুমি একলা যাচ্ছ ধরে নাও, সকলকে সামলাবে, নিজে কেনাকাটা করবে—আমি চুপচাপ শুধু সঙ্গে থাকব। বাসের টিকিট পর্য্যন্ত তুমি কাটবে।

শ্যামবাজারে নেমে কলেজ স্ট্রীটে যাবার জন্য ২ নং বাসের অপেক্ষা করছি। আমি জানি ডলি ছেলেমেয়ে সামলাচ্ছে।

একটা বাস স্পিডের মাথায় ফুটপাথের ধার ঘেঁষে এসে থামল। বাসের ধাক্কায় টুবলু চিৎপাৎ—অল্পের জন্য বেঁচে গেল!

পূজোর বাজার মাথায় উঠল। শ্যামবাজারেই জামাকাপড় জুতো কিনে বাড়ী ফিরলাম। প্রায় ৬০৲ টাকা—আমার জন্য শুধু একটি গেঞ্জি!

[ডায়েরি ১৯৪৯।]

১৬৯ ॥ ১৬.১০.৫০

বাগবাজার সাধারণ সার্ব্বজনীন দুর্গোৎসবের ষষ্ঠীতে মণ্ডপের উদ্বোধন সভায় সভাপতি—বক্তৃতা শুনে সবাই মুগ্ধ। স্তব্ধ হয়ে শুনে গেল। দুর্দ্দিনেও আনন্দ করব—দুর্দ্দিন বলে পূজার আনন্দে দ্বিধার কারণ আনন্দের ধরণটা সাধারণ মানুষের 'সার্ব্বজনীন' রূপ পায় নি—মানুষ কেন এসব সামাজিক উৎসব করে—জয়ের জন্য, বাঁচার জন্য ইত্যাদি।

[ডায়েরি ১৯৪৯।]

১৭০ ॥ ১৭.১০.৫০

ডলিদের নিয়ে আলমবাজার ও শিল্পপীঠের কাছাকাছি ঠাকুর দেখালাম—এবার পূজার বিশেষত্ব—সকলে উৎসব আনন্দে মসগুল হতে, দুঃখদুর্দ্দশা ভুলতে ব্যাকুল—কিন্তু উৎসব আনন্দ কিছুতেই জমছে না!

[ডায়েরি ১৯৪৯।]

১৭১ ॥ ১৮.১০.৫০

শিপ্রার জ্বর। খোকনের হাম হয়ে গেছে, শিপ্রারও হাম নিশ্চয়।

ডলির পূজা দেখা বন্ধ হল।

[ডায়েরি ১৯৪৯।]

১৭২ ॥ ২০.১০.৫০—দশমী, বিসর্জন।

পাড়ার ছেলেমেয়েরা অনেকে এল—কনক এল। কনক বুদ্ধিমান। আমার সঙ্গে বেশী ঘনিষ্ঠতা করতে ভয় পায়—তবু খাতির বজায় রেখে চলে।

[ডায়েরি ১৯৪৯। অংশে নামটি বর্জিত।]

১৭৩ ॥ 23.10.50

ডলির মাকে খেতে বলেছি। এলেন। বিধবা বেশে অদ্ভুত দেখাল। মানুষটা তেমনি আছেন—জ্বলে ফুলেছেন। উৎপল রাঙাদি বিকালে এল। শিপ্রার গায়ে হাম বেরিয়েছে।

[ডায়েরি ১৯৪৯।]

১৭৪ ॥ 24.10.50

সত্যযুগে গিয়ে টাকা পেলাম না। ডালমিয়ার কাগজ। নীরেন চক্রবর্তীকে চিনলাম—সুবিধাবাদী।

টাকার চিন্তা!

ফিরবার পথে কনকদের বাড়ী—৪টে নাগাদ। কনক সমাদর করল। অমরেন্দ্র ঘুমোচ্ছে! ঘুম থেকে উঠে আলিঙ্গন করে কোথায় যে ভাগল! মুখে একটা কুৎসিত শীর্ণতা। লোকটা গব্‌দা।

নান্নু হাজির। কালাচাঁদ উৎপল আর আমাদের লক্ষ্মীপূজায় নেমন্তন্ন করেছে!

নান্নু এসে সকালে নিয়ে যাবে!

কালাচাঁদ বোন আর ভাগ্নেভাগ্নীদের দু'বেলা খাওয়াবে? কোনদিকে সূর্য্য উঠেছিল দেখি নি!

[ডায়েরি ১৯৪৯।]

১৭৫ ॥ 25.10.50

ন'টা বাজে নান্নু আসে না! ডলিরা হতাশ। রাঙাদিকে নিয়ে শেষপর্য্যন্ত নান্নু এল। আমি শিপ্রাকে পাহারা দেব—ওরা যাবে নেমন্তন্নে।

শিপ্রাকে পাহারা দিয়ে পথ্য দিয়ে স্পঞ্জ করে ভাবনাচিন্তায় দিনটা কাটল। এখন রাত ৭টা। ডলিরা ফিরবে আরও ঘণ্টা দুই পরে—ফিরল রাত এগারটায়।

কালাচাঁদ প্রথমবার বোন আর ভাগ্নেদের বাড়ীতে ডেকে পেটে খাইয়ে বিদায় দিয়েছে!

[ডায়েরি ১৯৪৯।]

১৭৬ ॥ Oct. 1950→

লেখা হয় নি। তারিখ কিছু গোলমাল হতে পারে—

রাঁচি থেকে বাবা লিখেছেন পূজোর আগে বা পরেই আসবেন। আসতে লিখে দিলাম।

চার পাঁচ দিন পরে গুপুর লোক চিঠি নিয়ে হাজির—জরুরী দরকার। গুপুর নিজের আপিসে যেতে পারব কি? এটা অপমান—গুপুর আসা উচিত ছিল। যাই হোক, অত সস্তায় অপমানিত হই না। বিকালে ধর্মতলা অঞ্চলে কাজ ছিল—গেলাম। গুপু কণ্ট্রাক্টারী ব্যবসায়ে নেমেছে—চাকরী ছেড়ে। ডাঃ রায় নাকি কিছু কাজ দিয়েছে। ভালই।

বাবা আমার ঘাড়েই চেপে থাকবেন—এটা নাকি সত্যই উচিত নয়। তবে এখন তিন চার মাস ওরা নিরুপায়। নিজের একটা বাড়ী করছে—বাড়ীতে একটা অংশই নাকি বাবার জন্য বিশেষভাবে তৈরী হবে। তিন চার মাস পরে বাবাকে সে বাড়ীতে

নিয়ে যাবে (বাড়ী তৈরী হলে) আপাততঃ বাবাকে আমার বাড়ীতে রাখতেই রাজী হতে হবে। গুপু রাঁচি গিয়ে বাবাকে এনে আমার বাড়ী পৌঁছে দেবে। অভয় দিলাম যে চিন্তা নেই—আমি বাবাকে আগেই আমার বাড়ীতে আসতে লিখে দিয়েছি।

ব্যাপারটা বুঝতে পারছি। আমি পাছে বাবাকে রাখতে রাজী না হই, রাঁচি থেকে এসে বাবা ওদের ঘাড়ে চাপেন, এই ভয়ে আমাকে ৩।৪ মাস বাবাকে বাড়ীতে রাখতে রাজী করানো। একবার বাড়ীতে উঠলে আর তো তাড়িয়ে দিতে পারব না।···

বাবাকে গুপুর কথা লিখলাম—গুপু রাঁচি গিয়ে বাবাকে আনবে, অথবা হাওড়া থেকে নিজের মোটরে আমার বাড়ি পৌঁছে দেবে। বাবা লিখলেন, 'আমি ওদের ভরসা করি না।'

গুপুকে লিখলাম—ব্যাপার কি ?

গুপু লিখল—বাবাকে ২ খানা চিঠি দিয়েছে কিন্তু জবাব নেই। কে জানে কি ব্যাপার!

আজ ২৫.১০.৫০ তারিখ—লক্ষ্মীপূজা—বাবার চিঠি—আসার দিন ঠিক হয় নি, সঙ্গী খুঁজছেন।

[ডায়েরি ১৯৪৯। ৪. ১০. ৫০ এবং ১৪. ১০. ৫০ তারিখের মাঝখানে লেখা ছিল—যথাসম্ভব যথাস্থানে আনা হল।]

১৭৭ ॥ 27.10.50

সকালে বাবাকে হাওড়া থেকে আনলাম—গুপুর গাড়ীতে। বাবা রাঁচি থেকে ফিরলেন।

[ডায়েরি ১৯৪৯।]

১৭৮ ॥ 1.11.50

কদিন আগে পরে টুবলুর ও টুটুর সর্দ্দিজ্বর। বোধ হয় হাম হবে। বিশ্রী আবহাওয়া—গুমোট আর বৃষ্টি। কার্ত্তিকের মাঝামাঝি বর্ষাকাল চলছে।

মাড়ির একটা দাঁত তোলালাম—ডাক্তার নন্দদুলাল দাসের ডিসপেনসারীতে। দাঁতটার জন্য অনেকদিন ভাল করে চিবিয়ে খেতে পারি নি।

[ডায়েরি ১৯৪৯।]

১৭৯ ॥ 4.11.[50]

কাল টুটুর, আজ টুবলুর হাম। টুটুর জ্বর ১০৫° কাছে! পরশু নন্দদুলাল দেখে গেছে—কাল আবার আসবে।

বর্ষা চলছে!

সামনের সপ্তাহ থেকে রেশনে চাল ১৪ ছটাক!—চারিদিক থেকে দুর্ভিক্ষের ভয়ঙ্কর সূচনা শোনা যাচ্ছে।

বিহারে সাংঘাতিক অবস্থা।

[ডায়েরি ১৯৪৯।]

১৮০ ॥ ২৩.১১.৫০

কালীপূজার দিন ৪টি ছেলেমেয়ে পথ্য পেল। বেশ একটা অসময় চলছে।

[ডায়েরি ১৯৪৯।]

১৮১ ॥ 7.5.51

অনেকদিন লেখা হয় নি। বড় অসময় চলছিল—এর মধ্যে এসেছিল চরম অবস্থা। অন্য মানুষ ডুবে যেত!

[ডায়েরি ১৯৪৯।]

১৮২ ॥ 8.8.51

আজ ২২শে শ্রাবণ! রবীন্দ্রনাথের তিরোভাব। বিকালে শোভাবাজার ও বরানগরে ২ যায়গায় সভা।

অনেকদিন পরে আজ আবার লিখছি।

কি যে ঝন্‌ঝাট গিয়েছে তা কেবল আমিই জানি। শরীর খারাপ, টাকা নেই—খরচ কমে না। তবু কি অমানুষিক খেটে কতভাবে ব্যবস্থা করে যে সামলে উঠেছি তা কেবল আমিই জানি। 'সোনার চেয়ে দামী' ১ম খণ্ড[১] বেরিয়েছে। ২য় খণ্ড[২] লিখে দিয়েছি।

সোনার চেয়ে দামী (১ম) সম্পর্কে সিগনেট 'টুকরো খবরে'[৩] লিখছে: একটি ছিন্ন হার উপলক্ষ করে এত ভাল উপন্যাস একমাত্র মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় লিখতে পারেন বাংলা দেশে।

নিউ এজ পাবলিশার্স 'কবির জবানবন্দী'[৪] ২।৩ ফর্মা ছাপিয়ে ছাপা বন্ধ করে রেখেছে। উপরের চাপ?

গুরুদাস 'স্বাধীনতার স্বাদ'[৫] ছাপিয়ে চটেছে। আগে বইটা পড়ে নি, পরে বোধ হয় বাইরে থেকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়ায় বইটার মতামত ভাল লাগে নি। জানিয়েছে আমার কোন বই-এর পুনর্মুদ্রণ ওদের দ্বারা হবে না। স্বাধীনতার স্বাদের ছাপা বাঁধা জঘন্য করেছে।

সহরতলী (২য়)[৬] গুরুদাসের কাছ থেকে ডি. এম.কে দিলাম[৭]।

এই শরীর নিয়ে যত কাজ করলাম তা শুধু মনের জোরে, মনের জোর আছে। কিন্তু অন্য দিকে মনের জোরটা তেমন খাটছে না। খরচ কমিয়েছি—কিন্তু যেরকম কঠোরভাবে

কমাব ভাবছি বারবার সেটা হচ্ছে না। শরীরের জন্য। সবদিকের পীড়ন সইছে না। আবার বেশী খাটার দরকার হওয়ায় শরীরটাও সারছে না। চক্র! এ চক্র ভাঙ্গতেই হবে।...

[ডায়েরি ১৯৪৯-এর শেষ দিনলিপি—মুদ্রিত তারিখ ২৩ জুনের পৃষ্ঠায় লেখা। বাকি অংশ সাদা। প্রায় শেষাংশে, মুদ্রিত তারিখ ২৪ ডিসেম্বর থেকে ২৬ ডিসেম্বর-এর পৃষ্ঠায়, Epilepsy : My analysis—ইংরেজিতে লেখা তিন-পৃষ্ঠা 'নোট'—ভূমিকায় বর্ণিত কারণে আপাতত বর্জিত হল। ...অংশে পারিবারিক প্রসঙ্গের কিছুটা বর্জন করা হয়েছে।]

১৮৩ ॥ Aug '51

প্লট

অনেকদিনের পূজা—দেশের দুরবস্থা—পারিবারিক দুঃখদুর্দশা—পূজার আনন্দ বেমানান—পূজা বন্ধের সঙ্কল্প—নূতনভাবে পূজার ব্যবস্থা, সময়ের সঙ্গে মানানসই করে[১]।

[ডায়েরি ১৯৪৫। বাঁদিকের মার্জিনে লাল পেন্সিলে লেখা : Aug '51 ; ঠিক তার নিচে কালি দিয়ে : 'শারদীয়া' বসুমতী '৫৮।]

১৮৪ ॥ Aug '51

প্লট

সমিতি—দুই বন্ধু—ঝগড়া—শুধু সমিতির কাজ বাইরে শত্রুতা—

প্লট

নিজেদের বিয়ে পুরুত ডেকে—মেয়ে ঠিক বৌ সেজে শ্বশুরবাড়ী—সংঘাত—স্বীকৃতি

প্লট

ছেলে : গরীব স্ত্রীলোক—একটি নাদুসনুদুস ছেলে—ছেলেকে চাকরী—

প্লট

মাটির নীচে : একজনের বাড়ীতে স্ত্রীর সেজদি বেড়াতে এসে আছে : তার আসল সেজদির চিঠি হাতে পড়ায় পাশের বাড়ীর একজন বিস্মিত—হঠাৎ সেজদি উধাও—পুলিশ—কলকতায় গেছে—আসল সেজদি অন্য লোক।

প্লট সিনেমা

সিনেমার বিষাক্ত প্রভাবে সরল মন বিগড়ে গেল—স্ত্রীকে সন্দেহ

পাশ ফেল

একটি মেয়ে—যে ছেলের সঙ্গে ভাব সে ফেল করল আর পড়তে পাবে না—তার ভাই পাশ করল কিন্তু বাপের পড়াবার সঙ্গতি নেই—পাশ করা ছেলেটি মনের দুঃখে আত্মহত্যা করল—

ফিরিওলা[২]

বর্ষা · পুলিশ :—

ফিরিওলা বাড়ী বাড়ী কত রকমের বৌ মেয়ে ছাখে—তার নিজের ঘরের বৌ : অন্য ফেরিওলার কাছে বৌ অন্য জিনিষ কেনে :

প্লট পাষণ্ড[৩]

পাষণ্ড জামাই দেখা করতে এল শ্বশুরবাড়ী—স্ত্রী দেখা করল না—কিছুদিন পরে চিঠি—সব অন্যায় ক্ষমা করিও—ষ্টেশনে পড়িয়া আছি···

[ডায়েরি ১৯৪৫। দু'-পৃষ্ঠা জুড়ে লেখা পর-পর কয়েকটি 'প্লট'—প্রায় সমস্তটা নীল পেন্‌সিলে লেখা, লাইন তিনেক লাল পেন্‌সিলে। 'পাশ ফেল'-শীর্ষক অংশের বাঁদিকের মার্জিনে : 'পাশ ফেল' গল্প সংকলন। 'ফিরিওলা' অংশের মার্জিনে : 'ফিরিওলা' যুগান্তর '৫১। 'পাষণ্ড' অংশের মার্জিনে : 'শারদশ্রী' ১৩৫৮।]

১৮৫ ॥ প্লট

মেয়ে—বুড়ো বর : বেকার ছেলে—বেশী বয়সের রোজগারী বৌ :

Plot

লাজুকলতা[১]

লাজুক বৌ—স্বামী ছাঁটাই—বাপের বাড়ীর বদলে আপিসের কর্তার বাড়ীতে—চাকরী না দিলে তাদের পুষতে হবে।

বাক্স বিছানা ছেলে নিয়ে যাবে···

তোমার স্বামীকে পাঠিয়ে দাও গিয়ে ?

আপনার লোক নেই ? লোক দিয়ে ডেকে পাঠান।

[ডায়েরি ১৯৪৫। এক পৃষ্ঠায় লেখা দু'টি প্লট। 'লাজুকলতা'-শীর্ষক অংশের বাঁদিকের মার্জিনে : হিমাদ্রি—শারদীয়া '৫৯।]

১৮৬ ॥ বাস্তবিক[১]

মজুরদের নিয়ে উপন্যাস

[ডায়েরি ১৯৪৫।]

১৮৭ ॥ স্বাধীনতার স্বাদ[১]

৪র্থ ফর্মা—শেষ লাইন "সুশীল কিছুই আনে নি" (চাল নিতে)

৫ম ফর্মা শেষ লাইন—"এদিকে নোয়াখালি ওদিকে বিহার, কে বলতে পারে"···

৭ম ফর্মা শেষ লাইন—"পরের ফিরতি ট্রামেই গোকুল তাকে তুলে দেয়। তারপর এত জোরে"[২]

[ডায়েরি ১৯৪৫। বাঁদিকের মার্জিনে লেখা : 'বসুমতীতে—১৩৫৫-৬৬।' '৬৬'—নিঃসন্দেহে লেখার ভুল। উল্লিখিত উপন্যাসটি 'মাসিক বসুমতী' পত্রিকায় সম্পূর্ণ হয় ১৩৫৭ বঙ্গাব্দে।]

১৮৮ ॥ বিভূতিভূষণ—বাংলা চেনে নি :

তিনি একমাত্র হৃদয়ের প্রতিনিধি, বাংলা সাহিত্যে মস্তিষ্ককৌশলের প্রতিবাদ—এতদিন চুপ করে ছিলাম,—

[স্পষ্টতই, আরো কিছু লিখবেন ভেবেছিলেন। 'বিভূতিভূষণ' কথাটি বড় হরফে লেখা, বাকি লেখাও সাধারণ হস্তাক্ষরের তুলনায় অপেক্ষাকৃত বড়। লেখার ধরন দেখে মনে হয় দ্রুত লিখেছেন। ডায়েরি ১৯৪৫।]

১৮৯ ॥ ইতিকথার পরের কথা[১]—Notes

ষ্টেশন—বারতলা : কারখানা 'নব শিল্প মন্দির'
↑
জগদীশ—বারতলার জমিদার : মালিক
গজেন—বারতলায় পানবিড়ি চিড়ে মুড়ি দোকান : গুলিতে পা খোঁড়া
সনাতন—বারতলায় দেশী খাবার, তেলেভাজা ইত্যাদি—
সুরমা : ↑
লোচন—গজেনের পাড়ার চাষী : পা মচকে জীবন এর বাড়ীতে উঠেছিল
রসিক—বুড়ো চাষী : ঐ : সবার মান্যগণ্য
ছোট বৌ : লোচনের বাড়ী···
কৈলাস—চাষী—ঐ : নন্দডাক্তারকে ডাকতে গিয়েছিল—
বনমালী—চাষী ঐ : গরু গাড়ী আছে—
সাতরা—বাড়ী থেকে নববিবাহিত ছেলের ফর্সা বিছানা এনে জীবনের জন্য
নিতাই জেলে— ↑
ভূদেব (বিলাতফেরত ডাক্তার) : জগদীশের কাকা
„ স্ত্রী
মায়া—ঐ মেয়ে
লতা—জগদীশের ছোট মেয়ে
ফণীন্দ্র—জগদীশের ভাগ্নে
প্রীতিলতা—ঐ বৌ

প্লট সম্পর্কে—

নন্দডাক্তার দেশীয় রক্ষণশীল প্রগতিশীল—নতুন পথে চলতে চায় গোঁড়ামি নিয়ে

জগদীশের ছেলে—বিলাতফেরত ইঞ্জিনিয়ার+বৈজ্ঞানিক+শিল্প [পতি ?]—প্রগতিবাদী—পাশ্চাত্যভাবে—আছাঁকা রাশিয়ান মত

ধনঞ্জয় ও এর সংঘাত—দুজনেরই দরকারী পরিবর্তনে শেষ মীমাংসা

লক্ষ্মী—গজেনের মেয়ে—আন্দোলনের সময় গরীব ভদ্রঘরে বিয়ে—অমিল—গাঁয়ে আছে—নেতৃস্থানীয়া—লক্ষ্মীর সমস্যা দেখা দিল—চাষাভুষো পল্লীপরিবেশ ছেড়ে দিলে—উচ্চস্তরে উঠে গেলে—দেশের সেবা করেও প্রেম সার্থক হয় : তার জগতে প্রেমের সার্থকতা নিন্দনীয়, প্রথার বিরোধী—উচ্চসমাজে নয়। কোনটা ছাড়বে ?

Note : ভাদ্রসংখ্যায়[২] দু'জন উদ্বাস্তু দোকানী কারখানার কাছে : পরে আরও আসবে।

Note : গঙ্গা [র] স্বামী জেলে—ভাদ্রসংখ্যার শেষে এটা উল্লেখ করা হয় নি।—

জেলে কর্মীদের সঙ্গে মিশে তার সংশোধনের চেতনা : মৃত্যুশয্যায় শেষ দেখা দেখতে চাওয়ায় কৌশলে বাড়ীতে আসা—রাত্রে গঙ্গাকে বলবে, ভাল হব, তাই একবার দেখতে এলাম—খুব বেশী অসুস্থ নই—

[চার পৃষ্ঠা জুড়ে লেখা—শেষ দু'টি Note লাল পেন্সিলে। পরবর্তী অংশটি বহু পরের পৃষ্ঠায় পৃথকভাবে লেখা। বিষয়গত সাদৃশ্যের বিচারে একইসঙ্গে গ্রথিত হল।]

ঘনরামের পিসী সুখতারা

ইতিকথা :

ভূলা বাগ্দীর ছেলে বলাই—ট্রেনে কাটা। ২৩

গদা—জগদীশের বিশ্বস্ত চাকর ২৩

মাঝের গাঁ—নন্দর বাড়ী

সাবিত্রী—শুভর মা

তালতলা—গজেনদের পাড়া

সাতরাদের নববিবাহিত ছেলে

হরিপদ—উগ্র—পেটে আমাসায় ২৪ শুভকে অগ্রাহ্য

ইচ্ছামতী—গাঁদার শাশুড়ী ৪৩—৪৪

ভুতো—গাঁদার ভাই ৪৫

প্রৌঢ় বয়সী শশাঙ্ক—খালি পা

খালি পায়ে খালি গায়ে আট হাতি ধুতি—শুভকে অগ্রাহ্য

Note : শুভর যেমন জগদীশের সঙ্গে কৈলাসের তেমনি কালীভক্ত ত্রিভুবনের সঙ্গে লক্ষ্মীকে নিয়ে

গোকুল—লক্ষ্মীর স্বামী—সাত বছর নেয় না—অন্য মেয়ে নিয়ে থাকে—

হেড মাষ্টার বীরেন চাটুয্যে—

নায়েব কালীচরণ

গোষ্ঠ, সুখন,

স্থখন—ধীর শান্ত মনে কাঁসারি হয় কিন্তু বদমেজাজী
অমৃত—গঙ্গার স্বামী
সৌমেন জমিদারের ছেলে ঐ বন্ধু
শিবনাথ—জগদীশের মন্দিরের পুরোহিত—
রায়দের বুনোবাবু— ৪৫ বজ্জাত—গাঁদার দিকে নজর
মহিমের ঈর্ষা—
শম্ভু দাস—মহিমের ছদ্মনাম—উদ্বাস্তু
জনা লেভেল ক্রসিং
ইচ্ছামতী—লোচনের বৌ
পরি : ৪
ভোরে চাষীরা ধরণীর কাছে যাবে—শুভর লুকিয়া [লুকিয়ে] আলাপ শোনা—ধরণীর বাড়ী…(মাটি থেকে[৩])
পরি : ৫
গাঁদার কাছে মহিমের চিঠি—মহিমের কলকাতার বিবরণ
৬
শুভর জন্মদিনে কলকাতার উৎসবে নন্দ—ফিরোজ রহমান
৭
নবশিল্প মন্দিরে নবজীবন—স্থখনদের সঙ্গে সংঘাত
৮
বাসন কারখানা নিয়ে শুভ নন্দ তর্ক—লক্ষ্মীকে কাজে বাহাল—মায়া কারখানায় আসা—
[ডায়েরি ১৯৪৫ ।]

১৯০ ॥ 30.1.52. (সরস্বতী পূজা)
প্রগতি
উপন্যাস প্লট : বাবার সময় থেকে আমাদের পরিবার ধরে—টেকনিক হবে ৫ বছর পরে পরে এক একটি পরিচ্ছেদে পরিবর্তন দেখানো—
[ডায়েরি ১৯৪৫ ।]

১৯১ ॥ Notes on : 'সাহিত্যে যেদিন থেকে—'[১]
আরম্ভ : অচিন্ত্যকে ধন্যবাদ। সেকালে যেমন অচিন্ত্য এবং আরও অনেকে নতুনভাবে লিখতে স্থরু করে আমার আরও দেরী করে সাহিত্য স্থরু করার পরিকল্পনা ভেঙ্গে সাহিত্যে নামিয়েছিল—কল্লোলযুগ লিখে অচিন্ত্য তেমনি আমায় সে যুগের কথা লিখতে বাধ্য করেছে—যে কাজটা আরও বছর দশেক পরে করব ভেবেছিলাম।
[ডায়েরি ১৯৪৫ ।]

১৯২ ॥ ছন্দপতন[১] :

১ম প্রুফ শেষ···আর কাউকে দিতে পারি ?

নবনাথ রায়—কবি নিজে

মানসী

বৌদি

তৃপ্তি—ম্যাট্রিক পাশ

হারাণ বাবু

ঐ ছেলে অবনী

[ডায়েরি ১৯৪৫ ।]

১৯৩ ॥ প্লট—উপন্যাস : আরোগ্য[১]

ধনীর ড্রাইভার—রোজ সহরতলীর আধাগ্রাম্য ঘরে ফিরে যায়—বুড়োর বৌয়ের কবলে—বৌটি দরদী কোমল ধার্ম্মিকা—তেজী একেলে একটি মেয়ে—

বুড়োর বৌয়ের মোহ কাটিয়ে আরোগ্য

যুদ্ধ

স্বাধীনতা

ভারত বিভাগ···

[একই রচনার পরবর্তী খসড়া বহু পরের পৃষ্ঠায় লেখা। একত্রে গ্রথিত হল।]

আরোগ্য

কেশব

অনিমেষ সরকার

ললনার মা—নির্ম্মলা

বড় মেয়ে মলিনা

স্বামী কমল—পাগল

পৃঃ-৮ : জনতা সম্পর্কে কেশবের মনোভাব পরে বদলাবে—সে জানবে জনতার কত ধৈর্য্য কত সহ্য

গোবিন্দ অবলা মায়া

↓

ছেলে রঞ্জন গণেশ পার্বতী

সাধক ভুবনেশ্বর

মোহিনী

কানু মিস্ত্রী

প্রণব—কেশবের ভাই

সুমতি—বিধবা বোন

শম্ভু—রান্না করে

অর্জুন চাকর—

Note : অর্জুনের নাম আগে উল্লেখ

Note : কেশব সাইকেল কিনবে—

২য় পরি [চ্ছেদ]

কেশবের মুখে কেউ হাসি দ্যাখে না। সরকারদের কাজ ছেড়ে দিয়ে বৈজ্ঞানিক অধ্যাপকের কাছে কাজ—পরে রাজনীতিকের কাছে কাজ

নরেশ—কেমিষ্ট

বিপিন—অবস্থা বদল

বকুল—ঐ মেয়ে

মিনু—কুমারী বোন—তাড়ানো উদ্বাস্তুদের সঙ্গে গিয়েছিল--ফিরেছিল শচানের রিক্সায়

হরেন—কানু মিস্ত্রীর কারখানার মালিক বিষ্ণু—মায়ার জ্যাঠতুতো ভাই,
সুধীর—কর্মচারী ঐ এরোপ্লেন চালায়—শুধু উল্লেখ

Note : কানু মিস্ত্রীর বেলা ছোট নয়—শরতের দোকানের কর্মচারীর মেয়ে—
Note : আগে বেলাকে একবার আনতে হবে

Note : আগে অনিমেষের ভাগ্যবিধাতা—বড় কর্মচারী আসবে—ললনার প্রত্যাখ্যানে অনিমেষের পদোন্নতি—ঘুষ বন্ধ—অবস্থা খারাপ—
মন্দ্রা পড়া ছেড়ে দেবে—চাল বজায় রাখতে ঋণের দায়ে—

লেখকের কথা[২]
অপবাদ—বিকার, পিছিয়ে পড়া লিখি [?]। দেশ এগিয়েছে। কিন্তু কোথায় ছিল কোথায় এসেছে না জানলে কি প্রগতি ধরা যায় ?

[ডায়েরি ১৯৪৫। দু'-পৃষ্ঠা জুড়ে লেখা। একেবারে শেষে 'লেখকের কথা'-অংশের প্রথম বাক্যটি স্পষ্ট নয়—যথাযথ মুদ্রিত হল।]

১৯৪ ॥ প্লট—চাষীর মেয়ে কুলীর বৌ[১]
[ডায়েরি ১৯৪৫।]

১৯৫ ॥ সোনার চেয়ে দামী[১]
রেবা=অলকার বদলে রেবাই রইল
সঞ্জীব—আশা
রাজীব—বাসন্তী
দীননাথ—রাজীবের পার্টনার—
৪র্থ ফর্মার শেষ···তফাৎ থাকলেও যে রাঁধুনী···
[ডায়েরি ১৯৪৫।]

১৯৬ ॥ সোনার চেয়ে দামী ২য় ভাগ[১]
আপোষ
শকুন্তলা—বয়স্কা কুমারী—বিয়ে হয় না কেন ?
লতিকা }
অমিয়া }
বামাচরণ—কবি

নীরেন দত্তের স্ত্রী বিভাবতী : ভাড়াটের সঙ্গে মেয়েদেরও ঝগড়া।
মেয়ে দুটি নাচে গানে অদ্বিতীয়া
সুধীর মুখার্জির স্ত্রী মিশুক—ছেলের বৌ অঞ্জলি লাজুক—মেয়ে নমিতা
সেনদের রাঁধুনি আবার পালিয়েছে—বিনয় সেনের বৌ সুহাসিনী
ঘোষাল বাড়ী থেকে এসে রাঁধুনী তিনদিনে ফিরে গেল—
পরেশ—৮০৲ টাকা পায়—একখানা ঘর—তিনটি ছেলেমেয়ে :—বৌ অমলার আবার ছেলেপিলে হবে—
রাজেন মল্লিক—
শোভা : বড় বৌদি বরদা
প্রভা : রামনাথ
বাসন্তীর ভাড়াটে : চরণদাস—বৌ রাধা—মেয়ে প্রণতি—
চরণের ভাই গৌর
সুমতী
সুমথ :
১১ ফর্মা শেষ "…শুখার দোকানদার অল্প
[ডায়েরি ১৯৩৫।]

১৯৭ ॥ বাস্তবিক[১]

বাংলা সাহিত্যে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আবির্ভাব যেমন বিস্ময়কর—মানিকবাবুর সম্পাদিত মাসিকপত্রে তার চেয়ে কম বিস্ময়কর দৃঢ়তার ও স্পষ্টতার সঙ্গে
[ডায়েরি ১৯৪৫। আর কিছু নেই।]

১৯৮ ॥ সার্বজনীন[১]

১
Notes :—রেশনের দোকানে—
পরমেশ্বর
নিখিল—মার্জিতরুচি ছেলে
বরুণ—রেশন ক্লার্ক
কেষ্ট—রেশন মাপে
সুরঞ্জন : পাশ করে চাকরী : বিয়ে করে নি : ভারিক্কি বলে পরিচিত হতে সাধ :
আদিনাথ :
শশধর : নেশাখোর
প্রৌঢ় রবীন্দ্র সরকার :
ধীরেন :

সদাশিব
নরেশ :
বিশু
প্রণব
নিশীথ
অচিন্ত্য : সুরঞ্জনের বাবা

দুই
বিধুভূষণের বাড়ীটা
ঈশ্বরের কেনার কথা—
পূর্ব্ববঙ্গের ভাইয়ের এজেন্ট
হিসাবে—

পদ্মা : বিধুভূষণের সুন্দরী মেয়ে :
বিধুভূষণ :
পঙ্কজ—জ্ঞানের ছেলে
মহেশ্বরদের আনতে যাবে—ট্রেনে গণেশের মেয়ে [র] পরিচয় জানা
মহেশ্বর—স্ত্রী সুভাগিনী
বেলা—গণেশের কিশোরী বোন
প্রতিমা
সাধন—প্রতিমার দাদা
গণেশের বিধবা মা

[শিরোনামের পাশেই নীল পেন্সিলে লেখা : See July 25—অর্থাৎ ডায়েরি-বইয়ের মুদ্রিত তারিখ ২৫ জুলাই-এর পৃষ্ঠায় পরবর্তী অংশ লিখেছেন। বর্তমান লেখা শুরু হয়েছে মুদ্রিত তারিখ ২৬ এপ্রিল-এর পৃষ্ঠায়। পর-পর দু'-পৃষ্ঠা লেখা, তারপর অন্যান্য কিছু লেখা ও বেশ কিছু সাদা পাতা ছেড়ে, ২৫ জুলাই তারিখের শুরুতেই নীল পেন্সিলে লেখা : See April 26. উভয় অংশ একত্র গ্রথিত ক'রে পরবর্তী অংশ এর পরেই মুদ্রিত হল।]

সার্বজনীন

পরমেশ্বর
অলকা—সমীরের মা
পদ্মা—সমীরের বোন
বুনো—সবিতার সাত বছরের ভাই
সুরমা—মহেশ্বরের স্ত্রী
বিধুভূষণ = পরমেশ্বর একতলার ভাড়াটে ছিল—বাড়ী কিনল—ভাইরা সপরিবারে আসবে…
সমীর : বিধুভূষণের ছেলে
পদ্মা—ঐ মেয়ে
মানদা—গণেশ (সবিতা) মা
গোপেশ্বর ? ভূপেশ—সবিতার বাবা—মৃত—স্বভাবকবি
নমিতা—সবিতার ছোট

সাধন—মহেশ্বরের ছেলে—চুপচাপ
অসীম—ঐ বন্ধু—সবিতাকে গান শেখাতে আসে—(পরিচয় ইত্যাদি ?)
স্বরমা—প্রতিমার দিদি

পরিচ্ছেদ চার

Note : পদ্মা কান্তিলালকে 'তুমি' বলবে গোড়া থেকে—

কালীপদ—উদ্বাস্তু
দোকানী—কাছেই দোকান
নিশীথ—পাশের বাড়ীর ১ঘরের ভাড়াটে
নলিনী—ঐ বৌ
তুলসী—মহেশ্বরদের ঝি
বস্তিতে অঘোরদের ঘরে সবিতারা ভাড়া নিল
মণ্টু—অঘোরের বাচ্চা ছেলে
সবিতার বাবা গোপেশ—কাপড়ের ছোট কারবারী স্বভাবকবি
নিশীথ—পাশের বাড়ীর ভাড়াটে
নলিনী—ঐ স্ত্রী
[ডায়েরি ১৯৪৫ ।]

১৯৯ ॥[১]

দীননাথ—চানাচুরওলা
স্বন্দর—ম্যাজিষ্ট্রেটপুত্র
মনোহর—সরকারী উকিলের অনন্তবাবু ছেলে
শঙ্কর—পুলিশ সায়েবের ছেলে
সলিল—আড়তদার ব্যাঙ্কারের ছেলে—
নাজির—সহপাঠী
ঘোষাল—চোখের ডাক্তার
পাগলা ডাক্তার—উকিল—সবাই সঙ্গে যেতে বাড়ীতে পড়া ডাক্তার—[?]
হৃদয় নন্দী—মহাজন
পরাণ চৌধুরী—পাট ব্যবসায়ী
চিন্ময়—পাগলা ডাক্তারের ভলান্টিয়ার
শচীন—সহপাঠী
অমলা—শচীনের দিদি—মেয়ে স্কুলে পড়ান
দশ বছরের মেয়ে সাত বছরের ছেলে স্বধা ও মণ্টু
শ্রী—স্বন্দরের বোন

কৃষ্ণদাস—দীননাথের ছেলে
কামিনীবাবু—অঙ্কের মাষ্টার
হৃদয়বাবু—হেডমাষ্টার
অশোক—সহপাঠী
হীরেন—ঐ
স্ববীর ও নির্মল—ভলান্টিয়ার

বুড়ো বংশী—চাষী　　　　　দীনু ঘোষ
হানিফ　　　　　শম্ভু—সহপাঠী
[ডায়েরি ১৯৪৫।]

২০০ ॥ 1.10.52

কনকদের বাড়ী বিজয়া উপলক্ষে অনেকদিন পরে—সকলে খুব খুসী। কানাই আর পাড়ার ছেলেরা হঠাৎ দল বেঁধে বিজয়ার প্রণাম করতে—আমার বই সিনেমা হবে শুনে!

চিৎপুর জুট মিল মজুর এলাকার শিক্ষার্থী সঙ্ঘের প্রীতি সম্মেলন—গাড়ী পাওয়ায় সকলকে নিয়ে গেলাম। এরকম এলাকায় গণনাট্যকে কখনো দেখি নি—বেশ জমলো। কারণ, গান ও কবিতা উঁচুদরের না হয়ে সহজ ও প্রাণময়—৯টায় বাড়ী।

[ডায়েরি ১৯৪৮/ক। বর্তমান অংশ থেকে ১৯৪৮/ক-এর ডায়েরি-বই বস্তুত দৈনন্দিন সংসার-খরচার হিসাব -খাতা। ১.১০.৫২ থেকে ডিসেম্বর'৫৩, এক বছরেরও কিছু বেশি সময় জুড়ে পর-পর তারিখ দিয়ে লেখা সংসার-খরচার হিসাবের ভিড়ে, কখনো ধারাবাহিক কখনো-বা কয়েকদিন অন্তর টুকরো রোজনামচা—অনেক ক্ষেত্রেই সামান্য এক-আধ লাইন লেখা বা বিচ্ছিন্ন কিছু শব্দ, সম্পূর্ণ বা স্পষ্ট বাক্য পর্যন্ত নয়। রোজনামচা-জাতীয় শেষ লেখার তারিখ ১৫.১১.৫৩। এ-জাতীয় সমস্ত অংশের উৎস যে ডায়েরি ১৯৪৮/ক, অংশগুলির শেষে তা পৃথকভাবে উল্লেখ করা হল না। শুধু ৩.২.৫৩ তারিখের লেখার উৎস ডায়েরি ১৯৪৫—তা যথাস্থানে নির্দেশিত হল। তারপর থেকে আবার বর্তমান ডায়েরি-বইয়ের লেখা।]

২০১ ॥ 2.10. [52]

সকালে কোরক সিঁথি কলোনী বিজয়া সম্মেলন উপলক্ষে—
সিগারেট ট্যাক্স বৃদ্ধি সুতরাং—
রঞ্জিতদের বাড়ী লক্ষ্মী প্রতিমা—
স্বাধীনতা সম্পাদকমণ্ডলীকে গল্প ফেরত না দেবার জন্য অনুযোগ দিয়ে চিঠি—

২০২ ॥ 3.10. [52]

মানিকতলা উদ্বাস্তু বিজয়া সম্মেলন, তারিখ ভুল করে বিকালে লোক এসে হাজির। আমায় বলেছিল ৫ই অক্টোবর।

ডলি শান্তা রাঙাদির বাড়ী—

২০৩ ॥ 4.10. [52]

জরভাব—সিঁথি সভা বাতিল—ডলির অন্ধ স্বার্থপরতায় অন্য সব চিকিৎসা ব্যর্থ হওয়ায় নূতন ব্যবস্থার সূত্রপাত—

২০৪ ॥ 5.10.52

আজ রাত্রি থেকেই সব বিষয়ে ভিন্ন থাকা আরম্ভ করলাম। পাউরুটি আনিয়ে হরলিকস দিয়ে খেলাম।

২০৫ ॥ 6.10 52

আমার ভিন্ন রান্না, নিজে রাঁধব—কলহ দুপুরে মিটল। কিন্তু লঘুক্রিয়া হবে না। ডলিকে আরেকটা সুযোগ দেওয়া উচিত। আমিও খুব চটাচটি করেছি।—

২০৬ ॥ 7.10. [52]

সচিত্র ভারত চেক ফেরৎ[১]

বিকালে বর্ষা সুরু

২০৭ ॥ 8.10. [52]

বর্ষা চলছে…

২০৮ ॥ 9.10. [52]

বর্ষা চলছে

২০৯ ॥ 10.10.52

রাত্রে উপোষ :

২১০ ॥ 17.10. [52]

সন্ধ্যায় বাজী পোড়াতে আঙ্গুল ঝলসানো –

২১১ ॥ 18.10. [52]

কালীপূজা

২১২ ॥ 19.10. [52]

কাঁচড়াপাড়া—ডলি বিকালে—দাদা—ফোঁটা—কাঁচড়াপাড়া—শুধু ফেরার ট্রেন টিকিট

২১৩ ॥ 20.10. [52]

শিপ্রা মঞ্জুদের থিয়েটার

২১৪ ॥ 26.10. [52]

অনেকদিন পরে রাত্রে বালীব্রিজে বেড়াতে—

২১৫ ॥ 27.10. [52]
উই সর্ব্বনাশ করেছে বইয়ের—সারাদিন বই রোদে দেওয়া নিয়ে

২১৬ ॥ 28.10. [52]
স্বাধীনতা নতুন অফিস, শান্তিসংসদ পাকভারত

২১৭ ॥ 2.11.52
P. W. A শারদীয়া সাহিত্য

২১৮ ॥ 3.11. [52]
'Vairab's Revenge'[১] গল্প সম্পর্কে চিঠি Pokorny-কে [?]

২১৯ ॥ 5.11. [52]
বীণা কামাই

২২০ ॥ 6.11. [52]
Pokorny-কে Temper[১] গল্প
শিল্পপীঠ ষ্টোভ উপহার—

২২১ ॥ 7.11. [52]
চারু ঝি বিকাল থেকে

২২২ ॥ 10.11. [52]
রাত ৮টায় ঘুমিয়ে সকাল ৪॥টে পর্য্যন্ত ঘুম…

২২৩ ॥ 12.11. [52]
পরিচয় আপিস সন্ধ্যায়—পথে উপক্রম…
সত্যযুগের সাহিত্য সম্পর্কে লেখা…

২২৪ ॥ 13.11. [52]
সকালে উপক্রম—সন্ধ্যায় ডলির বৌদি—শিপ্রা টালায় বেড়াতে…

২২৫ ॥ 17.11. [52]
মানিক দাস—আত্মকাহিনী—[১]
রাত্রে শিপ্রা আনতে টালা

২২৬ ॥ 18.11. [52]

শিপ্রা সন্ধ্যায় ফিরল সুমিত্রার সঙ্গে···

২২৭ ॥ 26.11. [52]

আজ থেকে সকালে নগদ দামে আধপোয়া দুধ বন্ধ—

২২৮ ॥ 29.11. [52]

I. A. H. লে [Hall-এ] ভিয়েনা বিশ্ব শান্তি—

২২৯ ॥ 2.12.52

সাহিত্য জগৎ কালিদাস বন্দ্যো সকালে হঠাৎ—কথা বলতে বলতে ৫০৲ দিয়ে 'নাগপাশ' চুক্তি—[১]

বিদ্যুৎ বন্ধ—candle এনে তার বদলে হরলিক্সের মোটায় [মোটকায় ? *] ২ সলতে প্রদীপ জেলে লিখছি—কোন অসুবিধা নেই !

টুটু ইংরাজী পরীক্ষা—আজকালের মধ্যে—তবু ভাল দিয়েছে—

[* 'মোটকা'—কৌটোর ঢাকনা : পূর্ববঙ্গীয় আঞ্চলিক শব্দ। কিছু আগে, 'candle এনে' সম্ভবত হবে : 'candle না এনে'। একেবারে শেষ বাক্যটির অর্থও খুব স্পষ্ট নয়, কিছু অংশ কাটা ছিল।]

২৩০ ॥ 3.12. [52]

ডলি নাপিত নখ কাটা—বুড়ো আঙ্গুল পাকা—বাবু দাঁততোলা—

২৩১ ॥ 4.12. [52]

ডলির বৌদি—অ$\frac{২}{২}$ [১]

রাত ২টায় ঘুম ভেঙ্গে ২ ঘণ্টা গভীর চিন্তা

২৩২ ॥ 5.12. [52]

দুলালী টুটুকে মুখ ভ্যাংচায়, ডলির মেজাজ গরম—যুঁথিকে ডেকে পাঠাল—এল না !

২৩৩ ॥ 6.12. [52]

সকালে ডলিকে আঙ্গুলের জন্য ডাঃ দাসের কাছে—ডাক্তার নেই !

সারাদিন cross-word নিয়ে—

শরীরটা এমন যে আসল কাজে মন বসছে না—কত কাজ যে জমেছে !

২৩৪ ॥ 7.12. [52]

ডলি সারারাত কোঁকালো—শেষ রাত্রে চা আর সেঁক দিলাম—বেলায় ছুঁচ ফুটিয়ে দিতে চিরিক করে পুঁজ বেরিয়ে ৫ মিনিটে আরাম—অল্পক্ষণের মধ্যে গাঢ় ঘুম···

২৩৫ ॥ 8.12. [52]

সকালে কালাচাঁদ হঠাৎ—বাড়ী তৈরীর জন্য ড্রামের দরকার—হঠাৎ দেখি আলোর বিলের সাতদিনের নোটিশের সময় পার—বেরোলাম, কিন্তু বাসে উঠে ফিরলাম—সময় নেই—কাল পাঠাতেই হবে—সন্ধ্যার পর রাঙাদি তপু গাগাদের নিয়ে—মুস্কিল !

২৩৬ ॥ 9.12. [52]

দুপুরের মধ্যে ৩ বার উপক্রম—হল না।

২৩৭ ॥ 10.12. [52]

নাভানায়—

২৩৮ ॥ 11.12. [52]

মঞ্জুকে (ব্রহ্মা) পরশমণি

গৌরীকে বিজ্ঞান বিচিত্রা ৩ খানা—

২৩৯ ॥ 15.12. [52]

আজ নতুন দুধওলা—একপোয়া—

২৪০ ॥ 19.12. [52]

আবার উই ! কদিন আগে নতুন বই তাকে রেখেছি, তাতেও !

২৪১ ॥ 20.12. [52]

ইলিশ ১৲ সের—কী কারসাজি ! সামনের বছর ইলিশের দুর্ভিক্ষ !

২৪২ ॥ 21.12.[52]

খোকন না বলে ক্রিকেট খেলায়—টুবলু চটুর সঙ্গে দুপুরে—সন্ধ্যায় রাঙাদা রাঙাদি—বকর বকর !

২৪৩ ॥ 22. 12. [52]

উল্টাডাঙ্গা ষ্টাডিসার্কেল সাংস্কৃতিক—৫-৩০এর সভা স্বরু ৭টায়—শ্রোতা সম্পর্কে ভুল ধারণা জন্মে দিল—ভাবলাম আগে ২ দিন অনুষ্ঠান হয়েছে উদ্যোক্তার জানে—সমাজ ও সাহিত্য সম্পর্কে বলতে গিয়ে জমল না—শীতের রাত, সবাই নাটক দেখতে উৎসুক—

২৪৪ ॥ 23.12. [52]

D. M. সার্বজনীন[১] পাওনা দিচ্ছে না[২]—গল্পভারতী[৩]—উপেনদা[৪], তেতালায় মালিকের আপিসঘর ঠাকুরঘর! রামকৃষ্ণের অনেক ছবি, খালি পায়ে ঢুকলাম—দর্শন-সংস্কার চূর্ণম উপহার—

সকালে জ্বরভাব হয়েছিল, বিকালে ঠিক—New Hungary Exhibition—ছেলে-মেয়ে পরীক্ষাপাশ—

২৪৫ ॥ 24.12. [52]

ডলিরা টালায়

টুটু ২।৪ দিন থাকবে—

২৪৬ ॥ 26.12. [52]

সকালে বেরিয়ে D. M চেক—N. B. A থেকে Check-এর চিঠি—চিহ্ন অনুবাদ[১] —13.12 চিঠি এসেছে—এতদিনে জানলাম—

২৪৭ ॥ 29.12. [52]

কৃষ্ণারা

২৪৮ ॥ 1.1.53

সস্ত্রীক অনিল[১] আর ত্রিদিব[২]—

D. M. গোপালদাস নাকি বসুমতীর বিরুদ্ধে মামলা করবে অহিংসা[৩] গ্রন্থাবলীতে[৪] ছাপানোর জন্য—ধাপ্পাবাজি—

২৪৯ ॥ 2.1.53

রিডার্স কর্নার-এর সঙ্গে 'লাজুকলতা' চুক্তি[১]...

২৫০ ॥ 4.1.53

এতদিন পরে নিরঞ্জনের ভাই[১]—সিনেমার ব্যাপার[২]—

২৫১ ॥ 7.1. [53]

University 5th and 6th yr. Bengali Students সভা : 46-এ P. W. A.

২৫২ ॥ 10. 1. [53]

বেঙ্গল পাব : নতুন পত্রিকা[১] সম্পর্কে মুস্তাক আলী[২],লেখক বৈঠক—তারাশঙ্করের মুখ খুব শুকনো—আলী প্রায় আমার দিকে চেয়ে কথা বলল, কথা শুনল শ্রদ্ধার সঙ্গে—

সেখান থেকে ৫-১০ গাড়ীতে হালিসহর—সেকেলে জায়গায় ভাল প্রগতির সভা—আমি যখন গেলাম হীরেন চলে আসছিলেন—বক্তৃতা জমল—বাসে ফিরলাম—

২৫৩ ॥ 11.1. [53]

ময়দান!

২৫৪ ॥ 17.1. [53]

Patriotic+Madan Mohan Library—V.I.—
'সুসাহিত্য কু-সাহিত্য'—

২৫৫ ॥ 20.1. [53]

সরস্বতী পূজা···পূজার চেয়ে সারাদিন ঘুড়ি কাটা দেখার আনন্দ···
সন্ধ্যা ৭টায় ঘুম—রাত ১১৷৷০টায় উঠে খেয়ে আবার ঘুম

২৫৬ ॥ 22.1. [53]

ফাল্গুনীদের বাড়ী শিক বাঁকিয়ে চুরি—

২৫৭ ॥ 23.1. [53]

নেতাজী জন্ম : টুবলুদের 'লক্ষ্মীর পরীক্ষা' :

২৫৮ ॥ 27.1. [53]

চেক চিহ্ন contract সই করে পাঠালাম[১]—

২৫৯ ॥ 29. 1. [53]

শেষ রাত্রে চন্দ্রগ্রহণ—
আলমবাজার মাঝারি ট্যাংরা ১৲ সের! বরানগর চাঁদামাছ ৮০ সের!

২৬০ ॥ 30.1. [53]

ইলেকট্রিকের তারে পাশের বাড়ী তৈরীর শিক ঠেকিয়ে ঠিক বাড়ীর সামনে লোকারণ্য [?]—মিস্ত্রী মরল—E. কোম্পানীর সায়েব, দারোগা পুলিশ—রাত দশটায় লাশ মর্গে গেল।

২৬১ ॥ 3. 2.1953

প্লট

গল্পেও ষ্ট্যালিনের সঙ্গে সামঞ্জস্য। নইলে গল্প হয় না।

[ডায়েরি ১৯৪৫। 'প্লট' কথাটি মস্ত বড় ক'রে লেখা—লেখার ধরন দেখে মনে হয়, কলম খুব জোরে চেপে ধ'রে, দ্রুত একটানে লিখেছেন।]

২৬২ ॥ 6.2. [53]

ডলির ছোরদার মৃত্যুসংবাদ—ডলি টুবলু টালা—P.W.A

২৬৩ ॥ 9.2. [53]

উপায় ?

স্মরণীয় দিন—সকালে অচল অবস্থা—দুপুরে ১টায় বেরিয়ে সব সচল করে রাত ৮টায় বাড়ী—বেঙ্গল পুতুল ২য় চুক্তি·····

সারাদিন ঘুরেছি—দুপুর ১টা থেকে রাত ৮টা। ২ মাইল হাঁটা হয়েছে।

২৬৪ ॥ 10.2. [53]

আজও বেরিয়ে অনেক কাজ সেরে এলাম—প্রকাশকদের কাছে—ট্রাম বাস ছাড়া পায়েই চলতে এরকম ছোট ছোট হাঁটা ধরলে অনেক হেঁটেছি—ভুল করে কাছে ভেবে বসুমতী থেকে নাভানায়, সেখান থেকে ওয়েলিংটনে ট্রাম ধরেছি—প্রায় ১ মাইল হাঁটা।

অনভ্যাস। কী শ্রান্তিই বোধ করছি।

ডি. এম-এ পবিত্র গাঙ্গুলি ! কাল

[একেবারে শেষে, 'কাল' কথাটির পর আরেকটি শব্দ লিখে কেটে দেওয়া, তারপর আর কিছু নেই।]

২৬৫ ॥ 12. 2. [53]

ডলিদের শিবরাত্রি

দক্ষিণেশ্বর—২৲

২৬৬ ॥ 13 2. [53]

সন্ধ্যায় কানাই মা ! খুব হাসিগল্প !—?

২৬৭ ॥ 19.2. [53]

শরীর খুব খারাপ—বারবার জোরালো উপক্রম—কিন্তু সামলে যেতে পারলাম, একটু জ্বর পর্য্যন্ত হয়েছিল—

রাত্রে উপোস

গান !

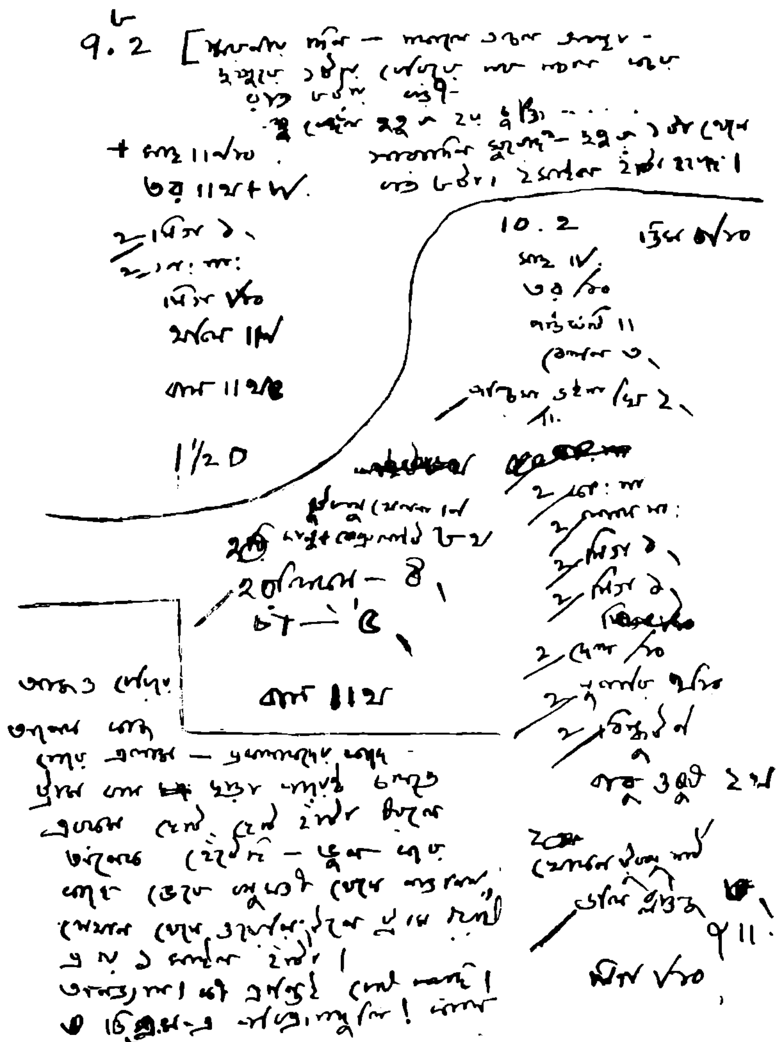

২৬৮ ॥ 20.2. [53]

সকালে শরীর হাল্কা লাগছে, অস্বস্তি কেটে গেছে—

২৬৯ ॥ 23.2. [53]

সকালে জ্বর—গা ব্যথা—বুকে সদ্দিকাশি—ডাক্তার এল—ওষুধ এল—বিকালে জ্বর কমে গেল—জ্বর নিয়ে ব্যাঙ্কে—ডাক্তারখানায়

২৭০ ॥ 24.2. [53]

আবার জর এল—জ্বর নিয়ে ব্যাঙ্ক ডাক্তারখানা—বিকালে জ্বর ভাগল—গা-ব্যথা মাথাব্যথা কমল—

২৭১ ॥ 5.3. [53]

কমরেড স্তালিন অসুস্থ—
বিবরণ পড়েই বুঝলাম বাঁচবেন না—

২৭২ ॥ 6.3. [53]

কমরেড স্তালিন কাল রাত্রি ৯-২০ মিঃ মারা গেছেন[১]—
সকালে স্বাধীনতায় খবর পাই নি—বেলা ৮টা নাগাদ রেডিওতে খবর শুনলাম—বিকালে ওয়েলিংটন স্কোয়ারে সভা—সবার মুখ ম্লান কিন্তু মৌন দৃঢ়তা—

২৭৩ ॥ 10.3. [53]

উপক্রম[১]—

২৭৪ ॥ 18.3. [53]

ছায়াবাণী[১] :

২৭৫ ॥ 23.3. [53]

বোম্বের পদ্মানদীর অফার নিলাম—চেক জমা দিলাম[১]

২৭৬ ॥ 26. [3.53]

সকালে নালু—১০৲

২৭৭ ॥ 27. 3. [53]

সহরবাসের ইতিকথা[১] ২য় সং[২] নিয়ে ডি. এম-এর ছোটলোকামি- রেগে বইটা বেঙ্গলকে দিলাম—
পরিচয় অফিস
P. W. A সম্মেলন

২৭৮ ॥ 28.3. [53]

সকালে ক্ষিতীশ[১]

২৭৯ ॥ 31.3. [53]

টালায় ডলির মা'র বার্ষিকী—গেলাম না।

২৮০ ॥ 2.4. [53]

কুকুর বাচ্চা[১]

২৮১ ॥ 3.4. [53]

শচীরঞ্জন[১]—নিরঞ্জনের চিঠি নি[য়ে]—বোম্বাই পদ্মানদী সম্পর্কে[২]—বিকালে অনিল দত্তের পুত্র হওয়ায় নেমন্তন্ন—

২৮২ ॥ 4.4.53.

মহাবোধি হলে স্তালিনসভা—সভাপতি—সবাই গেলাম—আমি বাদে সকলের T.U.B. ch. [T.A.B C.] injection—ফিরবার সময় হাতের ব্যথায় কাতর—

রমেশ সেন সুশীল জানা মণীন্দ্র রায় গোপাল হালদার সুভাষ ইতি অনেকে এসেছে কিন্তু কাগজে যাদের নাম ছাপা ছিল তাদের একজনও নয়—ব্যাপারটা কি ?

২৮৩ ॥ 6.4. [53]

বিকালে নান্নু শেষপর্যন্ত আমার বাড়ীই এলেন—টালার বাড়ী তালা বন্ধ করে কালাচাঁদেরা গেছেন নেপাল বেড়াতে !

২৮৪ ॥ 8.4. [53]

নান্নুকে দুঃখ প্রকাশ করা চিঠি—

২৮৫ ॥ ১০-৪-৫৩

নান্নুকে আসতে বলেছিল—নান্নু আজ নিজেই এল।—

[শুরুতে লাইন কয়েক লিখে নিজেই কেটে দিয়েছেন।]

২৮৬ ॥ 11.4. [53]

দুপুরে নান্নু খাবে—প্রগতি সাহিত্য সম্মেলন—আমি সভাপতিমণ্ডলীর সভাপতি—[১]

২৮৭ ॥ 11-4→13.4. [53]

রামমোহন লাইব্রেরীতে প্রগতি লেখক সম্মেলন।

কদিন হিসাব লেখা হয় নি।

১৩ই নেতাজী সুভাষ ইনষ্টিটিউটে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান—আশাতীত সাফল্য ! ননী ভৌমিক বলল, এমন হবে কেউ বলে নি। আমি বললাম—আমি বলেছিলাম।

ননী—অন্য কেউ বলে নি। একটু হতাশ হয়ে গিয়েছিলাম—
আজকেই শেষ করার কথা ছিল।
১৫ই প্রকাশ্য অধিবেশন হবে ঠিক হল।

২৮৮ ॥ 15.4.[53]

ওয়েলিংটনে প্রগতি প্রকাশ্য [সম্মেলন]—সবাইকে নিয়ে গেলাম—৭।৮ হাজার লোক!
ননীদের বেহিসাবী প্রোগ্রাম—খানিকটা এলোমেলো—
তবু সাফল্য। সাহায্যের আবেদনে পাঁচ মিনিটে অনেকগুলি টাকা—আমায় বলল ৮টা পর্য্যন্ত পুলিশ পারমিশন—
জানাল ৯টা পর্য্যন্ত বাড়ানো গেছে—
মিছে কথা।
আমার ঘাড়ে দায় দিয়ে গোপাল ননীরা সরে পড়ল—

২৮৯ ॥ 16.4.[53]

নান্নুর হাতে কালাচাঁদের বৌকে চিঠি—রবিবার দুপুরে খেতে যাব। রাগ ভাঙ্গাবার জন্য যেচে নেমন্তন্ন—

২৯০ ॥ 18.4.[53]

নান্নুর হাতে কালাচাঁদের বৌয়ের চিঠি—সুবিধা হবে না! আরেকদিন খাওয়াবে।

২৯১ ॥ 22.4.[53]

পুতুল গুজরাতী সং[১] চেক[২]—

২৯২ ॥ 26.4.[53]

পার্ক সার্কাস লাইব্রেরী—গেলাম না, শরীর খারাপ।

২৯৩ ॥ 29.4.[53]

নান্নু খাবার কথা, এল না—

২৯৪ ॥ 1.5.53

নিভা প্রভা নিভার বর নালু—

২৯৫ ॥ 2.5.[53]

সন্ধ্যায় ঝড়বৃষ্টি—

২৯৬ ॥ 3.[5.53].

ঠাণ্ডা লেগে অল্প জ্বর গা ব্যথা—বিকালে ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল—রাত্রে রাঙাদি রাঙাদা—

২৯৭ ॥ 5.5.[53]

অমল দত্ত, কাশীপুর রবীন্দ্র—ব্যারাকপুর

২৯৮ ॥ 9.5.[53]

ঝড়—

২৯৯ ॥ 12.5.[53]

P. W. A রবীন্দ্রজয়ন্তী—D.M.—পূর্ব্বাশা—ক্যালকাটা বুক ক্লাব—বেঙ্গল—রিডার্স কর্নার—

৩০০ ॥ 14.5.[53]

বাবা ডলিকে মনিঅর্ডারে ১৫৲—বাচ্চাদের আম—ডাঃ কিচলু[১] কলকাতায়—

৩০১ ॥ 15.5.[53]

শান্তিসম্মেলন—ডাঃ কিচলু—

৩০২ ॥ 16.5.[53]

কাশীপুর গণনাট্য সংঘ শান্তি+সংস্কৃতি+কিচলু সম্বর্দ্ধনা—আমি সভাপতি—ছাপা হ্যাণ্ডবিল—স্বাধীনতায় সকলের নাম—আমায় বাদ দিয়ে! ইচ্ছাকৃত? মানে কি?

৩০৩ ॥ 17.5.[53]

ময়দানে শান্তি প্রকাশ্য সভা—প্রধান বক্তা কিচলু—হাওড়ায় রবীন্দ্রজয়ন্তী করতে যেতে হবে—মানিক স্মৃতি সংঘের আবৃত্তি প্রতিযোগিতায় বেলা ৩টায় উঁকি দিয়ে যাওয়ার কথা—দুপুরে হাওড়া থেকে যে কাকাবাবুর চিঠি নিয়ে এসেছিল সে এল, বললাম—যাব। বরানগরের জন চল্লিশেক লোক—প্রেমোৎপল আবৃত্তি প্রতিযোগিতার পরীক্ষক! উঁকি মেরে রওনা দিলাম—শরীর ভাল নয়। বাসে একজন চেনা ছেলে পেয়ে হাওড়ায় যেতে পারছি না কাকাবাবুকে খবর দিতে বলে শ্যামবাজারে নেমে বাড়ী ফিরলাম। ঝণ্টুর মুখেভাত। ছেলেমেয়েরা দুপুরে

৩০৪ ॥ 25.5.[53]

ডলিরা সকালে টালিগঞ্জে—নিজেরা একলাই যেত—জুঁথি আর তার নয়া সঙ্গী পেল—বিকালে একলাই ফিরবে—অনিলবাবুর বাড়ী মাছ রান্না করে দিলাম।

৩০৫ ॥ 27.5.[53]

ডলিরা যাদুঘর—লক্ষ্মীকে সঙ্গে নিয়ে—

৩০৬ ॥ 29.5.[53]

ডলিরা দক্ষিণেশ্বর—

৩০৭ ॥ 30.5.[53]

ডলিরা চিড়িয়াখানা—আমি যাই যাই করে শরীর খারাপ বলে যেতে পারলাম না।

৩০৮ ॥ 3.6 [53]

ডলিরা তরুণ সিনেমায় 'বৈমানিক'—পেট খারাপ—বমি—

৩০৯ ॥ 6.6 [53]

বেলঘরিয়া 'উন্নয়নী' নজরুল সুকান্ত দিবস—কুদ্দুস প্রঃ অঃ [প্রধান অতিথি]—

কুদ্দুস আজ সুন্দর বক্তৃতা দিল, কোনদিন এমন শুনি নি। কথা জড়িয়ে যেত, এলোমেলো উল্টোপাল্টা হয়ে যেত—এবার বেশ স্পষ্ট পরিষ্কার করে রসিয়ে বলেছে—

লোকসমাগম সুবিধা নয়, উদ্যোক্তাদের অভিজ্ঞতা কম। রবীন্দ্র গৃহাংশ আনন্দবাজারের গ্যারেজ হওয়ায় প্রতিবাদ, রোজেনবুর্গ ফাঁসি রদ দাবী—প্রস্তাবাকারে উপস্থিত করা যায় না।

৩১০ ॥ 8.6 [53]

সপরিবারে মানু—

৩১১ ॥ 9.6.[53]

প্রশ্নোত্তর—

৩১২ ॥ 10.6.[53]

আগামী—মানু রাঙাদি—

৩১৩ ॥ 12.6.[53]

বসুমতীতে শিবরাম—বাঁকা চোখের লেখা দিল[১] চারকোণা রঙীন কাগজে নীল সুতোয় পাকা গেড়ো দেওয়া নিমন্ত্রণ পত্রের মত—বড়ই তোষামুদে—ট্রামের ভাড়া দিল।—

কাল মানুরা খাবে।
ডলির আজ কৃচ্ছ্রসাধনা।
কিছু না পেয়েই সন্তুষ্ট—
অ্যান্টিসাকার দাম কমেছে—

৩১৪ ॥ 13.6.[53]
মানু মুক্তি রাঙাদি পিন্টুদের দুপুরে খাওয়া—কাল থেকে টুটুর শরীর খারাপ—মানুদের সঙ্গে শিপ্রা টুবলু খোকন সার্কাস—

৩১৫ ॥ 15.6.[53]
১লা আষাঢ়—বেলা ১২টায় বর্ষার বৃষ্টি সুরু—সারাদিন কখনো জোরে কখনো টিপিটিপি—বৃষ্টি মাথায় করে ডলিরা টালায়, মানুরা যাদবপুর চলে যাবে: সকালে লেখার জন্য চতুষ্কোণের প্রদ্যোত[১] : কাল মঙ্গলবার D বন্ধ—২টা আনতে গিয়ে দেখি লেখার কাগজের তলায় ১০৲উধাও! একটু ভেবেই খাটের তোষক তুলে পেলাম! ডলির কাণ্ড—
ভাঙা সোনার চুড়ি বালিশের তলে রেখেছিল, অর্দ্ধেক টুকরো পায় নি—তিন দিন পরে ভেবেচিন্তে আজ সকালে বালিশের ওয়াড়ের ভিতরে খুঁজে পেলাম!
রাত্রে ডলিরা মড়াকান্না শুনেছে—সকালে জানলাম অনিলবাবুর ভাই।

৩১৬ ॥ 16.6.[53]
৩০০৲র মত টাকা পাব—তবু কলকাতা গেলাম না। সব ঠিক ছিল—দুপুরে বিকালে গরম পড়তেই কি মাথাই ধরল!

৩১৭ ॥ 18.6.[53]
রাত্রে গেলাম কুঁজো ভাঙ্গা—এক ব্যাপার, ডলির উপর রাগ:
সকালে অস্পষ্ট মনে পড়ল ভাঙ্গবার কথা—আর সব ভুলে গেছি—ডলির কাছে সব শুনলাম—শ্যামবাজারের D বেশী খাওয়া হয়েছিল:

৩১৮ ॥ 20.6. [53]
টুবলুর পায়ের তলার পাকাটুকু নিয়ে হাঙ্গামা—দু'বার বরানগর—ডাক্তার পেনিসিলিন ফুঁড়লেন—সুকুমারের বৌ—যার ছেলে হাসপাতালে মরমর হয়েছিল—

৩১৯ ॥ 23.6. [53]
কাল রাত ৩৷৷০ শ্যামাপ্রসাদ[১] মৃত

৩২০ ॥ 26.6. [53]
রমেন গঙ্গো

৩২১ ॥ 27.6.[53]

A Sec-এর আরেকটি মেয়ের সঙ্গে শিপ্রা ফার্ষ্ট !

৩২২ ॥ 1.7.[53]

ট্রামে ২য় ভাড়া ১ পয়সা বৃদ্ধি—বিক্ষোভ[১]

৩২৩ ॥ 3.7.[53]

ট্রামভাড়া—পুলিশ জুলুম—কাল হরতাল

৩২৪ ॥ 4.7.[53]

ট্রামভাড়া বৃদ্ধি—অদ্ভুত হরতাল—সব বন্ধ—বেলা ৪টা পর্য্যন্ত

৩২৫ ॥ 6.7.[53]

ক্ষিতীশ

৩২৬ ॥ 8.7.[53]

টুটুর ব্যথা—ওর চিকিৎসা করতেই হবে

৩২৭ ॥ 10.7.[53]

কাল বিকালে ট্রামের ব্যাপারে ডালহৌসিতে কিশোরদের লাঠিপেটা

৩২৮ ॥ 13. 7.[53]

রথ—ক্ষিতীশ[১]

৩২৯ ॥ 14.7.[53]

কালিদাস[১]

৩৩০ ॥ 15.7.[53]

সাধারণ ধর্মঘট—

৩৩১ ॥ 16.7.[53]

কাল বিরাট ব্যাপক গণ ধর্মঘট। আজ বিরাট ব্যাপক হাঙ্গামা—লাঠিগুলি খণ্ডযুদ্ধ—'ছড়া' লিখে স্বাধীনতা দিয়ে এলাম[১]—

৩৩২ ॥ 17.7.[53]

হারবার্ট মার্শাল[১] পত্র যে পদ্মানদী তারা নেবেই...

৩৩৩ ॥ 19.7.[53]

ট্রামভাড়া বৃদ্ধি স্থগিত— ট্রাইবুনাল

৩৩৪ ॥ 22.7.[53]

ময়দানে সাংবাদিক দমন—

৩৩৫ ॥ 23.7.[53]

রঙমহল—গোপাল চট্টোপাধ্যায় 'প্রাগৈতিহাসিক' নাট্যরূপ—

৩৩৬ ॥ 25.7.[53]

ময়দানে কেন্দ্রীয় সভা—নীলরতনের 'Pegeon'-এ চুল ছাটা—

৩৩৭ ॥ 26 7.[53]

চন্দ্রগ্রহণ

৩৩৮ ॥ 29.7.[53]

ময়দান

৩৩৯ ॥ 31.7.[53]

আজ ট্রাম চালু—

৩৪০ ॥ 1.8.53

আষাঢ় বসুমতী—মজুরি[১] বাড়ী পৌছে দেবার কথা, এল না ··

৩৪১ ॥ 3.8.53

হঠাৎ চিন্তাদাদার ছেলে সুশীল—

৩৪২ ॥ 6 8.53

টুবলু পা ব্যথা জ্বর—বিশ্ববিদ্যালয় সংস্কৃতি পরিষদের সভা—গেলাম না—টেলিফোন করে দিলাম—বিকালে টুবলুর জ্বর কম—

৩৪৩ ॥ 9.8.53—11.8.53

9.8. হঠাৎ গা ব্যথা, বুক ব্যথা জ্বর—বিকালেই কমে গেল, বিষম ঘাম—বেশী D

11.8. আবার জ্বর—রাত্রে কমল—D কম—

৩৪৪ ॥ 12.8.53

কাল সংযম অভ্যাস করায় আজ শরীর খুব ভাল—কিন্তু সংযমে হয় না : খাটুনি না কমালে সংযমের সাধ্য হবে না!

৩৪৫ ॥ 14.8.53

পিয়ন ছাপা চিঠি দিয়ে গেল—ডাঃ রায়[১] লেখক শিল্পীদের ডেকেছেন—আগামীকাল রাইটার্স বিল্ডিং-এ।

৩৪৬ ॥ 15.8.53

স্বাধীনতা দিবস—সবাই নিঝুম!

৩৪৭ ॥ 16.8.53

বেলগাছিয়া খুব উৎসব সকালে—বিকালে P.W.A-তে সুকান্ত স্মরণ—যেতে পারলাম না—শরীর রাজী নয়—

৩৪৮ ॥ 28.8.53

ববনের মা এবং…

৩৪৯ ॥ 30.8.53

ডলিরা রাঙাদির বাড়ী—

৩৫০ ॥ 31.8.53

ডলিরা টালায়

৩৫১ ॥ 1.9.53

স্ব-নির্বাচিত গল্প[১] চুক্তি[২]—চেক—

৩৫২ ॥ 8.9.53

সারাদিন বর্ষা—কাল স্লিপে লিখেছিলাম ডিম, দোকানের টাকা আজ দেব—বর্ষা বাদলে নিজে না গিয়ে স্লিপ দিয়ে খোকনকে পাঠালাম—টাকা ছাড়া মিলবে না! সঙ্গে সঙ্গে ছাতি মাথায় গিয়ে ১৮৵০ মিটিয়ে মল্লিক কলোনী থেকে ডিম নিয়ে এলাম—

৩৫৩ ॥ 15.9.53

মনস্থির : এবার শারদীয়ায় লিখব না। শুধু তেইশ বছর[১]…

৩৫৪ ॥ 16.9.53

কী তাগিদ! সকলে শেষমুহূর্ত পর্যন্ত সময় দিতে রাজী…ক্ষিতীশকে বলে যদি তেইশ বছর পুজোর পরে স্থগিত করা যায়.…

সন্ধ্যায় প্রাণতোষের[১] চিঠি…কেন লিখব না দু'পাতা লিখে দিলে সেটাই সে ছাপবে!

৩৫৫ ॥ 17.9.53

ক্ষিতীশ সরলভাবে সব খুলে জানাল…পূজার আগে তেইশ বছর…না বার হলে মুস্কিলে পড়বে…মনস্থির, কিছু গল্পও লিখব ক্ষিতীশের বইও বার করব…

সকালে কালাচাঁদ

রাত্রে মাথা গরম—

৩৫৬ ॥ 19.9.53

৫০৲ টাকায় বাঁধা রেখে গোষ্ঠের কাছে ১৭ মাসে সুদ গুনলাম ২৬৷৵০! ব্যাঙ্কের ম্যানেজার শুনে চটে গেছে—

[১৬.৯.৫৩-র হিসাবের সঙ্গে লেখা ছিল : 'ডলির কান ছাড়ানো—১৩৷৵০ সুদ!' ১৯.৯.৫৩ তারিখে : 'ডলি কান আরও সুদ ১২৷৷০ (মোট ২৬৷৵০)' অর্থাৎ কানের দুল বন্ধক দেওয়া হয়েছিল।]

৩৫৭ ॥ 22.9.53

স্বাধীনতায় 'সশস্ত্র প্রহরী'[১] এবং মধ্যবিত্তে 'বিষ'[২] দিলাম—লাজুকলতার শেষ ফর্মা[৩]

৩৫৮ ॥ 28.9.53

আজ খাদ্য অভিযান—

25.9.53 রাত্রে (।) রিডার্স কর্নারের লাজুকলতার সৌরেনকে কড়া চিঠি—লাজুকলতার শেষ ফর্মা কভার সই করলাম, টাকা কই? আজ সৌ বিকালে হঠাৎ এসে হাজির। রাগ করে নি—খুব বুদ্ধিমান—(সেকেলে?) পূজার আগে কিছু টাকা পাঠাবে—মানুষটা মানবতাপন্থী—

৩৫৯ ॥ 29.9.53

বিরাট খাদ্য অভিযান—কিছু আদায়—।৶০ সের চাল!

টুটু শিপ্রা স্কুলের মেয়েদের সঙ্গে exhibition—'শারদী'তে "ছোট একটি গল্প"[১]

প্রাণতোষকে চিঠি—কেন লিখলাম না লিখে রেখেছি, 'সাহিত্যের কানমলা'[২]। অনুরোধ করেছিল—লোক পাঠাচ্ছে না কেন?

গল্পভারতীর অগ্নিশুদ্ধির[৩] প্রুফ দেখে দিলাম—মজুরি পাঠায় নি[৪]

৩৬০ ॥ 30.9.53

আজ পূজা বোনাস খাদ্য ইত্যাদি দাবীতে সাধারণ হরতাল—কেবল ট্রামবাস বন্ধ—বরানগরে দোকান বাজার খোলা—

৩৬১ ॥ 1.10.53

মুখপত্রে 'রত্নাকর'[১] গল্পের প্রুফ নিতে অনিল কাঞ্জিলাল—সন্ধ্যার পর বসুমতীর লোক 'সাহিত্যের কানমলা'র[২] প্রুফ নিয়ে উপস্থিত—বর্জাইসে ছাপা বলে প্রুফ দেখলাম না—বকে দিলাম—দেখি কি হয়!

৩৬২ ॥ 2.10.53

'নর নারায়ণ' নাটক বেঙ্গল টেক্সটাইলের বাবুদের অভিনয়—ঠিক যেন যাত্রা!

৩৬৩ ॥ 3.10.53

থিয়েটার 'সাজাহান'—দেখাই হল না—'তেইশ বছর আগে পরে' প্রুফ প্রায় শেষ[১]...

৩৬৪ ॥ 4.10.53

তেইশ বছর সম্পূর্ণ[১] · ক্ষিতীশ বাকী চেক[২]...গল্পভারতী টাকা[৩]—

৩৬৫ ॥ 7.10.53.

অমর মুখো—ছেলের মুখেভাতের নিমন্ত্রণ জানাতে—

৩৬৬ ॥ 8.[10.53]

চেকো [চেকোশ্লোভাকিয়া] থেকে 'চিহ্ন' চুক্তিপত্র ফেরত—রেডিওতে ভোরে লারেলাপ্পা চণ্ডীপাঠ—

৩৬৭ ॥ 5.11.53

কালীপূজা

৩৬৮ ॥ 7.11.53

কালাচাঁদ—ভাইফোঁটা—

৩৬৯ ॥ 8.11.53
টুটুদের ভাইফোঁটা

৩৭০ ॥ 9.11.[53]
জোয়ার দেখতে ডলিরা দক্ষিণেশ্বর—

৩৭১ ॥ 11.11.53
ডলিরা টালায়—রত্নাকে নিয়ে ফিরল—
লাজুকলতা বই দিয়ে গেল :

৩৭২ ॥ 15.11.[53]
সকালে নীলরতন—কালিদাস—বিকালে রাঙাদি
[ডায়েরি ১৯৪৮/ক-এর লেখা এখানেই শেষ হল ।]

৩৭৩ ॥ 2.4.55
রামেশ্বরের মাষ্টাররা টুটুকে বাড়ী পৌছে দেবে, ছেলেরা খবর দিয়ে গেল টুটুকে discharge করে দিয়েছে।

২টা থেকে এই শরীর নিয়ে হাসপাতালে হাঁ করে বসে আছি—কোথায় রামেশ্বর স্কুলের মাষ্টার আর গাড়ী !

শেষে সন্ধ্যার সময় নিজেই গাড়ী ভাড়া করে টুটুকে নিয়ে এলাম।

হাসপাতালের সবাই ভিড় করে টুটুকে বিদায় দিয়ে—যত্ন করেছে।

[ডায়েরি ১৯৪৭। বর্তমান অংশ থেকে ৯.৪.৫৫ পর্যন্ত অংশ উল্লিখিত তারিখগুলির সংসার-খরচার হিসাবের সঙ্গে লেখা ।]

৩৭৪ ॥ 3.4.55
শিপ্রা খোকন টালায় থেকে গেল—ডলি ফিরে এল। টুবলু গেল না—ওদের 'ম্যাচ'
[ডায়েরি ১৯৪৭ ।]

৩৭৫ ॥ 4.4.55
ডলি টুবলু টালায়
ডলি রাত্রে আমার ও টুটুর জন্য পৈতার নিমন্ত্রণের সব নিয়ে একা—
[ডায়েরি ১৯৪৭ । অর্থ স্পষ্ট নয়, যথাযথ মুদ্রিত হল ।]

৩৭৬ ॥ 9.4.55
টুটুকে দেখতে স্কুলের ভাইস্ প্রেসিডেণ্ট অমরেন্দ্রবাবু, সন্দেশ নিয়ে !
[ডায়েরি ১৯৪৭ ।]

৩৭৭ ॥ ঐতিহাসিক—

১৬।৪।৫৬

সামান্য একটু মদ ছিল, শেষরাতে ঘুম ভেঙে উঠে খেলাম।

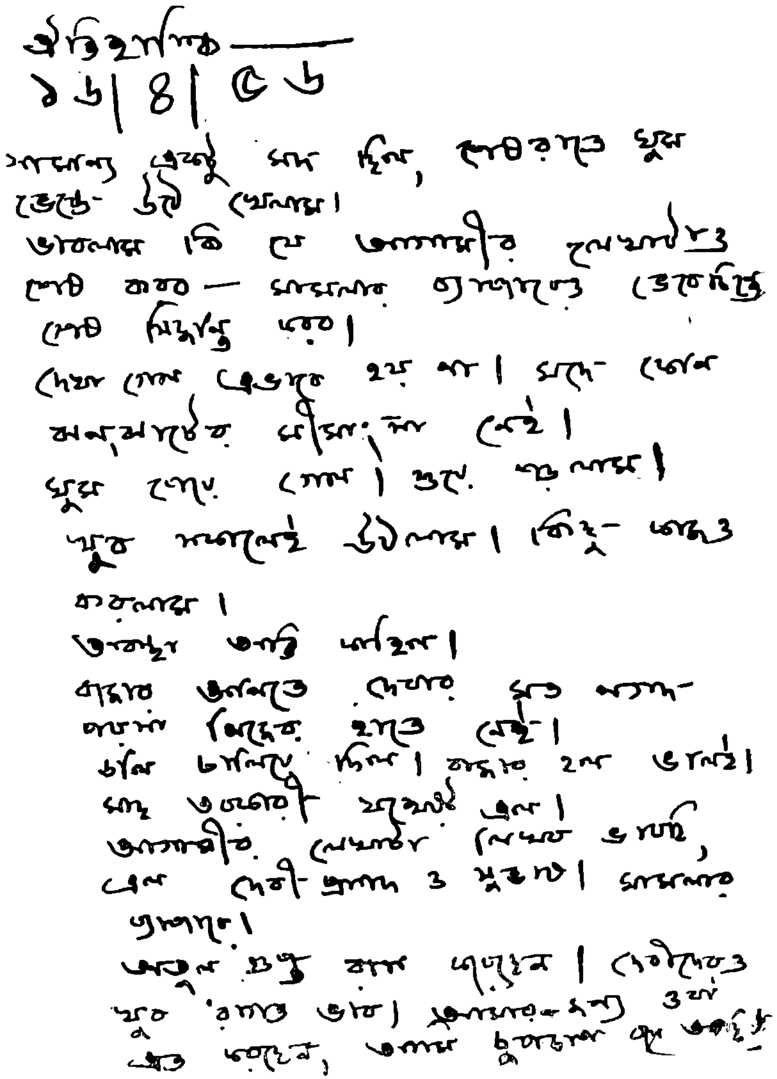
ঐতিহাসিক—
১৬।৪।৫৬
সামান্য একটু মদ ছিল, শেষরাতে ঘুম ভেঙে উঠে খেলাম।

ভাবলাম কি যে আগামীর লেখাটাও[1] শেষ করব—মামলার[2] ব্যাপারেও ভেবেচিন্তে শেষ সিদ্ধান্ত করব।

দেখা গেল এভাবে হয় না। মদে কোন ঝন্‌ঝাটের মীমাংসা নেই।

ঘুম পেয়ে গেল। শুয়ে পড়লাম।

খুব সকালেই উঠলাম। কিছু কাজও করলাম।

অবস্থা অতি কাহিল।

বাজার আনতে দেবার মত নগদ পয়সা নিজের হাতে নেই।

ডলি চালিয়ে দিল। বাজার হল ভালই। মাছ তরকারী যথেষ্ট এল।

আগামীর লেখাটা লিখব ভাবছি, এল দেবীপ্রসাদ ও সুভাষ। মামলার ব্যাপারে।

অতুল গুপ্ত রাগ করেছেন। দেবীদেরও খুব রাগত ভাব। আমার জন্য ওরা এত করছেন, আমি চুপচাপ বসে আছি।

অনুযোগ মেনে নিলাম।

উকিল প্রভৃতির সঙ্গে দেখা করে, মামলার তদ্বির করে, সম্ভব হলে উকিলকে নিয়ে সন্ধ্যার দিকে অতুলবাবুর বাড়ী যাব।

সারাদিন কী খাটুনি!

১০-১০৷৷০টায় বাবার পেনসন বিল ব্যাঙ্কে জমা দিয়ে এলাম।

বাড়ী ফিরে স্নান করে সামান্য কিছু খেয়েই রওনা দিলাম সহরে।

কিছু টাকা চাই। উকিল আর তার মুহুরি নইলে কিছুই করবে না।

ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েটেডের জিতেনবাবু সত্যই ভদ্রলোক। পাওনা আছে হিসাব করে একটা চেকও দিলেন, সামান্য কিছু নগদও দিলেন।

একটা ডাব খাওয়ালেন।

আরামে খেলাম। D-র চেয়ে অনেক ভাল। একটা ডাবে এক গ্লাস জল হয়। দাম তিন চার আনা। এক গ্লাস D-এর জন্য ২৷৷০৷৩৲ দিতে হয়।

শিয়ালদ' কোর্টে উকিল খুঁজে বার করতে প্রাণান্ত হল। শেষ পর্যন্ত হদিস পেলাম।

মামলার তারিখ পিছিয়ে দেবার জন্য মোটা টাকা দিতে হল।

তখন কোথায় যাই?

বালীগঞ্জে দাদার বাড়ীতে গেলাম। দাদা বৌদির সঙ্গে অনেকক্ষণ আলাপ আলোচনা হল।

তারপর অতুলবাবুর বাড়ী। অতুলবাবুর শরীরের অবস্থা বড়ই কাহিল। কিন্তু মানুষটা কাজ করছেন।

[ডায়েরি ১৯৫০। বর্তমান ডায়েরি-বইয়ের একমাত্র দিনলিপি, মুদ্রিত তারিখ ২৪-২৬ মে-র পৃষ্ঠায় লেখা। এর আগের বেশ কিছু পৃষ্ঠা জুড়ে, ১৯৪৩ থেকে ১৯৫৬-র বিভিন্ন বিক্ষিপ্ত তারিখ দিয়ে, লেখাবাবদ প্রাপ্ত টাকার হিসাব ও কিছু-কিছু চুক্তিপত্রের প্রাথমিক খসড়া। উল্লিখিত অংশ শেষ হবার পর একই দিনের খরচার হিসাব—বর্তমান ডায়েরি-বইয়ে তারপর আর-কিছু লেখা নেই।]

৩৭৮ ॥ ১৬.১১.৫৬

৪৷৫ দিন হল খাদ্য সম্পর্কে নতুন নীতি পালন করছি। লেখা না হোক, অস্বস্তি বোধ

করি, কলিক হোক—প্রচুর খাচ্ছি। সব কিছু—যে পরিমাণ চলছিল তার ৮।১০ গুণ! মনে হয় শরীর ক্ষয় করার ভুলটা সংশোধন করার সহজ সাধারণ উপায়টা খুঁজে পেলাম—না খেয়ে কি শরীর টেঁকে, এত বড় শরীর! আমার খাদ্যাতঙ্ক নিছক বিভ্রান্তি ছাড়া কিছু নয়। ক'দিনে টের পেয়েছি বেশী খেতে যে ভয় হত সেটা মানসিক। সাময়িক শারীরিক গোলমালের কটা দিন সাবধান থাকতে হবে। ফিটের উপক্রমের ভাব কয়েকদিন ছিল, সেটা কেটে যাবার পর বেশী খাওয়া সুরু করেছি।

এটা গুরুতর হিসাব। তাজা হবার এবং থাকার সময় যত পারি খাওয়ার কাজে লাগাতে হবে।

কী ভুলটাই করেছি! ওষুধ ডাক্তার হাসপাতাল হরলিকস্ গ্লুকোজ যেন আমাকে স্থায়ীভাবে সবল করতে পারবে এবং সেটা বজায় রাখতে পারবে। D যেন আমার দেহক্ষয়ের একমাত্র কারণ!

২ বার হাসপাতালে গিয়ে কয়েক সপ্তাহে স্বাস্থ্যের আশ্চর্য্য পরিবর্তনের প্রধান কারণ ছিল ভাল জিনিষ পেটভরে খাওয়া। বাড়ীতেও সেটা চলতে পারে অনায়াসে!

মার দয়াতে আমার প্রচেষ্টা নিশ্চয় সফল হবে।

[কোনো ডায়েরি-বইয়ের লেখা নয়—লেখকের পরিণত বয়সের একটি বৃহদায়তন কবিতার খাতায়, কবিতাংশ শেষ হবার পর কিছু সাদা পাতা ছেড়ে, মৃত্যুর মাত্র দিনকয়েক আগের কয়েকটি দিনের (১৬.১১.৫৬—২৮.১১.৫৬) সংসার-খরচার হিসাবের সঙ্গে তিনদিনের রোজনামচার প্রথম অংশ। বর্তমান অংশটিকে পেন্সিলের দাগ টেনে পৃথক ক'রে ঘিরে দিয়ে, ঠিক তার পাশে, একেবারে মাথার উপরে, একই তারিখের পরবর্তী লেখা। সুরুর কয়েকটি লাইন বর্জিত হয়েছে—লেখক তাঁর সেদিন সকালবেলার পেটের গণ্ডগোলের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ লিখেছিলেন।]

পকেটে।১০ ছিল, শিপ্রার থেকে।০ আনা ধার—বেঙ্গল পাব [পাবলিশার্স] থেকে ব্যাঙ্কে যখন গেলাম—পকেটে ৻১০

[ঠিক এর নিচেই নিম্ন তালিকা।]

আজ খেয়েছি—

4 A.M.

১ ঘিয়ে ভাজা রুটি (পিস)

১ মাছ আধবাটি ঝোল তরকারী,

১½ হাতা ডাল

১ হাতা আলু পেঁয়াজ ছেঁচকি

৪ পুঁচকে পেঁয়াজ

১ লেবু

২ সন্দেশ

6 A.M. ১ কাপ চা

7 A.M. ২॥০ হাতা দুধ+১ টোষ্ট

9 A.M. ১ কমলা লেবু
10 A.M ১ কাপ চা
১ চামচ গ্লুকোজ + ১ চামচ হরলিকস্
12 Noon ২॥০ হাতা ভাত
১ মাছ আধবাটি ঝোল তরকারী,
৩ হাতা ডাল
১ হাতা পাঁচমেশাল তর[কারী]
১ বেগুন ভাজা
৪।৫ চামচ দই
১ লেবু ১ কাঁচা লঙ্কা (এটা রোজ)

8 P.M. ১ টোষ্ট
১ মাছ ½ বাটি ঝোল তরকারী
১ হাতা ডাল
একটু ছেঁচকি
½ লেবু
D—ভোরে IV
শিয়ালদ' $2^1/_2$ P.M.—4 P.M. XV
সন্ধ্যায় V ১ সোডাজল
3 A.M. V
সিগ—ঘুমানো পর্য্যন্ত ৪ প্যাক
২টোয় উঠে ১ প্যাক
দুপুরে তামাক—১
বিড়ি—৩

৩৭৯ ॥ ২৩।১১।৫৬
ব্যাপার কি ?

৩৮০ ॥ 24।11।56
দুপুরে পেট ভরে খেয়েছি, স্নান না করেই।
খুব খাচ্ছি—৮।৯ দিন হল। দিব্যি সহ্য হচ্ছে! ঘিও খুব চলছে। আজ ভোর ৪টে নাগাদ ঘি দিয়ে ১ পিস রুটি সেকে বাসি মাছ তরকারী ভাজা দিয়ে পেট ভরে খেলাম—১১টায় মাছ ডাল তরকারী ইত্যাদি দি[য়ে] একপেট। ৩টায় বুক এম্পরিয়ামে ¾ চপ (বড় সাইজ)
॥০ সম্বল করে বেরোলাম। উল্টোরথে "প্রাণেশ্বর"[১] বাবদ ৬৫৲ (আগে ৩৫৲ পেয়েছি)

[মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শেষ দিনলিপি। কবিতার খাতায় এরপরও তিনি লিখেছেন পর-পর চার দিনের সংসার-খরচার হিসাব—শেষ হিসাবের তারিখ ২৮.১১.৫৬। ১৯৭৭-এর ডায়েরি-বইয়ে পাওয়া যায়, উক্ত হিসাবের পরেই লেখা ২৯.১১.৫৬ তারিখের হিসাব—পরবর্তী অংশে উদ্ধৃত হল।]

৩৮১ ॥ 29.11.56[১]

চা ৵.
চিনি ৶১০
হলুদ /৫
সঃ তেঃ ৸/০
/২৷৷০ চাল ১৷৷১০
/।/০ মুসুরি ৶৫
/।/০ মুগ ৶০
/।/০ বিউলি ৶১৫
/।/০ আটা ৵১০
মাছ ৸৵১০
২ লেবু /৫

পেঁয়াজ ৲১৫
বড়ি /১০
বিড়ি /.
সিগ ৵১০

[মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সংসার-খরচার শেষ হিসাব—যথাযথ মুদ্রিত হল।]

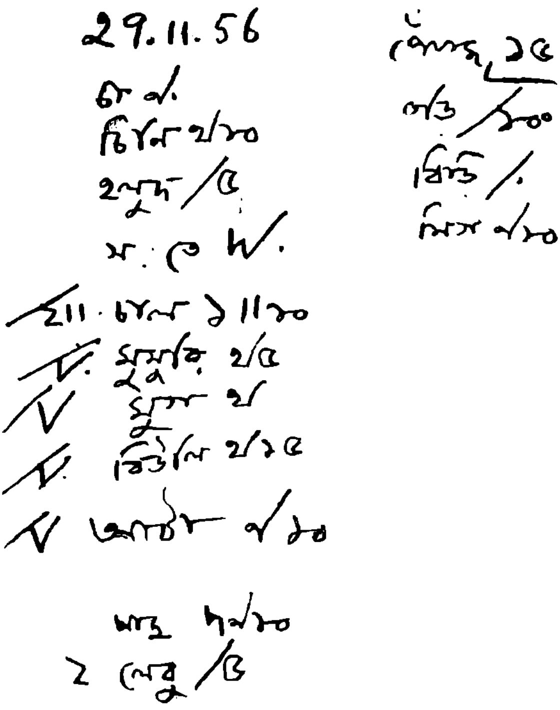

—

সংযোজন

[নিম্ন অংশটি 'পরিচয়'-পত্রিকার অগ্রহায়ণ ১৩৬৬-সংখ্যার শুরুতেই ছাপা হয়। কোনো শিরোনামা ছিল না, একেবারে শেষে লেখকের নাম—মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ; ঠিক তার পরের লাইনে—ডায়েরি থেকে। অংশটি 'পরিচয়ে'র পৃষ্ঠাক্রমের অন্তর্ভুক্ত নয় এবং পত্রিকার সূচীপত্রে অংশটির উল্লেখ নেই। 'পরিচয়ে'র তথ্য অনুযায়ী, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডায়েরিতেই অংশটি সংযোজিত হওয়া উচিত। কিন্তু লেখকের কোনো ডায়েরিতেই মুদ্রিত অংশের মূল রূপ আমরা খুঁজে না-পাওয়ায়, কোনোরূপ পারম্পর্য অনুযায়ী বর্তমান অংশটিকে গ্রথিত করা গেল না, সংযোজন হিসাবে ছেপে দেওয়া হল। হয়তো 'পরিচয়'-পত্রিকায় প্রকাশকালে মূল ডায়েরির লিখিত পৃষ্ঠাকেই 'প্রেস কপি' হিসাবে ব্যবহার করা হয়, বা এমনও হতে পারে, লেখকের কোনো ডায়েরির মধ্যে বিচ্ছিন্ন অবস্থাতেই পৃষ্ঠাটি পাওয়া যায়—যে-ভাবেই হোক না কেন, মূল পৃষ্ঠাটি শেষপর্যন্ত যথাস্থানে না-থাকায় 'পরিচয়ে'র মুদ্রিত পাঠই আমরা প্রামাণিক ব'লে ধরে নিচ্ছি।]

এত লিখি কিন্তু কারো খাতায় কিছু লিখে দিতে আমার ইতস্ততের সীমা থাকে না। অগত্যা কোন উপায় নেই বলে পাছে চলতি কোন সস্তা অথচ সুন্দর সত্যরূপী অসারতাকে তুলে ধরি—নিজের সঙ্গে প্রতারণা করি। আত্মপ্রতারণাকেই আমি এড়িয়ে চলতে চেয়েছি চিরকাল—আত্মীয়বন্ধু কারো খাতিরে কোনদিন আপোস করি নি।

অথচ আমার কাছে যা সত্য খাতায় তা লিখে দিলে হয়তো মনে হবে—দুটো ভাল কথা লিখতে বললাম, লোকটা কী লিখেছে! মুস্কিল এইখানে। ছাপানোর জন্য লিখতে এ ভাবনা নেই—যার পছন্দ হবে না, প'ড়ো না!

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়
ডায়েরি থেকে

—

নির্দেশপঞ্জি

লেখকের অতিনিকট আত্মীয়-স্বজন, বিভিন্ন ডায়েরি-বইয়ে
যাঁরা একাধিকবার উল্লিখিত হয়েছেন

বাবা	স্বর্গত হরিহর বন্দ্যোপাধ্যায়
দাদা	স্বর্গত সুধাংশুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
মেজদা	ডাঃ সন্তোষকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
হিমাংশু	সেজদাদা শ্রীহিমাংশুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
নালু	লেখকের পরবর্তী ভ্রাতা শ্রীসুবোধকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
গুপু	কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীঅমরকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
ডলি	লেখকের স্ত্রী, শ্রীযুক্তা কমলা বন্দ্যোপাধ্যায়
টুটু	জ্যেষ্ঠা কন্যা, শ্রীমতী শান্তা ভট্টাচার্য
খোকন	জ্যেষ্ঠ পুত্র, শ্রীপ্রশান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়
শিপ্রা	কনিষ্ঠা কন্যা, শ্রীমতী শিপ্রা চক্রবর্তী
টুবলু	কনিষ্ঠ পুত্র, শ্রীসুকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়

—

১/১ লেখকের ডায়েরি ও খাতাপত্রে এমন অনেক গল্প বা উপন্যাসের 'প্লট' লেখা আছে যা শেষপর্যন্ত 'প্লট' হিসাবেই থেকে যায় ; বর্তমান 'প্লট'টিও তা-ই। প্রাসঙ্গিক কোনো তথ্য জানানোর প্রয়োজন ছাড়া, এ-জাতীয় প্রতিটি 'প্লট'-সম্পর্কে নির্দেশপঞ্জির পরবর্তী অংশে পৃথকভাবে কিছু বলা হল না। যে-ক্ষেত্রে বিশেষ কোনো 'প্লটে'র সূত্র ধ'রে সম্পূর্ণ কোনো রচনাকে চিনে নেওয়া সম্ভব, একমাত্র সে-ক্ষেত্রেই প্রয়োজনীয় তথ্যাদি যথাস্থানে জানানো হয়েছে।

২ কিশোরদের জন্য লেখা লেখকের একমাত্র সম্পূর্ণ উপন্যাস 'মাঝির ছেলে', লেখকের মৃত্যুর পর প্রথম গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় (৭ অগ্রহায়ণ ১৮৮১ শকাব্দ। ১৯৬০)। অপর দু'টি কিশোর-উপন্যাস, 'মশাল' ও 'মাটির কাছে কিশোর কবি', সাময়িক-পত্রিকায় অসম্পূর্ণ থাকে। বর্তমান 'ছেলেদের উপন্যাসের প্লট' প্রাথমিক পরিকল্পনার স্তরেই থেকে যায়।

২/১ 'তোমরা সবাই ভালো'—লেখকের অষ্টম গল্পগ্রন্থ 'হলুদপোড়া'র (জ্যৈষ্ঠ ১৩৫২। ১৯৪৫) তৃতীয় গল্প। ডায়েরি ১৯৫০-এর একটি তালিকায় গল্পটির প্রথম প্রকাশ-

সম্পর্কে লেখা আছে : সঞ্চয়ন (মাঘ ?) ১৩৫১। আলোচ্য গল্পটিকে 'ছেলেদের উপন্যাসের প্লট' হিসাবে ব্যবহার করার পরিকল্পনাও শেষপর্যন্ত পরিণতি পায় নি।

৪/১ 'বেড়া'—বঙ্গাব্দ ১৩৫২ শারদীয় 'কৃষক'-পত্রিকায় প্রকাশিত এবং লেখকের নবম গল্পগ্রন্থ 'আজ কাল পরশুর গল্প'র অন্তর্ভুক্ত। 'আজ কাল পরশুর গল্প' : প্রথম প্রকাশ এপ্রিল-মে ১৯৪৬। সংকেত ভবন, কলকাতা।

২ নির্দেশপঙ্ক্তি ৫/১ দ্রষ্টব্য।

৩ নির্দেশপঙ্ক্তি ৫/২ দ্রষ্টব্য।

৫/১ লেখকের বিভিন্ন ডায়েরি ও খাতায় ছড়ানো লেখাবাবদ প্রাপ্ত টাকার হিসাবপত্রে দেখা যায়, ১৯৪৩-৪৫ এবং ১৯৪৭-৪৮ সালের নানা সময়ে কলকাতা বেতার কেন্দ্র থেকে গল্পপাঠ ও ভাষণদানে লেখক অংশ নেন। এ-বিষয়ে সমস্ত বিক্ষিপ্ত 'নোট' একত্রিত ক'রে, প্রাপ্ত টাকার অংক-সহ নিম্নে উদ্ধৃত হল :

1943	
Sept. 13 Radio Talk 'David Copperfield'	20-0-0
16 „ Talk 'Bankim through modern eyes'	25-0-0
Oct. Radio…'চাওয়ার শেষ নেই'	25/-
„ 'মেজাজের গল্প'	10/-
Nov. Radio…Series…	75/-
Dec. Radio	70/-
1944	
Feb. [March ?] Radio (পালাই! পালাই!)	20/-
July Radio	50/-
1945	
3. 11. 45 From Radio	
'Composers of Bengal'	
royalty for 5.10	25/-
9.11. Radio for Nov. 2+Nov. 9	100/-
for royalty 19.10	25/-
1.12. Radio : সঙ্গীতকার : Nov.	100/-
14.12. Radio : সঙ্গীতকার 7th & 14th	100/-
16.12. Radio : 'সাহিত্যে যুদ্ধের প্রভাব'	25/-
28.12. From Radio for সঙ্গীতকার	100/-
1947	
8.4. Radio গল্প পাঠের জন্য	30/-

6.9. Radio 'ভালবাসা' গল্পের জন্য 30/-
20.12. রেডিও থেকে 30/-
(কি পড়ার জন্য ?)
1948
26.2 Radio 30/-

উপরোক্ত অনুষ্ঠানগুলি ছাড়াও, ১৯৪৫ সালে কলকাতা বেতার কেন্দ্র-কর্তৃক আয়োজিত কয়েকজন বাঙালী লেখকের 'আমার গল্প-লেখা' পর্যায়ের বেতার-ভাষণের অন্যতম ভাষণ হিসাবে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রথম গল্প লেখার গল্প প্রচারিত হয় ১২ মে ১৯৪৫। এই ভাষণটি মুদ্রিত আকারে প্রথম প্রকাশিত হয় শ্রীজ্যোতিপ্রসাদ বসু-সম্পাদিত 'গল্প লেখার গল্প'-নামক সংকলনগ্রন্থে (শ্রাবণ ১৩৫৩)। লেখকের মৃত্যুর পর প্রকাশিত তাঁর একমাত্র প্রবন্ধগ্রন্থ 'লেখকের কথা'য় (সেপ্টেম্বর ১৯৫৭) রচনাটি পরবর্তীকালে সংকলিত হয়। লেখকের খাতাপত্রে ১৯৪৫-এর বেতার-অনুষ্ঠান বাবদ প্রাপ্ত টাকার হিসাবে 'গল্প লেখার গল্প'র উল্লেখ নেই, এবং উল্লিখিত সময়কালের আগে-পরে-মাঝখানে আরো-কিছু বেতার-অনুষ্ঠান একইভাবে বাদ পড়ে যাওয়া অসম্ভব নয়।

২ 'Composers of Bengal'—১৯৪৫ সালের অক্টোবর—ডিসেম্বরের বিভিন্ন দিনে প্রচারিত উক্ত পর্যায়ের বেতার-ভাষণের 'নোট্‌স্‌'। আঠারো-উনিশ শতকীয় বাঙালী সংগীতকার-সম্পর্কে এই 'নোট্‌স্‌', বলা চলে, এ-বিষয়ে লেখকের এক ছোটখাটো গবেষণার অতিসংক্ষিপ্ত প্রাথমিক খসড়া—একই সঙ্গে, লেখক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়-সম্পর্কে অজ্ঞাতপূর্ব তথ্যের এক মূল্যবান দলিল।

ক্রমিক সংখ্যা দিয়ে লেখা আলোচ্য খসড়ায় ১—১২ সংখ্যক অংশ পর্যন্ত কোনো তারিখ নেই। ১৩ সংখ্যক অংশের পাশে লেখা প্রথম তারিখ ২৬.১০.৪৫। কিন্তু নির্দেশপঞ্জি ৫/১-এর তালিকায় দেখা যায়, ৫ অক্টোবর ও ১৯ অক্টোবর—এই দু'দিনের ভাষণ-বাবদ প্রাপ্ত টাকার উল্লেখ আছে। বর্তমান খসড়ার ১—১২ সংখ্যক অংশ সম্ভবত ঐ দু'দিনে প্রচারিত হয়। অপরপক্ষে, ২৬.১০.৪৫ তারিখের ভাষণ-বাবদ কোনো টাকার উল্লেখ পূর্বোক্ত তালিকায় নেই। বর্তমান খসড়ার ১৬,২৩ ও ৩০ নভেম্বরের ভাষণ-বাবদ মোট টাকার অংক, মনে হয়, পূর্বোক্ত তালিকায় ১.১২.৪৫-এর তারিখ দিয়ে লেখা হয়েছে। একইভাবে, পূর্বোক্ত তালিকায় ২৮.১২.৪৫ তারিখের টাকার অংক নিশ্চয় বর্তমান খসড়ার ২১.১২.৪৫ ও ২৮.১২.৪৫—এই দু'দিনের ভাষণ-বাবদ মোট প্রাপ্তি।

৬/১ নির্দেশপঞ্জি ৫/১ দ্রষ্টব্য।

৮/১ 'ডাক্তারবাবু'—পরিবর্তিত নামে পরিণত রূপ 'পেশা' : লেখকের অষ্টাদশ-সংখ্যক উপন্যাস। প্রথম প্রকাশ ১৯৫১, বঙ্গাব্দ ১৩৫৮। ডি. এম. লাইব্রেরি, কলকাতা।

'ডাক্তারবাবু' 'পেশা'য় পরিণত হবার আগে লেখক তার নাম ভেবেছিলেন : 'নবীন চিকিৎসক'। এ-বিষয়ে ডায়েরি ১৯৫০-এ লেখকের নোট :

20.7 51 D. M. Library নবীন চিকিৎসক (পরে নাম বদল—"পেশা") উপন্যাস বাবদ অগ্রিম চেক 400/—(20%)।

লেখকের অন্যান্য নোট থেকে জানা যায়, 'নতুন জীবন'-পত্রিকায় 'ডাক্তারবাবু'র ধারাবাহিক প্রকাশ শুরু হয়। এ-সম্পর্কে একটি খাতায় লেখা প্রথম নোট :

ডাক্তারবাবু (উপন্যাস) ১৩৫২ কার্ত্তিক থেকে 'নতুন জীবনে' আরম্ভ। অগ্রিম পারিশ্রমিক 18 11.45—10/-। প্রতি পৃষ্ঠা ৫৲ টাকা।

ডায়েরি ১৯৫০-এ পরবর্তী নোট :

12.4.46 নতুন জীবনের ডাক্তারবাবুর জন্য advance 25/—

আর কোনো নোট নেই, এবং উপন্যাসটি 'নতুন জীবন'-এ সম্পূর্ণ হয়েছিল কি না আমাদের জানা নেই।

১০/১ পরিণত রূপ : 'ছিনিয়ে খায় নি কেন'—লেখকের একাদশ-সংখ্যক গল্পগ্রন্থ 'খতিয়ান'-এর অন্তর্ভুক্ত। 'খতিয়ান' : প্রথম প্রকাশ ১৯৪৭। ১৩৫৪। ভারতী ভবন। আলোচ্য অংশের মার্জিনে লেখা লেখকের নিজস্ব নোট থেকে জানা যায়, 'পূর্ণিমা'-নামক কোনো সাময়িকপত্রে গল্পটি প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল। সময়কালের উল্লেখ নেই—সূত্র হিসাবে, ডায়েরি ১৯৫০-এ, লেখাবাবদ প্রাপ্ত টাকার হিসাব থেকে নিম্ন তথ্য উদ্ধৃত হল :

12.11.46 পূর্ণিমা 'ছিনিয়ে খায় নি কেন ?' 50/—

২ পরিণত রূপ : 'ছাঁটাই রহস্য'—'খতিয়ান'-এর অন্তর্ভুক্ত। অংশটির মার্জিনে লেখকের নোট : 'রূপান্তরে' প্রকাশিত। প্রকাশকাল নেই। ডায়েরি ১৯৫০ থেকে প্রাসঙ্গিক সূত্র :

27.5.46 From Tarafdar for 'ছাঁটাই রহস্য' 50/—

১১/১ নির্দেশপঙ্‌ক্তি ১০/১ দ্রষ্টব্য।

১৪/১ P. W. A —Progressive Writers' Association.

১৯৩৬-এর লক্ষ্ণৌ কংগ্রেসের সময়, প্রধানত কমিউনিস্ট লেখক ও বুদ্ধিজীবীদের উদ্যোগে, নিখিল ভারত প্রগতি লেখক সংঘের প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় মুন্সী প্রেমচন্দ-এর সভাপতিত্বে—১০ এপ্রিল ১৯৩৬-এর এই অধিবেশন থেকেই সর্বভারতীয় সংগঠন হিসাবে উক্ত সংস্থার প্রতিষ্ঠা ঘটে। নিখিল ভারত প্রগতি লেখক সংঘের দ্বিতীয় সারা ভারত সম্মেলন তথা প্রথম কলকাতা অধিবেশন হয় ১৯৩৮-এর ২৪ ও ২৫ ডিসেম্বর—ভবানীপুর 'আশুতোষ মেমোরিয়াল হল'-এ অনুষ্ঠিত এই অধিবেশন উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ লিখিত ভাষণ পাঠান ; ২৫ ডিসেম্বর ১৯৩৮-এর আনন্দবাজার পত্রিকায় তা প্রকাশিত হয়। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ছিলেন ডঃ নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত। সভাপতিমণ্ডলীর সদস্যবৃন্দ : মুলুকরাজ আনন্দ, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বুদ্ধদেব বসু, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় ও পণ্ডিত সুদর্শন। বাঙালী লেখকদের মধ্যে সম্মেলনের বক্তা ছিলেন, সভাপতিমণ্ডলীর

সদস্যরা ছাড়াও, হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, সমর সেন প্রমুখ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়, ৮ মার্চ ১৯৪২ তারিখে ঢাকায় গুপ্তঘাতকের হাতে তরুণ লেখক সোমেন চন্দের মৃত্যুকে কেন্দ্র ক'রে, ২৮ মার্চ ১৯৪২, স্বর্গত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে আহূত এক প্রকাশ্য সভায়, সর্বভারতীয় সংঘের বাংলা শাখার নূতন নামকরণ হয় 'ফ্যাসিস্ট-বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ'। এই সভা থেকেই গঠিত হয় বাংলা শাখার এক নূতন সংগঠন সমিতি—সদস্যবৃন্দ: অতুলচন্দ্র গুপ্ত (সভাপতি), গোপাল হালদার, সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী, এবং বিষ্ণু দে ও সুভাষ মুখোপাধ্যায় (যুগ্মসম্পাদক)। ফ্যাসিস্ট-বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘের প্রথম সম্মেলন হয় ১৯৪২-এর ১৯ ও ২০ ডিসেম্বর, ইউনিভার্সিটি ইনস্টিট্যুট-এর লাইব্রেরি কক্ষে। সভাপতি ছিলেন তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়; সভাপতিমণ্ডলীর সদস্যবৃন্দ: যামিনী রায় (অনুপস্থিত থাকায়, বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়), আবু সয়ীদ আইয়ুব, হবিবুল্লা বাহার ও বুদ্ধদেব বসু। ১৫—১৭ জানুয়ারি ১৯৪৪-এর দ্বিতীয় বার্ষিক সম্মেলনে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়; সভাপতিমণ্ডলীর সভাপতি প্রেমেন্দ্র মিত্র; অপরাপর সদস্য: মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, অতুল বসু, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, আবুল মনসুর আহমেদ, গোপাল হালদার ও শচীন দেববর্মন। যুদ্ধান্তে, ৩—৮ মার্চ ১৯৪৫-এর তৃতীয় বার্ষিক সম্মেলনে, সর্বভারতীয় সংস্থার সঙ্গে সংগতি রেখে পুনরায় বাংলা শাখার নাম হয় 'প্রগতি লেখক সংঘ'। এবারের সভাপতি শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়; সভাপতিমণ্ডলীর সদস্যবৃন্দ: তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রভাবতী দেবী সরস্বতী প্রমুখ। এই সম্মেলনে পরবর্তী বছরের যুগ্মসম্পাদক নির্বাচিত হন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ও স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে প্রগতি লেখক সংঘের যোগাযোগ ও সম্পর্কের ইতিহাস খুবই কৌতূহলোদ্দীপক। উল্লেখযোগ্য এই যে, বাংলাদেশের প্রগতি লেখক আন্দোলনের জন্মকালের আগেই বাঙালী লেখকদের মধ্যে যাঁরা প্রখ্যাতনামা, তাঁদের প্রায় সকলেই সংঘের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসেন ১৯৩৮-এর প্রথম কলকাতা অধিবেশনের সময়কালে। অপরপক্ষে, ১৯৪৫-এর তৃতীয় বার্ষিক সম্মেলনের পর থেকে তাঁদের সকলের সঙ্গেই লেখক সংঘের সম্পর্ক একে-একে ছিন্ন হয়। উভয়ক্ষেত্রেই ব্যতিক্রম একমাত্র মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। ১৯৩৮-এর প্রথম কলকাতা অধিবেশনে তিনি লক্ষণীয়ভাবে অনুপস্থিত, যদিও ১৯৩৬-এ প্রকাশিত 'পুতুলনাচের ইতিকথা' ও 'পদ্মানদীর মাঝি'-র লেখক তখন সমস্ত অর্থেই প্রতিষ্ঠিত। এর আগে, ১৯৩৭-এ প্রকাশিত সংঘের প্রথম সাহিত্য-সংকলন 'প্রগতি'তে তাঁর একটি গল্প অবশ্য ছাপা হয়, কিন্তু এমন কয়েকজন লেখকের লেখাও উক্ত সংকলনে ছাপা হয় যাঁরা পরবর্তীকালে সংঘের কাছাকাছি আসেন নি। অন্তত সাংগঠনিকভাবে, ১৯৪৪-এর আগে পর্যন্ত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে লেখক সংঘের সক্রিয় সম্পর্কের প্রমাণ নেই, যদিও আরো কিছু আগেকার যোগাযোগ-সম্পর্কে, পরস্পর-বিরোধী কিছু তথ্যের সন্ধান পাওয়া যায়। যেমন:

১. ১৫ নভেম্বর ১৯৪২-এর *People's War* পত্রিকায় প্রকাশিত এবং Indo-GDR Friendship Society-র একটি সংকলনে পুনর্মুদ্রিত (১৯৬৯), শ্রীহীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের একটি বিবরণীতে দেখা যায়, ২৮ মার্চ ১৯৪২-এর সংগঠন-সমিতিতে অন্যান্যদের সঙ্গে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়েরও নামের উল্লেখ আছে। কিন্তু ফ্যাসিস্ট-বিরোধী লেখক সংঘ-কর্তৃক প্রকাশিত বুদ্ধদেব বসু-র একটি পুস্তিকা, 'সভ্যতা ও ফ্যাসিজম'-এর 'বিজ্ঞাপনী'তে, উল্লিখিত সংগঠন-সমিতির তালিকায়, এমনকি সংঘের 'পৃষ্ঠপোষক ও শুভানুধ্যায়ী'দের একটি দীর্ঘতর তালিকাতেও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম নেই।

২. 'মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ও প্রগতি লেখক আন্দোলন'-নামক একটি রচনায় শ্রীচিন্মোহন সেহানবীশ জানাচ্ছেন যে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় 'আনুষ্ঠানিকভাবে আমাদের ফ্যাসিস্তবিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘে যোগ দেন ১৯৪৩ সালের গোড়ায়।' ('পরিচয়', মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় স্মৃতি সংখ্যা, পৌষ ১৩৬৩।)

সে যাই হোক, যে-কথা নিঃসংশয়ে বলা চলে, এ-দেশের প্রধান লেখকদের মধ্যে, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে প্রগতি লেখক সংঘের যোগাযোগ ঘটে অপেক্ষাকৃত পরে, কিন্তু একমাত্র তাঁরই সঙ্গে এই যোগাযোগ সংঘের অন্তিমকাল পর্যন্ত অবিচ্ছিন্ন থাকে। ১৯৪৫-এর তৃতীয় সম্মেলনের পর থেকে সংঘের ভিতরে ও বাইরে শিল্পসাহিত্য-রাজনীতির নানাবিধ প্রশ্ন ক্রমেই প্রখর হয়ে ওঠে এবং সংঘের সম্মেলন তিন বছর স্থগিত থাকার পর, এপ্রিল ১৯৪৯-এ, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয় চতুর্থ বার্ষিক সম্মেলন—পূর্বতন সমিতির অন্যতম যুগ্মসম্পাদক হিসাবে তিনিই এই সম্মেলনে সম্পাদকের রিপোর্ট পেশ করেন (নির্দেশপঞ্জি ৮৩/১ দ্রষ্টব্য)। ইতিমধ্যে অক্টোবর ১৯৪৮-এ প্রকাশিত হয় প্রথম সংখ্যা 'মার্কসবাদী' প্রবন্ধ-সংকলনের প্রগতিসাহিত্য-বিষয়ক আলোচনা এবং 'মার্কসবাদী' পঞ্চম সংকলনে (সেপ্টেম্বর ১৯৪৯) প্রকাশিত রবীন্দ্র গুপ্তের 'বাংলা প্রগতি সাহিত্যের আত্মসমালোচনা'-নামক প্রসিদ্ধ রচনাকে কেন্দ্র ক'রে শুরু হয় এক দীর্ঘ বিতর্ক—যে-বিতর্কের জের 'পরিচয়', 'নতুন সাহিত্য' ও আরো কিছু পত্রিকায় বহুদূর গড়ায় (প্রসঙ্গত দ্রষ্টব্য নির্দেশপঞ্জি ১২৮/২)। ১৯৫৩-র ১১—১৫ এপ্রিল, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বেই অনুষ্ঠিত হয় সংঘের পঞ্চম বা শেষ বার্ষিক সম্মেলন।

এ-দেশের প্রগতি লেখক আন্দোলন ও এই আন্দোলনের সঙ্গে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পর্কের উল্লিখিত বিবরণ, বলা বাহুল্য, অতিসংক্ষিপ্ত সাংগঠনিক বিবরণ হিসাবেও যথেষ্ট নয়। উপরন্তু, ১৯৩৬—১৯৫৩, মোটামুটি আঠারো বছর সময় জুড়ে সংঘের বিস্তৃত কার্যাবলী, আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন লেখকের তৎকালীন রচনা, এবং এই সব-কিছুর সঙ্গে জড়িত নানাবিধ তত্ত্বগত প্রশ্ন ও বিতর্কের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস সংগৃহীত না-হওয়া পর্যন্ত, সমগ্র প্রগতি লেখক আন্দোলনের চেহারা ও চরিত্র, এবং মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখক-জীবনের এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়, স্পষ্ট হবে না।

২ 'Chen Han Seng'—সঠিক ইংরেজি বানানে, Chen Han-Tseng.

শ্রীচিন্মোহন সেহানবীশ, তাঁর '৪৬ নং'-নামক পুস্তিকায় (নভেম্বর ১৯৭০) এবং '*No. 46*'-নামে তারই ভাষান্তরে, জানিয়েছেন যে, অধ্যাপক চেন হান-সেং ছিলেন *China Reconstructs*-পত্রিকার সম্পাদকমণ্ডলীর সহ-সভাপতি, এবং সংঘের বৈঠকে তাঁর আলোচনার বিষয় ছিল 'লু-স্যুন ও আধুনিক চীনা সাহিত্য'।

১৬/১ 'রাসের মেলা'—গল্পটি 'পরিচয়'-পত্রিকায় প্রকাশিত হয় নি। প্রথম প্রকাশ : 'পূর্ব্বাশা' নবম বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা শ্রাবণ ১৩৫৩। ডায়েরি ১৯৫০ থেকে প্রাসঙ্গিক তথ্য :

5.7.46 পূর্ব্বাশা 'রাসের মেলা' 50/-

গল্পটি লেখকের দশম গল্পগ্রন্থ 'পরিস্থিতি'র অন্তর্ভুক্ত। 'পরিস্থিতি' : প্রথম প্রকাশ অক্টোবর ১৯৪৬। আশ্বিন ১৩৫৩। অগ্রণী বুক ক্লাব, কলকাতা।

প্রসঙ্গত, 'পরিস্থিতি' গ্রন্থটি 'রাসের মেলা' নামে প্রকাশিত হবে ব'লে প্রথমে স্থির হয়—প্রকাশকের সঙ্গে এই নামেই চুক্তি হয়েছিল। এ-বিষয়ে চুক্তিপত্রের কপিতে লেখকের নোট :

বই-এর নাম পরে পরিস্থিতি করা হয়—কোন লিখিত কিছু নেই।

২ ৩নং অনুচ্ছেদের মার্জিনে লেখা লেখকের নিজস্ব নোট থেকে জানা যায়, আলোচ্য 'প্লট'টির পরিণত রূপ 'চক্রান্ত'-নামক গল্প। বর্তমান খসড়ার সঙ্গে প্রকাশিত গল্পটির সাদৃশ্য সামান্যই—প্রায় মেলানোই যায় না। ডায়েরি ১৯৫০-এর তথ্য :

27.5.46 From Naren Deb for 'চক্রান্ত' 100/-

'খতিয়ান'-গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত। স্বর্গত নরেন্দ্র দেব-কর্তৃক সম্পাদিত 'কথা-শিল্প'-নামক গল্পসংকলনে প্রথম প্রকাশিত হয়।

১৭/১ লেখকের বর্তমান পরিকল্পনা শেষপর্যন্ত রূপ নেয় নি, যদিও দুর্ভিক্ষের সময় নিয়ে অনেকগুলি গল্প তিনি লেখেন। বেশির ভাগ গল্পই 'আজ কাল পরশুর গল্প'-গ্রন্থের (এপ্রিল-মে ১৯৪৬) অন্তর্ভুক্ত; 'পরিস্থিতি' (অক্টোবর ১৯৪৬) ও 'খতিয়ান' (১৯৪৭)—এই দু'টি গল্পগ্রন্থেও কিছু গল্প স্থান পায়। দুর্ভিক্ষের পটভূমিকায় লেখা একটি উল্লেখযোগ্য গল্প, 'কে বাঁচায়, কে বাঁচে', শ্রীপরিমল গোস্বামী-সম্পাদিত 'মহামন্বন্তর'-নামক সংকলনের (মার্চ ১৯৪৪) অন্তর্ভুক্ত হয়, কিন্তু লেখকের জীবিত-কালে, তাঁর নিজস্ব কোনো গল্পগ্রন্থে গল্পটি সংকলিত হয় নি। গল্পটি বর্তমানে লেখকের 'শ্রেষ্ঠগল্প'র অন্তর্ভুক্ত (নূতন সম্পাদিত চতুর্থ সংস্করণ ১৩৭২)।

১৮/১ 'চিহ্ন'-প্রসঙ্গে গতবারের নির্দেশপঞ্জিতে জানানো হয়েছিল : 'মাসিক বসুমতী'-পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত। কিন্তু লেখকের একটি খাতা থেকে নিম্ন তথ্য দু'টি পাওয়া যায় :

চিহ্ন (উপন্যাস)
বসুমতী নববর্ষ সংখ্যায় (১৩৫৩) প্রকাশের জন্য : 350/-
চিহ্ন : উপন্যাস। ১৩৫৩ বসুমতী নববর্ষ সংখ্যায় প্রকাশিত—৩৫০৲

১৯/১ ৩নং অনুচ্ছেদের মার্জিনে লেখা ছিল : নরেনদাকে দিয়েছি। 'নরেনদা' সম্ভবত স্বর্গত নরেন্দ্র দেব, এবং অনুমান হয়, 'প্লট'টি পরিণত রূপে প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু পরিণত রচনাটি আমরা চিনে উঠতে পারি নি।

২২/১ গল্পটি 'খতিয়ান'-গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হবার সময় বর্তমান অংশ দু'টি শেষপর্যন্ত সংযোজিত হয় নি।

২৩/১ 'চালক'। 'খতিয়ান'-গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত। মার্জিনের নোট অনুসারে, 'দেশ'-পত্রিকায় প্রকাশিত। এ-বিষয়ে ডায়েরি ১৯৪৫ ও ডায়েরি ১৯৫০ থেকে যথাক্রমে দু'টি তথ্য :

'দেশ'-এর গল্প জুলাই-এর মধ্যে : "চালক"

৭৫৲ চেয়েছি : সাগরবাবু জানাবেন।

16.12.46 দেশ 'চালক' 50/-

২৪/১ বঙ্গাব্দ ১৩৫৪ 'শারদীয় বসুমতী'-পত্রিকায় প্রকাশিত লেখকের দীর্ঘতম কবিতা 'প্রথম কবিতার কাহিনী'র সম্ভবত আদিতম প্রাথমিক খসড়া। সমগ্র কবিতাটির রচনাকাল মোটামুটিভাবে ১৯৪৬-এর ডিসেম্বর থেকে ১৯৪৭-এর এপ্রিল-মে। লেখকের মৃত্যুর পর প্রকাশিত তাঁর একমাত্র কাব্যগ্রন্থ 'মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতা'য় (মে ১৯৭০) সম্পূর্ণ কবিতাটি সংকলিত হয়।

২৫/১ ২৫—২৮ সংখ্যক অংশ, ১৯৪৬-এর ১৬ অগাস্ট ও পরবর্তী কয়েকটি দিনের ঐতিহাসিক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বিবরণ। লেখক তখন টালিগঞ্জ, দিগম্বরীতলা-নিবাসী, পৈতৃকগৃহে একান্নবর্তী সংসারে বাস করেন।

২ ১৯৪৪ সালে লেখক তৎকালীন ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগদান করেন।

২৯/১ 'কাকাবাবু'—স্বর্গত মুজফ্ফর আহমেদ।

৩১/১ 'F'—Fit বা মৃগীরোগের আক্রমণ। বিভিন্ন ডায়েরি-বইয়ে এ-জাতীয় 'আক্রমণ' বা 'উপক্রমের' সংক্ষিপ্ত উল্লেখ ছাড়াও, মৃগীরোগ বা Epilepsy-র কারণ ও প্রকৃতি সম্পর্কে ইংরেজিতে লেখা লেখকের নিজস্ব অনুসন্ধান ও সিদ্ধান্ত তাঁর একাধিক খাতায় পাওয়া যায়।

৩২/১ 'প্রত্যহ'—অধুনালুপ্ত দৈনিক পত্রিকা ; প্রকাশকাল জুন ১৯৪৬ থেকে ১৯৪৮। অধ্যাপক কনক বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন উক্ত পত্রিকার রবিবাসরীয় বিভাগের সম্পাদক ; দু'টি বছরের পূজা সংখ্যারও তিনি সম্পাদনা করেন। লেখকের কোনো রচনা উক্ত পত্রিকায় শেষপর্যন্ত প্রকাশিত হয় নি।

২ লেখকের বড় শ্যালক শ্রীভূপেন্দ্রচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

৩ লেখকের ছোট শ্যালিকা শ্রীমতী আরতি মুখোপাধ্যায়।

৪ 'গলায় দড়ির কেন'—লেখকের জীবিতকালে তাঁর কোনো গল্পগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয় নি। নভেম্বর ১৯৫৭-য় প্রকাশিত 'মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্পসংগ্রহে' প্রথম সংকলিত হয়, প্রকাশক ন্যাশনাল বুক এজেন্সি।

৫ মূল গল্প : ‘সিঁড়ি’—লেখকের তৃতীয় গল্পগ্রন্থ ‘মিহি ও মোটা কাহিনী’র (১৯৩৮) অন্তর্ভুক্ত। গল্পটির একাধিক ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে। শ্রীদেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় প্রকাশিত লেখকের এগারোটি গল্পের অনুবাদ-সংকলন *Primeval And Other Stories* (1958)-গ্রন্থে আলোচ্য গল্পটির অনুবাদক শ্রীসমর সেন।

৬ লেখকের কোনো গল্পগ্রন্থ, সংকলন বা অগ্রথিত গল্পের স্ব-কৃত তালিকায় এই নামে কোনো গল্পের সন্ধান পাওয়া যায় নি।

৭ শ্রীমণীন্দ্র রায়-সম্পাদিত সাহিত্যপত্রিকা ‘সীমান্ত’।

৮ ‘বর্তমান’—স্বর্গত কথাসাহিত্যিক সরোজকুমার রায়চৌধুরী-সম্পাদিত অধুনালুপ্ত সাহিত্যমাসিক।

৯ ‘দীপায়ন’-পত্রিকায় প্রকাশিত ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রবন্ধ ‘মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্প’। ‘মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস’-নামে ডক্টর বন্দ্যোপাধ্যায়ের অপর একটি প্রবন্ধ ১৩৫২-র শারদীয় ‘সোনার বাংলা’য় প্রকাশিত হয়।

১০ উল্লিখিত কাগজটি ‘সাহিত্যপত্র’—ত্রৈমাসিক পত্রিকা হিসাবে প্রথম সংখ্যার প্রকাশকাল শ্রাবণ ১৩৫৫, সম্পাদক শ্রীচঞ্চলকুমার চট্টোপাধ্যায়। পরবর্তীকালে বহুবার পত্রিকাটির সম্পাদক বদল হয়। পত্রিকাটির প্রকাশ ও পরিকল্পনার সঙ্গে শ্রীবিষ্ণু দে প্রথমাবধি প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত ছিলেন, আনুষ্ঠানিক সম্পাদনা যদিও কোনো সময়ে করেন নি। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কোনো লেখা উক্ত পত্রিকায় শেষপর্যন্ত প্রকাশিত হয় নি।

১১ উল্লিখিত ‘অভিযোগ’ এবং লেখকের উত্তর—দুটোর কোনোটারই বিস্তারিত বিবরণ আমাদের জানা নেই। প্রসঙ্গত শুধু বলা চলে, তৎকালীন ‘পরিচয়ে’র সঙ্গে শ্রীবিষ্ণু দে এবং ‘সাহিত্যপত্রে’র অন্যান্য উদ্যোক্তাদের নানাবিধ মতবিরোধকে কেন্দ্র করেই ‘সাহিত্যপত্র’ জন্ম নেয়। বিষয়টি এদেশের প্রগতি লেখক আন্দোলনের এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট—প্রগতি লেখক আন্দোলন এবং আন্দোলনের প্রধান মুখপত্র ‘পরিচয়ে’র পরিচালকমণ্ডলীর সঙ্গে শ্রীবিষ্ণু দে সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন। উক্ত আন্দোলনের প্রাথমিক ইতিহাস পর্যন্ত এখনো লিখিত না হওয়ায়, পরবর্তী বিরোধ-সম্পর্কে সুনিশ্চিতভাবে কিছু বলা কঠিন। তবে বিভিন্ন সূত্রে যতটুকু জানা যায়, পৌষ ১৩৫৪-র ‘পরিচয়’-পত্রিকায় শ্রীহিরণকুমার সান্যাল-কর্তৃক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘হাঁসুলিবাঁকের উপকথা’র বিরুদ্ধ সমালোচনা প্রকাশিত হবার পর উল্লিখিত বিরোধ প্রকাশ্য রূপ নেয়—প্রতিবাদ হিসাবে শ্রীবিষ্ণু দে ‘পরিচয়’-পরিচালকমণ্ডলী থেকে পদত্যাগ করেন। তত্ত্বগত স্তরে হয়তো বিরোধের মূল ছিল আরো অনেক গভীরে। শিল্প-সাহিত্যে পার্টির নেতৃত্ব বা নিয়ন্ত্রণ থাকবে কি থাকবে না—এই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নে ফরাসী কমিউনিস্ট পার্টির একদাপ্রসিদ্ধ গারোদি-আরাগঁ বিতর্ক এ-দেশেও পৌঁছায়—এই বিতর্ককে কেন্দ্র ক'রে এ-দেশের প্রগতি লেখক আন্দোলনের নেতৃস্থানীয় লেখক ও

বুদ্ধিজীবীরা স্পষ্ট দু'টি ভাগে বিভক্ত হয়ে যান। আর্টের ক্ষেত্রে 'পার্টি লাইন' ব'লে কিছু থাকতে পারে না—গারোদি-র এই বক্তব্যের সমর্থক ছিলেন কারা, কারাই বা সমর্থন করেন আরাগঁ-র বিরুদ্ধ বক্তব্য—প্রামাণিক তথ্যের অভাবে এ-বিষয়ে কিছু অনুমানের চেষ্টাও হয়তো আজ বিতর্কের কারণ হবে। কিন্তু 'পরিচয়'-'সাহিত্যপত্র' বিরোধ, এবং সাধারণভাবে এ-দেশের প্রগতি লেখক আন্দোলনের আভ্যন্তরীণ বিরোধের ক্ষেত্রে উপরোক্ত বিতর্কের ভূমিকা ছিল সুদূরপ্রসারী।

উপরোক্ত বিতর্ক ছাড়াও, বঙ্গাব্দ ১৩৫৪-র 'পরিচয়'-পত্রিকার 'পাঠকগোষ্ঠী'-বিভাগে শ্রীবিষ্ণু দে ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় একদা এক বিতর্কে সরাসরি অংশ নেন। উভয় লেখকের নিম্নোক্ত রচনায় কৌতূহলী পাঠক এই বিতর্কের পরিচয় পাবেন :

১. শ্রীবিষ্ণু দে—রাজায়-রাজায়। 'সাহিত্যের ভবিষ্যৎ' (১৩৫৯)।

২. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়—'পাঠকগোষ্ঠী'র আলোচনা। 'লেখকের কথা' (১৩৬৪)।

১২ উল্লিখিত রচনা সম্ভবত শেষপর্যন্ত লেখা হয় নি।

১৩ 'দ্বীপপুঞ্জ'—শ্রীনরেন্দ্রনাথ মিত্র-রচিত উপন্যাস। উল্লিখিত সমালোচনা প্রকাশিত হয়েছিল কি না আমাদের জানা নেই।

১৪ ৪ মে রবিবার ১৯৪৭-এর 'দৈনিক স্বাধীনতা'য় প্রকাশিত 'সুকান্ত ভট্টাচার্য'-নামক কবিতা ; রচনার তারিখ ১৭ এপ্রিল ১৯৪৭। লেখকের কবিতাগ্রন্থে সংকলিত।

আলোচ্য প্রসঙ্গে উল্লিখিত 'সুকান্তের স্মৃতি সংকলনী', মনে হয়, প্রকাশিত হয় নি। সুকান্ত-র স্মৃতির প্রতি নিবেদিত কবিতার প্রথম সংকলন 'সুকান্তনামা' (বৈশাখ ১৩৫৭), সম্পাদক শ্রীমিহির আচার্য। লেখকের উপরোক্ত কবিতাটি এই সংকলনের প্রথম কবিতা।

১৫ বিমলারঞ্জন প্রকাশন। খাগড়া, মুর্শিদাবাদ—লেখকের দ্বাদশ গল্পগ্রন্থ 'মাটির মাশুল'-এর (আশ্বিন ১৩৫৫ । ১৯৪৮) প্রকাশক।

১৬ Kutub Publishers, Bombay-কর্তৃক প্রকাশিত *Boatman of the Padma* (May 1948)—শ্রীহীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়-অনূদিত 'পদ্মানদীর মাঝি'র ইংরেজি সংস্করণ।

১৭ 'শারদীয় স্বরাজ' ১৩৫৪-য় প্রকাশিত 'ধানের গোলার ধান' গল্পটির জন্য লেখক সম্ভবত ১০০ টাকা চেয়েছিলেন। ডায়েরি ১৯৫০-এ প্রাসঙ্গিক নোট :

18. 9. 47 স্বরাজ 'ধানের গোলার ধান' 75/-

১৮ শ্রীবিমলচন্দ্র ঘোষ-সম্পাদিত সাহিত্য-সংকলন।

৩৩/১ আলোচ্য অংশের পাদটীকায় উদ্ধৃত লেখকের 'মার্জিনাল নোট' থেকে মনে হয়, বর্তমান প্লটের পরিণত রূপ 'সোনার বাংলা'-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু লেখকের কোনো গল্পগ্রন্থ বা সংকলনে এই নামে কোনো গল্প নেই।

২ লেখকের কোনো গল্পসংগ্রহ বা সংকলনে গ্রথিত হয় নি।

৩ 'হারাণের নাতজামাই'—লেখকের ত্রয়োদশ গল্পগ্রন্থ 'ছোটবড়'-র অন্তর্ভুক্ত। 'ছোট-

বড়' : প্রথম প্রকাশ ১৯৪৮। পূরবী পাবলিশার্স, কলকাতা। ডায়েরি ১৯৫০ থেকে প্রাসঙ্গিক তথ্য :

4. 1. 47 পূর্ব্বাশা 'হারাণের নাতজামাই' 50/-
21. 10. 47 Eastern Express
'হারাণের নাতজামাই' অনুবাদ 30/-

Primeval And Other Stories-গ্রন্থে (১৯৫৮) আলোচ্য গল্পের একটি স্বতন্ত্র অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে, অনুবাদক : শ্রীসুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়।

৪ লেখকের 'মার্জিনাল নোট'-অনুযায়ী, বর্তমান প্লটের পরিণত রূপ 'চৈতালী আশা', প্রথম প্রকাশ 'রবিবারের স্বাধীনতা'—সাল-তারিখ নেই। ১৯৫০-এর ডায়েরি-বইয়েও অনুরূপ নোট আছে। কিন্তু এই নামে কোনো গল্প এ-যাবৎ গ্রথিত হয় নি।

৩৪/১ 'মাটি'—'মাসিক বসুমতী'-পত্রিকার চারটি সংখ্যায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত।

১ম কিস্তি : অগ্রহায়ণ ১৩৫৩
২য় কিস্তি : পৌষ ১৩৫৩
৩য় কিস্তি : ফাল্গুন ১৩৫৩
শেষ কিস্তি : বৈশাখ ১৩৫৪

বর্তমান রচনার প্রায় তিন-চতুর্থাংশ 'মাটির মাশুল' গল্পগ্রন্থের (আশ্বিন ১৩৫৫) নাম-গল্পটির রূপ নেয়; সম্পূর্ণ প্রথম অনুচ্ছেদ, এবং পরিবর্তিতরূপে বাকি কিছু অংশ 'ইতিকথার পরের কথা' (ভাদ্র ১৩৫৯) উপন্যাসে ব্যবহৃত হয়েছে (৪ পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)।

৩৫/১ পরিণত রূপ : 'গায়েন'—প্রথম প্রকাশ 'শারদীয় যুগান্তর' ১৩৫৪। 'ছোটবড়' (১৯৪৮) গল্পগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত। ডায়েরি ১৯৫০ থেকে প্রাসঙ্গিক তথ্য :

29. 9. 47 যুগান্তরে 'গায়েন' গল্প দিলাম (Ch) 75/-

৩৭/১ 'সাহিত্যিকের সমস্যা'—ঠিক এই নামে লেখকের কোনো প্রবন্ধের কথা আমাদের জানা নেই। লেখকের মৃত্যুর পর প্রকাশিত তাঁর একমাত্র প্রবন্ধ-সংকলন 'লেখকের কথা'র (১৯৫৭) একটি প্রবন্ধের নাম 'লেখকের সমস্যা', কিন্তু লেখকের জীবিতকালে প্রবন্ধটি 'গল্প লেখার জীবিকা' নামে 'চতুষ্কোণ'-পত্রিকার গ্রন্থসংখ্যায় (আষাঢ় ১৩৬০) প্রকাশিত হয়েছিল। একইভাবে, লেখকের জীবিতকালে প্রকাশিত তাঁর অপর একটি প্রবন্ধ, 'উপন্যাসের কথা' ('পূর্ব্বাশা,' জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৮), তাঁর প্রবন্ধগ্রন্থে 'উপন্যাসের ধারা' নামে সংকলিত হয়েছে। এইসব নামপরিবর্তনের কর্তা বা কারণ আমাদের কাছে অজ্ঞাত।

৪০/১ 'জীয়ন্ত'—লেখকের সপ্তদশ-সংখ্যক উপন্যাস। প্রথম প্রকাশ আষাঢ় ১৩৫৭। জুন-জুলাই ১৯৫০। প্রকাশক বেঙ্গল পাবলিশার্স।

'পরিচয়'-পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত—শারদীয় ১৩৫৩ থেকে চৈত্র ১৩৫৫।

'জীয়ন্ত'-র প্রথম কিস্তি 'কলমপেষার ইতিকথা'-নামে প্রকাশিত হয়। কার্তিক ১৩৫৩-সংখ্যায় দ্বিতীয় কিস্তির পাদটীকায় লেখকের নোট :

> গতসংখ্যায় 'কলমপেষার ইতিকথা' নামে উপন্যাসটি আরম্ভ হয়েছিল। নামটি আমার পছন্দ না হওয়ায় শেষ মুহূর্তে পরিবর্তন করি, ভুলক্রমে বাতিল নামটিই ছাপা হয়ে যায়। গোড়াতেই বাধা পড়েছে, উপন্যাসটি নিশ্চয় উৎরোবে! লেখক।

২ চৈত্র ১৩৫৫-র 'পরিচয়ে' 'জীয়ন্ত'র শেষ কিস্তি শেষ হবার পর লেখা ছিল—সমাপ্ত : (প্রথম ভাগ)। মনে হয়, লেখক উপন্যাসটির 'দ্বিতীয় ভাগ'-এর পরিকল্পনা করেছিলেন—আলোচ্য অংশের ২-সংখ্যক অংশ সম্ভবত তারই নোট। 'পরিচয়'-পত্রিকা ও প্রকাশিত গ্রন্থের সমাপ্তির মধ্যেও পার্থক্য আছে।

৪১/১ সম্ভবত, প্রাথমিক পরিকল্পনার স্তরে লেখক গল্পটির নাম ভেবেছিলেন: 'পদাতিক'। লেখার ধরন এবং কালির ঈষৎ ভিন্নতা থেকে মনে হয়, বন্ধনীভুক্ত 'ছোটবকুলপুরের যাত্রী'-নামটি পরে কোনো এক সময়ে লেখা হয়—হয়তো গল্পটি সম্পূর্ণ রূপ নেবার পর লেখক নামটি লিখে রাখেন।

প্রথম প্রকাশ : 'শারদীয় সংবাদ' ১৩৫৫। ডায়েরি ১৯৫০-এর প্রাসঙ্গিক তথ্য :

20.9.48 সংবাদ 'ছোটবকুলপুরের যাত্রী' 50/-

লেখকের চতুর্দশ গল্পগ্রন্থের নামগল্প। গ্রন্থাকারে প্রকাশ, আষাঢ় ১৩৫৬। প্রকাশক ইন্টারন্যাশনাল পাবলিশিং হাউস, কলকাতা।

আলোচ্য গল্পটির একটি ইংরেজি অনুবাদ *Primeval And Other Stories* (1958) গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত—অনুবাদক : শ্রীজলিমোহন কল।

৪৪/১ শিল্পী শ্রীচিত্তপ্রসাদ।

২ শিল্পী শ্রীপ্রভাস সেন।

৩ সম্ভবত, শ্রীগোপাল হালদার।

৪৫/১ শ্রীমুলুকরাজ আনন্দ্।

৪৭/১ কে. কে. প্রোডাকশন-এর প্রযোজনায় ও ছায়াবাণী-র পরিবেশনায় 'পুতুলনাচের ইতিকথা'-র চলচ্চিত্ররূপ মুক্তি পায় ১৯৪৯-এর ২৮ জুলাই—কলকাতার শ্রী-ইন্দিরা-প্রাচী, এই তিনটি চিত্রগৃহে। পরিচালক অসিত বন্দ্যোপাধ্যায় ; প্রধান চরিত্রগুলিতে অভিনয় করেন কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, নীলিমা দাস, সন্ধ্যারানী প্রমুখ। ছবিটি যাকে বলে 'ফ্লপ' করে—চার সপ্তাহে উঠে যায়।

৫০/১ শ্রীশ্যামলকৃষ্ণ ঘোষ—'পরিচয়'-পত্রিকার প্রায় আদিযুগ থেকে উক্ত পত্রিকার লেখক এবং পরিচয়-গোষ্ঠীর শুক্রবারের বৈঠক তথা আড্ডার বিশিষ্ট পৃষ্ঠপোষক। বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য :

১. 'পরিচয়-এর আড্ডা'—শ্রীহিরণকুমার সান্যাল। 'দেশ', সাহিত্যসংখ্যা ১৩৮১

২. '৪৬ নং'—শ্রীচিন্মোহন সেহানবীশ।
২ শ্রীঅমরেন্দ্রপ্রসাদ মিত্র—'পরিচয়'-পত্রিকার সঙ্গে দীর্ঘকাল সংযুক্ত।

৫২/১ লেখকের পিতা তাঁর টালিগঞ্জ, দিগম্বরীতলার নিজস্ব বাড়ি বিক্রি ক'রে দেন ১৯৪৯-এর ফেব্রুয়ারি মাসে (ডায়েরি, মুদ্রিতপাঠ ৭২-সংখ্যক অংশ দ্রষ্টব্য)—পৈতৃক গৃহে লেখক এবং তাঁর ভ্রাতাদের একান্নবর্তী সংসার এর পরেই ভেঙে যায়। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা অবশ্য আগে থেকেই বালিগঞ্জের নিজস্ব বাড়িতে আলাদা থাকতেন; মধ্যম ভ্রাতাও ছিলেন দীর্ঘকাল রাঁচি-প্রবাসী চিকিৎসক; অপর তিন ভ্রাতা পৈতৃক বাড়ি বিক্রয়ের কিছুকাল আগে-পরে নিজ-নিজ বাড়িতে স্থিত হন। বাড়ি বিক্রির কথাবার্তা পাকা হয়ে যাবার পর, একমাত্র লেখকের পক্ষেই তাঁর নিজস্ব সংসারের জন্য কলকাতার যে-কোনো অঞ্চলে সুবিধামতো ভাড়ায় বাসাবাড়ি খুঁজে বার করা জরুরি হয়ে পড়ে—পরবর্তী কয়েকদিনের লেখায় 'বাড়ী সমস্যা' বারবার দেখা দিয়েছে।

প্রসঙ্গত, টালিগঞ্জে লেখকের পৈতৃক বাড়ির ঠিকানা ছিল : দিগম্বরীতলা, টালিগঞ্জ—আলাদা ক'রে রাস্তার নাম তখন ছিল না, বিভিন্ন প্লটের নম্বর-অনুযায়ী বাড়ির নম্বর ছিল ২২৯—এর থেকেই ঐ বাড়ির বর্তমান ঠিকানা : ২২৯ রসা রোড সাউথ। পারিবারিক-সূত্রে জানা যায়, 'দিগম্বরীতলা' নামটি সকলের, বিশেষত লেখকের অপছন্দ হওয়ায়, প্রধানত লেখকেরই উৎসাহে এবং সম্ভবত তাঁর পিতার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত পাড়ার অধিবাসীদের এক সভায়, বালিগঞ্জ প্লেস-এর অনুকরণে লেখক অঞ্চলটির নূতন নামকরণের প্রস্তাব করেন 'টালিগঞ্জ প্লেস'—লেখকের একাধিক খাতাপত্রে তাঁর তৎকালীন ঠিকানা হিসাবে 'টালিগঞ্জ প্লেস'-এর উল্লেখ আছে। টালিগঞ্জের পৈতৃক বাড়িতে বসবাস শুরু হয় সম্ভবত ১৯৩৭-এর শেষদিকে; ১৯৩৮ সালে এই বাড়িতেই লেখকের বিবাহ হয়। ১৯৩৭-এর শেষদিক থেকে ১৯৪৯-এর শুরু, মধ্যবর্তী তেরো বছর সময়, লেখকের সাহিত্যজীবনের এক শ্রেষ্ঠ কাল অতিবাহিত হয় টালিগঞ্জের উপরোক্ত ঠিকানায়।

২ স্বর্গত কথাসাহিত্যিক চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র শ্রীপ্রেমোৎপল বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীকনক বন্দ্যোপাধ্যায় ও অন্যান্যরা, বরানগর বি. টি. রোড-এ 'মাতৃকা' নামে তাঁদের নিজস্ব গৃহের প্রতিষ্ঠা করেন ১৯৪৮ সালে। প্রসঙ্গত, লেখকের স্ত্রী শ্রীযুক্তা কমলা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দিদি শ্রীযুক্তা অমিয়া দেবী-র সঙ্গে শ্রীপ্রেমোৎপল বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিবাহ হয়—লেখক এই সূত্রে উল্লিখিত বন্দ্যোপাধ্যায়-পরিবারের সঙ্গে আত্মীয়-সম্বন্ধে সম্পর্কিত ছিলেন। ডায়েরির বিভিন্ন অংশে শ্রীপ্রেমোৎপল বন্দ্যোপাধ্যায় কখনো 'রাঙ্গাদা' কখনো 'উৎপল', এবং শ্রীযুক্তা অমিয়া দেবী 'রাঙ্গাদি'-নামে উল্লিখিত হয়েছেন।
৩ লেখককে বরানগরের বাড়িটির (নির্দেশপঙ্ক্তি ৫৯/১ দ্রষ্টব্য) প্রথম সন্ধান দিয়েছিলেন শ্রীকনক বন্দ্যোপাধ্যায়।
৪ এম. সি. সরকার-প্রকাশকপ্রতিষ্ঠানের স্বর্গত সুধীরচন্দ্র সরকার।

৫৩/১ 'দর্পণ'—লেখকের একাদশ সংখ্যক উপন্যাস। প্রথম প্রকাশ আষাঢ় ১৩৫২। জুন ১৯৪৫। প্রকাশক বুক এম্পোরিয়াম, কলকাতা। প্রথম সংস্করণের শেষে লেখা ছিল : 'সমাপ্ত (প্রথম ভাগ)।' পরবর্তী সংস্করণে বর্জিত হয়। উল্লিখিত উপন্যাসের দ্বিতীয় সংস্করণ : ভাদ্র ১৩৫৮। প্রকাশক বেঙ্গল পাবলিশার্স।

৫৪/১ লেখকের একমাত্র পূর্ণাঙ্গ নাটক 'ভিটেমাটি'। প্রথম প্রকাশ মে ১৯৪৬। স্ট্যাণ্ডার্ড পাবলিশার্স, কলকাতা। এছাড়া, 'ভেজাল' (১৯৪৪) গল্পগ্রন্থের প্রথম গল্প 'ভয়ংকর'-এর একটি একাঙ্ক নাট্যরূপ একই নামে 'মাটির মাশুল' গল্পগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত।

'নতুন নাটক' বলতে লেখকের কাগজপত্রে এক-আধ পৃষ্ঠা লেখা কিছু খসড়া ছাড়া অন্য কোনো সম্পূর্ণ নাটকের কথা আমাদের জানা নেই।

২ প্রগতি লেখক সংঘের বৈঠক। নির্দেশপঞ্জি ১৬৭/২ দ্রষ্টব্য।

৩ স্বর্গত নীরেন্দ্রনাথ রায়।

৫৫/১ 'ভারতবর্ষ', ১৯শ বর্ষ ২য় খণ্ড ১ম সংখ্যা পৌষ ১৩৩৮-এর ১০৮ পৃষ্ঠায় পাশাপাশি মুদ্রিত দু'টি কবিতা—'অনামি' ও 'গোধূলি-লগ্ন', লেখক যথাক্রমে অরুণরঞ্জন মুখোপাধ্যায় ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। সম্পাদকের মন্তব্য থেকে জানা যায়, রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠা ভগিনী সৌদামিনী দেবীর দৌহিত্র অরুণরঞ্জন মুখোপাধ্যায় তাঁর 'অনামি' শীর্ষক সনেটটি রবীন্দ্রনাথকে সংশোধনের জন্য দেখান—'গোধূলি-লগ্ন' রবীন্দ্রনাথ-কর্তৃক তারই রূপান্তর।

ডায়েরির মুদ্রিতপাঠের প্রথম লাইন—'কাঁচা কবিতা ও পাকা কবিতার তুলনা'—উল্লিখিত প্রসঙ্গে লেখকের নিজস্ব মন্তব্য।

৫৮/১ 'রামবাবু'—সম্ভবত, শ্রীরাম হালদার।

৫৯/১ বরানগর, ১৮৬-এ গোপাললাল ঠাকুর রোড-এর ভাড়াবাড়ি—টালিগঞ্জের পৈতৃক বাড়ি থেকে, ৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৯ তারিখে লেখক, তাঁর স্ত্রীপুত্রকন্যা-সহ, এই বাড়িতে উঠে আসেন (ডায়েরি, মুদ্রিতপাঠ ৬৯-৭০ দ্রষ্টব্য) এবং আমৃত্যু এখানেই বাস করেন। টালিগঞ্জ, দিগম্বরীতলা, এবং বরানগরের উল্লিখিত ভাড়াবাড়ি—এই দুই ঠিকানায় অতিবাহিত হয় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রায় সমগ্র লেখকজীবন। লেখকের এই দুই বাসগৃহে তাঁর স্মৃতি সংরক্ষণের সরকারী বা বেসরকারী কোনো উদ্যোগ, কিংবা খবরের কাগজের চিঠিপত্রে এ-বিষয়ে কোনো প্রস্তাব, এখনো দেখা যায় নি।

২ ১৮ জানুয়ারি ১৯৪৯-এর ছাত্রহত্যা এবং পরবর্তী কয়েকটি দিনের ছাত্রদলনপর্বের নিন্দা ক'রে 'মানবতার বিচার'-নামে লেখকের প্রতিবাদ মাঘ ১৩৫৫-র 'পরিচয়'-পত্রিকার সম্পাদকীয় রচনা হিসাবে প্রকাশিত হয়। লেখক-কর্তৃক স্বাক্ষরিত এই রচনার শেষে লেখার তারিখ ২১.১.৪৯। লেখকের প্রবন্ধগ্রন্থে রচনাটি সংকলিত না-হওয়ায়, শুরু ও শেষাংশ উদ্ধৃত হল :

আমি সাহিত্যিক, ভাষার কারবারী ; কিন্তু গত মঙ্গলবার থেকে (১৮ই

জানুয়ারী) এই মহানগরীর বুকে যে ছাত্রদলন পর্ব অনুষ্ঠিত হয়েছে তার নিন্দা করার ভাষা আমার জানা নেই।…

আমাদের চোখের সামনে এই ভবিষ্যৎ রক্তমাখা হয়ে গেল। তাতে ভবিষ্যৎ ম্লান না হয়ে উজ্জ্বল হয়েছে, এই সান্ত্বনা।

উল্লিখিত 'সম্পাদকীয় রচনা'র শেষে তৎকালীন 'পরিচয়'-কর্তৃপক্ষ মন্তব্য করেন :

…উপরের 'বিবৃতি'টি বিবৃতি নয়, এ হচ্ছে সাহিত্যের স্বাক্ষর।…আমরা সকৃতজ্ঞ চিত্তে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই বিবৃতিটি আমাদের বক্তব্য বলেই দাবী করি। আর সঙ্গে সঙ্গে জানি—এ শুধু বিবৃতি নয়, এ সাহিত্যের স্বাক্ষর এবং ইতিহাসেরও বিচার।

৬৫/১ ১৯৩৪ সালের বিহার ভূমিকম্পের পর মুঙ্গের শহরের বিধ্বস্ত বাড়ি ছেড়ে লেখকের পিতা স্থায়ীভাবে কলকাতা আসেন এবং বেলগাছিয়া জীবনকৃষ্ণ মিত্র রোড-এর বাসাবাড়িতে কিছুকাল বাস করেন। সাব-ডেপুটি কালেক্টর-এর সরকারী চাকুরী থেকে অবসর-গ্রহণ বাবদ প্রাপ্ত টাকায় তিনি টালিগঞ্জের জমি কেনেন ১৯৩৬ সালে (নির্দেশপঞ্জি ৭২/২ দ্রষ্টব্য।) বাড়ি তৈরির তদারকির কারণে টালিগঞ্জ, রহিমুদ্দিন লেন-এ (এখনও এই নামই আছে) বছর দেড়েক বাস ক'রে দিগম্বরীতলা-র নিজস্ব বাড়িতে উঠে আসেন সম্ভবত ১৯৩৭-এর শেষ দিকে। ১৯৪৯-এর ৭ ফেব্রুয়ারি তারিখে এই বাড়ি বিক্রি ক'রে দিয়ে, বিক্রয়লব্ধ অর্থ তিনি তাঁর পুত্রদের মধ্যে ভাগ ক'রে দেন—একমাত্র জ্যেষ্ঠ পুত্র এই টাকার অংশ গ্রহণ করেন নি (নির্দেশপঞ্জি ৫২/১ ও ডায়েরির মুদ্রিতপাঠ ৭২ দ্রষ্টব্য)। বাড়ি বিক্রয়ের পর মাস আট-নয় টালিগঞ্জেই তৃতীয় পুত্রের কাছে থেকে, অবশিষ্ট জীবন লেখকের সঙ্গে বরানগরের ভাড়াবাড়িতে বাস করেন (নির্দেশপঞ্জি ৯০/১ দ্রষ্টব্য)।

৬৬/১ 'নগরবাসী'—'মাসিক বসুমতী'-পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত উপন্যাস, প্রকাশকাল বৈশাখ ১৩৫৫—আষাঢ় ১৩৫৭। গ্রন্থরূপে প্রকাশকালে পরিবর্তিত নাম 'স্বাধীনতার স্বাদ'। প্রথম প্রকাশ ২০ জুন ১৯৫১। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, কলকাতা।

আলোচ্য উপন্যাসটি ছাড়া লেখকের অপর কোনো গ্রন্থে কোনো উৎসর্গপত্র নেই। বর্তমান উৎসর্গপত্রটি নিম্নরূপ :

সম্প্রদায় নির্বিশেষে জনসাধারণকে এই বইখানা উৎসর্গ করলাম—জনসাধারণই মানবতার প্রতীক।

আলোচ্য উপন্যাসের অন্যতম কবিচরিত্র গোকুলের রচনার নিদর্শন হিসাবে দু'টি কবিতাংশ 'মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতা'-গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে।

৬৯/১ নির্দেশপঞ্জি ৫৯/১ দ্রষ্টব্য।

৭২/১ 'বাবা যে ঘরে ৯ বছর বাস করেছেন'—'৯ বছর' হয়তো লেখকের অন্যমনস্কতা-জনিত ভ্রান্তি, বা এমনও হতে পারে, দিগম্বরীতলার গোটা বাড়ির বদলে বিশেষ একটি

ঘরের কথা এখানে বোঝানো হয়েছে। উক্ত বাড়িতে লেখকের পিতা এবং তাঁদের পরিবারের বসবাসের মোট সময়কাল ১৯৩৭—১৯৪৯ (নির্দেশপঞ্জি ৬৫/১ দ্রষ্টব্য)।

২ লেখকের পিতা-কর্তৃক প্রদত্ত একটি সার্টিফিকেট থেকে প্রাসঙ্গিক কিছু অংশ উদ্ধৃত হল :

…As this property was acquired in 1936 with the money received by me from part commutation of my pension, Provident fund etc., I have been granted by the Asstt. Commissioner of Income-tax, Range III, a certificate permitting registration of the sale deed without payment of any Income-tax, under the recent ordinance. Out of the total sale proceeds, I have given Rs. 8000/-(eight thousand) to my 4th son, Sri Manik Banerji. This amount is therefore not liable to pay any Income-tax.

Sd/. Harihar Banerji
Govt. Pensioner as late
Sub Deputy Collector

সার্টিফিকেটটি ৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৯ তারিখে লেখা। বাড়ি বিক্রয়বাবদ প্রাপ্ত অর্থের পরিমাণ যে ৪৫ হাজার টাকা, উক্ত সার্টিফিকেট-এর প্রথমাংশে তার উল্লেখ ছিল।

৭৫/১ স্বর্গত কবি বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়।

৮২/১ রবীন্দ্রসংগীত-শিল্পী শ্রীদেবব্রত বিশ্বাস।

৮৩/১ প্রগতি লেখক সংঘের অন্যতম যুগ্মসম্পাদক হিসাবে লেখক উল্লিখিত সম্মেলনে যে রিপোর্ট পেশ করেন, তা 'প্রগতি সাহিত্য' নামে তাঁর প্রবন্ধগ্রন্থ 'লেখকের কথা'য় সংকলিত হয়েছে। (প্রাসঙ্গিক তথ্যের জন্য দ্রষ্টব্য নির্দেশপঞ্জি ১৪/১)

২ '46' — ৪৬ ধর্মতলা স্ট্রিটে প্রগতি লেখক সংঘের দপ্তর একদা শুধু '৪৬ ধর্মতলা', বা, আরো সংক্ষেপে '৪৬' (বা, '46')—এই নামে প্রসিদ্ধ হয়ে ওঠে।

৮৪/১ প্র. লে.—প্রগতি লেখক।

৯০/১ বরানগরের ভাড়াবাড়ির (নির্দেশপঞ্জি ৫৯/১) দু'খানা ঘরের একটি, বাইরের দিকের ঘরটিকে, পার্টিশন দিয়ে দু'ভাগ ক'রে নিয়ে একটি অংশে লেখক এবং অপর অংশে তাঁর পিতা, আমৃত্যু বাস করেন—মুমূর্ষু পিতা পুত্রের মৃত্যুর দু'বছর পর মারা যান। লেখকের জীবনের শেষ সাত বছর, ওই দ্বিধাবিভক্ত ঘরের একাংশই ছিল তাঁর লেখার ঘর, বৈঠকখানা ও শয়নকক্ষ।

৯৫/১ নির্দেশপঞ্জি ২০/১ দ্রষ্টব্য।

১০০/১ শ্রীমঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়।

২ শ্রীনরহরি কবিরাজ।

১০২/১ 'ঝোঁক' এবং '৩৮॥০ টাকা লাভ'—মনে হয় রেস-খেলার প্রসঙ্গ। তারিখ মিলিয়ে দেখা যায়, দিনটি শনিবার ছিল।

১০৯/১ স্বর্গত সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী।

১২৩ ১ আক্ষরিক অর্থেই 'শালা', লেখকের ছোট শ্যালক নানু, বা, শ্রীযতীন্দ্রচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

১২৫/১ স্বর্গত স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য। লেখক এবং অধুনালুপ্ত সাহিত্যমাসিক 'অগ্রণী'র অন্যতম সম্পাদক।

১২৭/১ কিছুকালের জন্য লেখকের গৃহভৃত্য।

২ 'কমিনফর্ম'— Cominform : The Communist Information Bureau। আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট সংস্থা।

১২৮/১ শ্রীগোলাম কুদ্দুস।

২ ১৯৪৯-৫০ সালে 'বাংলা প্রগতি সাহিত্যের আত্মসমালোচনা'-বিষয়ে 'পরিচয়'-পত্রিকা বনাম 'মার্কসবাদী'-প্রবন্ধসংকলনের তুমুল বিতর্কে অংশ নিয়ে লেখক একটি প্রবন্ধ লেখেন পৌষ ১৩৫৬-র 'পরিচয়ে' এবং একই পত্রিকার শ্রাবণ ১৩৫৭-সংখ্যায় আরেকটি প্রবন্ধ লিখে প্রথম লেখাটি প্রত্যাহার ক'রে নেন। শেষোক্ত রচনাটি লেখকের প্রবন্ধগ্রন্থে সংকলিত হয়েছে, যদিও ভুলক্রমে ছাপা হয়েছে যে প্রত্যাহৃত রচনাটির প্রকাশকাল পৌষ ১৩৫৩।

১৩০/১ ফিটের আক্রমণ—নির্দেশপঞ্জি ৩১/১ দ্রষ্টব্য।

১৩৩/১ সিগনেট প্রেস—লেখকের সপ্তম গল্পগ্রন্থ 'ভেজাল'-এর প্রকাশক। প্রথম প্রকাশ ১৩৫১। ১৯৪৪।

২ 'ভেজাল' গল্পগ্রন্থের প্রস্তাবিত দ্বিতীয় সংস্করণ শেষপর্যন্ত প্রকাশিত হয় নি, যদিও ২৫ মে ১৯৫০ তারিখে, অগ্রিম অর্থের ভিত্তিতে, উল্লিখিত প্রকাশকের সঙ্গে দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ-সম্পর্কে চুক্তি পর্যন্ত সম্পাদিত হয়।

প্রসঙ্গত, প্রথম সংস্করণ প্রকাশের পরিকল্পনা থেকে শুরু ক'রে প্রস্তাবিত দ্বিতীয় সংস্করণ পর্যন্ত, আলোচ্য গ্রন্থের নামকরণ নিয়ে বিচিত্র একটু ইতিহাস আছে। সাময়িকপত্রে প্রকাশিত বারোটি গল্প নিয়ে গ্রন্থটির প্রথম প্রকাশ প্রাথমিকভাবে স্থির হবার পর তারিখবিহীন একটি চিঠিতে প্রকাশক জানান, গল্পের নামগুলো তাঁরা বদলে নিয়েছেন—প্রকাশকের ভাষায়, 'সুবিধে এই—যাঁরা দৈবাৎ এ গল্পগুলো কোন না কোন পত্রিকায় পড়েছেন তাঁদের চোখে বেশ খানিকটা ধুলো দেয়া যাবে।' একই চিঠিতে, পরিবর্তিত নামের নূতন একটি সূচীপত্র লেখকের কাছে পাঠানো হয়—নূতন সূচীপত্রে দেখা যায়, 'বিলামসন' ও 'বাস্'—এই দু'টি গল্প ছাড়া প্রতিটি গল্পের মূল চরিত্রের নামানুসারে নূতন নামকরণ করা হয়েছে—এইভাবে, অন্যতম গল্প 'দিশেহারা হরিণী'র নূতন নামে গ্রন্থটির নাম দেওয়া হয়েছে 'মৃগনয়না'। 'নামটার সুবিধে এই,' প্রকাশক জানান, 'অতি

সুন্দর একখানা জ্যাকেট্ ডিজাইন করা যাবে অর্থাৎ করা হয়েছে।' লেখক এই প্রস্তাব নিশ্চয় অগ্রাহ্য করেন, কারণ ৪ এপ্রিল ১৯৪৪ তারিখে লেখক-কর্তৃক স্বাক্ষরিত অগ্রিম চুক্তিপত্রে বইটির নাম দেখা যায় 'বিলামসন', এবং গ্রন্থভুক্ত অন্যান্য গল্প এই চুক্তিপত্রে আদি নামেই উপস্থিত। এরপর, ১৯. ৬. ৪৪ তারিখে ইংরেজিতে লেখা একটি চিঠিতে প্রকাশক জানাচ্ছেন : I like your name 'ভেজাল' very much. ১৯৪৪-এর অক্টোবর মাসে 'ভেজাল' প্রকাশিত হয়—বারোটির জায়গায় এগারোটি গল্প নিয়ে। অগ্রিম চুক্তিপত্রে উল্লিখিত 'কে বাঁচায় কে বাঁচে' অজ্ঞাতকারণে বাদ যায়। প্রস্তাবিত দ্বিতীয় সংস্করণে, বইটির নামবদলের প্রশ্ন আবার নূতন ক'রে ওঠে। প্রথম সংস্করণ নিঃশেষ হবার খবর দিয়ে, ৮. ২. ৪৬ তারিখে প্রকাশক লিখছেন :

> মোট পনের মাস লাগলো তাহলে এক হাজার কপি বিক্রি করতে। কোনো গল্পের বইর এক হাজার কপি বিক্রি করতে আমাদের এতো সময় লাগেনি। বাঙালি পাঠকের জাতটা একটু অদ্ভুত ধরনের—এ-কথা আশা করি আপনি স্বীকার করবেন। বেশির ভাগ পাঠকের কাছেই আপনার লেখা বড়ো বেশি সূক্ষ্ম মনে হয়—এ-কথা আমরা খোঁজ করে জেনেছি। তার ওপর, আমার মনে হয়, দুর্ভাগ্যবশতঃ বই-এর নামকরণটা এ-ক্ষেত্রে বিশেষ সুবিধের হয়নি। অতএব নতুন সংস্করণ ছাপবার আগে আপনাকে এই অনুরোধগুলো করতে চাই :
>
> বই-এর নতুন নামকরণ করুন।
>
> নতুন নাম করা শোভন হবে না, যদি না বইএ নতুন কিছু থাকে। তাই অন্ততঃ নতুন তিনটি গল্প নতুন সংস্করণে যোগ দিতে আপনাকে বলছি।

দেখা যাচ্ছে, উপরোক্ত প্রস্তাব লেখক মেনে নিয়েছিলেন। দ্বিতীয় সংস্করণের চুক্তিপত্রে 'ভেজাল'-এর নূতন নাম হয়েছিল 'রুচি ও অরুচি' এবং নূতন দু'টি গল্প সংযোজিত হয়েছিল :

১. পশুর বিদ্রোহ ২. রফা ও দফার কাহিনী

ডায়েরি ১৯৫০-এ, 'রুচি ও অরুচি' ছাড়াও আরো একট সম্ভাব্য নামের উল্লেখ আছে : 'অন্ধ মনের বন্ধ গলি'। নূতন সংস্করণটি শেষপর্যন্ত প্রকাশিত না-হওয়ায়, সংযোজিত গল্প দু'টি এখন লুপ্তপ্রায় বলা চলে।

১৩৫/১ 'পুতুলনাচের ইতিকথা'—লেখকের তৃতীয় উপন্যাস।

'ভারতবর্ষ'-পত্রিকার পৌষ ১৩৪১ থেকে অগ্রহায়ণ ১৩৪২, মোট বারোটি সংখ্যায় পর-পর ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত। গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশ ১৯৩৬, প্রকাশক ডি. এম. লাইব্রেরি।

লেখকের কাগজপত্র থেকে জানা যায়, আলোচ্য উপন্যাসটির একটি পরবর্তী খণ্ড রচনার পরিকল্পনা লেখকের ছিল এবং পরিকল্পিত দ্বিতীয় খণ্ডের প্রথম অধ্যায়ের বেশ কিছু খসড়াও তাঁর কাগজপত্রের মধ্যে পাওয়া গিয়েছে। এমনকি, প্রকাশকের সঙ্গে এ-বিষয়ে অগ্রিম চুক্তি পর্যন্ত হয়। ডায়েরি ১৯৫০ থেকে কিছু প্রাসঙ্গিক তথ্য উদ্ধৃত হল :

8. 1. 51 বেঙ্গল পাবলিশার্স—পুতুলনাচ ২য় খণ্ড বা অন্য উপন্যাস ৬ মাসের মধ্যে দেবার কড়ারে আগাম চেক 300/-

(পরে অন্য হিসাবে কাটা গেছে)

18.7.52 বেঙ্গল পাবলিশার্স—পুতুলনাচের ইতিকথা (৪র্থ সং) বাবদ বাকী চেক 225/-

(পুঃ নাঃ ২য় খণ্ডের জন্য আগাম নেওয়া ৩০০৲ কাটা হয়েছে)

9.2.53 বেঙ্গল পাবলিশার্স থেকে 'পুতুলনাচের ইতিকথা' ২য় খণ্ড বাবদ আগাম চেক 300/-

সর্ত : ২১০০ সংস্করণ

২০০০ বই-এর মোট মুদ্রিত মূল্যের ২০% রয়ালটি—বিনামূল্যে পঁচিশ বই। ১লা আষাঢ়ের মধ্যে সম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপি নতুবা ১ মাস বিলম্বের জন্য ১% রয়ালটি কম। ৫ মাস পরে বেঙ্গলের প্রকাশিত যে কোন বই-এর পরবর্তী সংস্করণ ২০% বদলে ১৫% রয়ালটিতে ছাপতে পারবে—আগাম ৩০০৲ সেই হিসাবে যাবে উপরন্তু তিন বছরের মধ্যে পুতুল ২য় খণ্ড লেখা হলে বেঙ্গলকেই নূতন চুক্তিতে প্রকাশ করতে দিতে হবে।…

২ লেখকের প্রসিদ্ধতম উপন্যাসদ্বয়ের অন্যতম 'পুতুলনাচের ইতিকথা'র মুদ্রণ-বিবরণ, অন্তত লেখকের জীবিতকাল পর্যন্ত মুদ্রণ-সংখ্যা, খুবই কৌতূহলোদ্দীপক। ১৯৩৬-এ প্রথম প্রকাশের পর দ্বিতীয় সংস্করণ কার্তিক ১৩৫৪ (১৯৪৭), প্রকাশক : দি বুকম্যান, কলকাতা। বেঙ্গল পাবলিশার্স-কর্তৃক প্রকাশিত তৃতীয় সংস্করণ বা মুদ্রণ : আশ্বিন ১৩৫৭ (১৯৫০)। ১৯৫৬-য় লেখকের মৃত্যুকালে বইটির পঞ্চম মুদ্রণ চলছিল (জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৩)। প্রসঙ্গত, দি বুকম্যান-কর্তৃক প্রকাশিত দ্বিতীয় সংস্করণে, মাখন দত্তগুপ্ত-কর্তৃক অঙ্কিত প্রচ্ছদচিত্র ও নামপত্রে লেখকের নামের বানানে কিছু ভুল ছিল ('বন্দোপাধ্যায়')। প্রকাশ ভবন-কর্তৃক প্রকাশিত একাদশ মুদ্রণ পর্যন্ত (শ্রাবণ ১৩৭৮) ভুল বানানসহ একই প্রচ্ছদচিত্র ব্যবহৃত হয়েছে। দ্বাদশ মুদ্রণে (ভাদ্র ১৩৮০) বানান সংশোধিত—প্রচ্ছদচিত্র অবশ্য একই, শুধু লেখকের নামের অংশটুকু পুরনো ব্লক থেকে কেটে বাদ দিয়ে নূতন ব্লক করা হয়েছে।

৩ নির্দেশপঞ্জি ৫৩/১ দ্রষ্টব্য।

৪ 'পুতুলনাচের ইতিকথা'র চলচ্চিত্ররূপ-বাবদ (মুদ্রিত ডায়েরির ৪৭-সংখ্যক অংশ ও উক্ত অংশের নির্দেশপঞ্জি দ্রষ্টব্য) লেখকের প্রাপ্য টাকা। ডায়েরি ১৯৫০ থেকে প্রাপ্ত টাকার যতটুকু হিসাব পাওয়া যায় নিম্নে উদ্ধৃত হল :

17.1.48	পুতুলনাচ সিনেমা বাবদ	1500 /—
2.2.48	K. K. Production (পুতুলনাচ সিনেমা)	1000 /—

17.4.50 ছায়াবাণী লিঃ (পুতুলনাচ সিনেমা) 250 /—

10.5.50 ছায়াবাণী লিঃ (পুতুলনাচ সিনেমা) চেক 100 /—

১৩৬/১ স্বর্গত কথাসাহিত্যিক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়।

১৩৮/১ অর্থ উদ্ধার করা যায় নি।

১৩৯/১ প্রবন্ধসংকলন 'মার্কসবাদী'র পঞ্চম সংকলনে (সেপ্টেম্বর ১৯১৯) প্রকাশিত রবীন্দ্র গুপ্তের প্রবন্ধ 'বাংলা প্রগতি সাহিত্যের আত্মসমালোচনা'র জবাবে অমরেন্দ্রপ্রসাদ মিত্রের রচনাটি প্রকাশিত হয় ১৩৫৭ বঙ্গাব্দের গোড়ার দিকে—সম্ভবত 'নতুন সাহিত্য'-পত্রিকার প্রথম বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যায়।

২ বার্ষিক সংকলন হিসাবে 'নতুন সাহিত্যে'র দু'টি খণ্ড প্রকাশিত হয় ১৯৪৭ ও ১৯৪৮-৪৯ সালে। মাসিকপত্ররূপে প্রথম প্রকাশকাল বৈশাখ ১৩৫৭। সম্পাদক শ্রীঅনিলকুমার সিংহ।

'"নতুন সাহিত্য" বেরিয়েছে আমায় বাদ দিয়ে'—প্রামাণিক তথ্যের অভাবে বিস্তারিত কিছু বলা কঠিন, তবে প্রসঙ্গটি তৎকালীন ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির সাহিত্যতাত্ত্বিক বিতর্ক তথা প্রগতি লেখক আন্দোলনের আভ্যন্তরীণ বিরোধের সঙ্গে সম্পর্কিত। মাসিক 'নতুন সাহিত্য'-পত্রিকায় লেখককে প্রথম দেখা যায় প্রথম বর্ষের শেষভাগে—১৩৫৭-র মাঘ সংখ্যায় তাঁর 'ইতিকথার পরের কথা' উপন্যাসটি ধারাবাহিকভাবে শুরু হয়। তার পরেও একাধিকবার তিনি উক্ত পত্রিকায় লিখেছেন। লেখকের মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই যে-দু'টি পত্রিকা লেখক-সম্পর্কে বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করে, 'নতুন সাহিত্য' তাদের অন্যতম।

১৪১/১ 'ফতোয়া'—অধুনালুপ্ত সাহিত্যপত্রিকা।

ডায়েরি ১৯৫০ থেকে প্রাসঙ্গিক তথ্য:

> 3.10.50 'ফতোয়া' থেকে গল্পের জন্য 30/-আগাম দেওয়া ছিল। ফতোয়া উঠে গেছে। যুগ্মসম্পাদক ক্ষেত্র গুপ্ত নতুন কাগজের জন্য এই হিসাবে গল্প নিল "কালোবাজারে প্রেমের দর"—

উল্লিখিত গল্পটি ['কালোবাজারের—'] লেখকের জীবিতকালে গ্রন্থভুক্ত হয় নি। মৃত্যুর পর প্রকাশিত 'মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্পসংগ্রহে' প্রথম সংকলিত।

২ শ্রীধনঞ্জয় দাস।

১৪২/১ শ্রী দেবকুমার গুপ্ত—অগ্রণী বুক ক্লাব-এর অন্যতম পরিচালক।

২ নির্দেশপঞ্জি ১৬/১ দ্রষ্টব্য।

৩ শ্রীপ্রফুল্ল রায়—অগ্রণী বুক ক্লাব-এর অন্যতম পরিচালক এবং 'অগ্রণী'-পত্রিকার যুগ্মসম্পাদক।

৪ ডায়েরি ১৯৫০ থেকে :

15.6 50 বেঙ্গল পাবলিশার্স

পুতুলনাচের ইতিকথা বাবদ চেক 200/—

১৪৩/১ স্বর্গত কথাসাহিত্যিক রমেশচন্দ্র সেন ছিলেন উল্লিখিত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান উদ্যোক্তা।

১৪৪/১ লেখকের কবিতাগ্রন্থে সংকলিত 'চীন'-শীর্ষক কবিতা; জীবিতকালে অপ্রকাশিত। লেখকের কবিতার খাতায় রচনার তারিখ ছিল ২০.৬.৫০।

১৪৫/১ 'মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ গল্প'—প্রথম প্রকাশ : শ্রাবণ ১৩৫৭। ১৯৫০। সম্পাদনা ও ভূমিকা : শ্রীজগদীশ ভট্টাচার্য।

নূতন সম্পাদিত চতুর্থ সংস্করণ : আষাঢ় ১৩৭২। ভূমিকা, সংক্ষিপ্ত জীবনী ও গল্পপঞ্জি-সহ সম্পাদনা : যুগান্তর চক্রবর্তী।

১৪৬/১ শ্রীজগদীশ ভট্টাচার্য-রচিত কাব্যগ্রন্থ 'অষ্টাদশী' (১৯৩৩)।

১৪৯/১ ফিটের আক্রমণ—নির্দেশপঞ্জি ৩১/১ দ্রষ্টব্য।

১৫৬/১ শ্রীমঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়।

২ লেখকের দীর্ঘতম কবিতা 'প্রথম কবিতার কাহিনী' বঙ্গাব্দ ১৩৫৪ 'শারদীয় বসুমতী'-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। দৈর্ঘ্যের দিক থেকে এর পরেই 'নূতন ঘৃণার প্রথম কবিতা', জীবিত কালে প্রকাশিত হয় নি। অন্য কোনো 'সুদীর্ঘ কবিতা' 'পরিচয়ে' প্রকাশিত হয়েছিল বলে আমাদের জানা নেই।

১৬১/১ 'গুণ্ডা'—লেখকের ষোড়শ গল্পগ্রন্থ 'লাজুকলতা'র অন্তর্ভুক্ত।

'লাজুকলতা' : প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ১৯৫৪। রীডার্স কর্নার, কলকাতা।

১৬২/১ লেখকের মার্জিনাল নোট-অনুযায়ী, পরিণত রূপ 'ভীরু', তৎকালীন 'সত্যযুগ'-পত্রিকায় প্রকাশিত। ডায়েরি ১৯৫০ থেকে প্রাসঙ্গিক তথ্য :

18.11.50 'সত্যযুগ' থেকে 'ভীরু' গল্প বাবদ চেক 50/-

গল্পটি ঐ বছরের 'শারদীয় সত্যযুগে' প্রকাশিত হয়েছিল। লেখকের জীবিতকালে বা মৃত্যুর পর প্রকাশিত কোনো গ্রন্থে সংকলিত হয় নি।

২ পরিণত রূপ : 'কালোবাজারের প্রেমের দর'—নির্দেশপঞ্জি ১৪১/১ দ্রষ্টব্য।

৩ পরিণত রূপ : 'উপায়'। প্রথম প্রকাশ 'পরিচয়', আশ্বিন ১৩৫৭ শারদীয় সংখ্যা। লেখকের জীবিতকালে প্রকাশিত তাঁর কোনো গল্পগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয় নি। চেক্-ভাষায় প্রকাশিত কয়েকজন বাঙালী লেখকের গল্পসংকলন ODPOR (Praha 1951) নামক গ্রন্থে গল্পটির একটি অনুবাদ সংকলিত হয়েছিল। লেখকের মৃত্যুর পর ন্যাশনাল বুক এজেন্সি-কর্তৃক প্রকাশিত 'উত্তরকালের গল্পসংগ্রহে' (নভেম্বর ১৯৬৩) প্রথম গ্রন্থভুক্ত হয়।

১৬৩/১ 'বন্ধু'—গল্পটি এ-যাবৎ গ্রন্থভুক্ত হয় নি।
২ স্বর্গত সাংবাদিক সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার।

১৬৪/১ ডায়েরি ১৯৫০ থেকে :
30.8.50 'অশনি' থেকে 'বন্ধু' গল্প 50/-
তারিখের কিছু গণ্ডগোল হয়েছে মনে হয়—ডায়েরির মুদ্রিতপাঠে বর্তমান অংশের হাতে-লেখা তারিখ ৩.৯.৫০।

১৬৫/১ 'অমৃতস্য পুত্রাঃ'—লেখকের ষষ্ঠ-সংখ্যক উপন্যাস। প্রথম প্রকাশ জুলাই ১৯৩৮। কাত্যায়নী বুক স্টল, কলকাতা। দ্বিতীয় সংস্করণ বঙ্গাব্দ ১৩৫৭।

১৬৭/১ নির্দেশপঞ্জি ১৬১/৩ দ্রষ্টব্য।
২ 'সব থেকে জমত তখন আমাদের সংঘের বুধবারের বৈঠকগুলি। আমাদের রেওয়াজ অনুসারে এখানে লেখকেরা তাঁদের সদ্যরচিত গল্প, কবিতা বা নাটক পড়ে শোনাতেন অথবা সুরকারেরা তাঁদের সদ্যরচিত গান গাইতেন।...মানিকবাবুও বুধবারের বৈঠকে একাধিক সদ্যরচিত গল্প পড়ে শুনিয়েছিলেন। স্বভাবতই সে সব দিনে শ্রোতাদের ভিড় আমাদের অফিস ছাপিয়ে সিঁড়ি অবধি পৌঁছত।...'(শ্রীচিন্মোহন সেহানবীশ : 'মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ও প্রগতি লেখক আন্দোলন', 'পরিচয়'। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় স্মৃতি-সংখ্যা পৌষ ১৩৬৩।)
'মানিকবাবু গল্প পড়তেন ঠেকে ঠেকে, একেবারে ঘরোয়াভাবে—বাচনভঙ্গীর নাটকীয়তায় শ্রোতাদের মন পাওয়ার সস্তা কারসাজি (?) প্রয়োগের ব্যাপারে তিনি নির্লোভ ছিলেন যথার্থই।...'(শ্রীচিন্মোহন সেহানবীশ : '৪৬ নং' (১৯৭০)।)
একই প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য ডায়েরি, মুদ্রিতপাঠ ৫৪, ১৬১।

১৮২/১ 'সোনার চেয়ে দামী' (১ম খণ্ড। বেকার)—লেখকের বিংশ-সংখ্যক উপন্যাস। প্রথম প্রকাশ জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৮। মে-জুন ১৯৫১। বেঙ্গল পাবলিশার্স।
২ 'সোনার চেয়ে দামী' (২য় খণ্ড। আপোষ)—প্রথম প্রকাশ ফাল্গুন ১৩৫৮। ফেব্রুয়ারি ১৯৫২। বেঙ্গল পাবলিশার্স।
৩ 'সিগনেট "টুকরো খবরে" লিখছে'—'টুকরো খবর' নয়, 'টুকরো কথা'; সিগনেট প্রেস-কর্তৃক প্রকাশিত। বিভিন্ন প্রকাশক-কর্তৃক প্রকাশিত এ-দেশের বিশিষ্ট লেখকদের নানাশ্রেণীর গ্রন্থের প্রথম প্রকাশ-সংবাদ এবং সাধারণভাবে সাহিত্য ও সাহিত্যিক-সম্পর্কে বহুবিধ তথ্যের এক মনোজ্ঞ বিবরণ 'টুকরো কথা' নামে একইসঙ্গে বিভিন্ন সাময়িকপত্রে এবং পৃথকভাবে ছাপানো ফোল্ডার আকারে তিন বছর প্রচারিত হয়। তারপর আরো কিছুকাল শুধু ফোল্ডার আকারেই প্রকাশিত হয়েছিল।
'সোনার চেয়ে দামী' ১ম খণ্ড-সম্পর্কে বর্তমান অংশে উল্লিখিত বিবরণ প্রকাশিত হয় 'টুকরো কথা' ৫ম সংখ্যায়। লেখক-কর্তৃক প্রদত্ত বিবরণ অবিকল উদ্ধৃতি নয়। 'টুকরো কথা'-র সঠিক ও সম্পূর্ণ লেখাটি এইরূপ :

অনেকদিন পরে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় নতুন উপন্যাস লিখেছেন, 'সোনার চেয়ে দামী'। ছিন্ন একছড়া সোনার হারকে উপলক্ষ্য করে এমন ভালো উপন্যাস একমাত্র তিনিই বোধ করি লিখতে পারেন বাঙলাদেশে।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, 'সোনার চেয়ে দামী' ১ম খণ্ড-সম্পর্কে উল্লিখিত লেখা-প্রসঙ্গে জনৈক পাঠকের (সুনন্দন বসু, কলকাতা) একটি চিঠি এবং প্রকাশকের বিস্তারিত উত্তর একইসঙ্গে ছাপা হয় 'টুকরো কথা'-র ২০-সংখ্যায়। বিষয়টি কৌতূহলোদ্দীপক, এই বিবেচনায় উদ্ধৃত হল .

পাঠকের চিঠি : মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সোনার চেয়ে দামী' বইটি পড়লেম, কিন্তু সোনার চেয়ে দামী বলতে লেখক ঠিক কি বোঝাতে চাইছেন—ঠিক বুঝতে পারলেম না, যদি দয়া করে জানান কৃতজ্ঞ থাকবো।

সিগনেট প্রেসের জবাব : 'সোনার চেয়ে দামী' পড়ে আপনি জানতে চেয়েছেন লেখকের বক্তব্য কী। আপনি বোধকরি এ-উপন্যাসের শুধু প্রথম খণ্ড পড়েছেন। দ্বিতীয় খণ্ডও বেরিয়েছে কিছুদিন হল।

'সোনার চেয়ে দামী' হচ্ছে উপন্যাস। কাজেই গল্পটাই এখানে মুখ্য। সেই গল্পটি যদি আপনার ভালো লেগে থাকে তাহলেই লেখকের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে। ছোটোগল্প কিম্বা উপন্যাসে গল্পটাই কিন্তু আসল। লেখকের যা বিশেষ বক্তব্য তা ঐ গল্পের মধ্যেই প্রচ্ছন্ন থাকে। লেখাটি প্রবন্ধ হলে অবশ্য তার মধ্যে আইডিয়া অর্থাৎ লেখকের বক্তব্যের মূল্য হত বেশি।

যাই হোক, গল্প যদিও গল্পই, তাহলেও প্রত্যেক সৎ এবং শক্তিশালী লেখকের গল্পেই কিছু বক্তব্য প্রচ্ছন্ন থাকে। 'সোনার চেয়ে দামী' বইটিতেও আছে। কথাটা হচ্ছে এই :

এই উপন্যাসের গল্পের মধ্যে লেখক দেখিয়েছেন যে আর্থিক দৈন্যের ফলে রাখাল এবং সাধনার দাম্পত্যজীবন ক্রমে বিরস হয়ে উঠছিল। দেখা যাচ্ছিল যে তারা পরস্পরকে আগের মতো আর ভালোবাসতে পারছে না, কথায়-কথায় ঝগড়া-বিবাদ হচ্ছে। সামান্য একটা সোনার হারকে কেন্দ্র করে তারা জীবনের সবচেয়ে মূল্যবান পারিবারিক সুখকে হারাতে বসেছিল। শেষ পর্যন্ত রাখাল গয়না চুরি করতেও বাধ্য হল—যাতে এই পারিবারিক সুখ অক্ষুণ্ণ থাকে। কিন্তু ভালোবাসা হচ্ছে সোনার চেয়েও দামী। শেষ পর্যন্ত সাধনা সেটা বুঝতে পারল। সেইজন্য হার গলায় দিয়ে আত্মীয়বাড়ির বিয়েতে সে গেল না, হার খুলে রেখে সে গেল গরীব ভোলার বোনের বিয়েতে।

দারিদ্র্য মনের সুকুমার বৃত্তিগুলোকে নাশ করে ঠিকই, কিন্তু আমরা যেন না-ভুলি যে পৃথিবীতে সোনাই সবচেয়ে দামী নয়, তার চেয়েও দামী ভালোবাসা, বিশ্বাস এবং জীবনের সহজ ছন্দ ॥

৪ 'কবির জবানবন্দী'—পরিবর্তিত নাম 'ছন্দপতন', লেখকের একবিংশ-সংখ্যক

উপন্যাস। প্রথম প্রকাশ অগ্রহায়ণ ১৩৫৮। নভেম্বর-ডিসেম্বর ১৯৫১। নিউ এজ পাবলিশার্স, কলকাতা।

ডায়েরি ১৯৫০ থেকে প্রাসঙ্গিক তথ্য :

4.4.51. নিউ এজ পাবলিশার্স থেকে 'কবির জবানবন্দী' (নাম বদল হবে) বাবদ নগদ 500/-
নাম হল 'ছন্দপতন'—

আলোচ্য উপন্যাসের নায়ক, যুবক কবি নবনাথ রায়ের রচনার নিদর্শন দু'টি কবিতা 'মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতা'-গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে।

৫ নির্দেশপঞ্জি ৬৬/১ দ্রষ্টব্য।

৬ 'সহরতলী', দ্বিতীয় পর্ব—প্রথম প্রকাশ ১৯৪১। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স। প্রথম পর্বের প্রথম প্রকাশ ৯ জুলাই ১৯৪০, প্রকাশক একই।

৭ ডায়েরি ১৯৫০ থেকে :

30.7.51 D. M. Library সহরতলী ২য় খণ্ড ২য় সং বাবদ ১৫% হিসাবে চেক 300/-

১৮৩/১ লেখকের 'মার্জিনাল নোট'-অনুযায়ী, আলোচ্য প্লটের পরিণত রূপ : 'শারদীয়া'-নামক গল্প, প্রথম প্রকাশ : 'বসুমতী' ১৩৫৮।

ডায়েরি ১৯৫০ থেকে প্রাসঙ্গিক তথ্য :

14.9.51 বসুমতী 'শারদীয়া' গল্পের জন্য 50/-

ঠিক এই নামে কোনো গল্প লেখকের এ-যাবৎ প্রকাশিত কোনো গ্রন্থে নেই।

১৮৪/১ 'পাশফেল'—'লাজুকলতা'র (১৯৫৪) অন্তর্ভুক্ত।

ডায়েরি ১৯৫০-এর তথ্য :

5.8.51 গল্পসংকলন 'পাশফেল' গল্প বাবদ 20/-
(পরে আরও 10/- দেবে)
24 6.52 আজকের ছোটগল্প থেকে 'পাশফেল' বাকী 10/-
(আগে ২০৲ পেয়েছি)

ডায়েরি ১৯৫০-এ, 'মাসিকে প্রকাশিত গল্প'-শীর্ষক একটি তালিকায় দেখা যায়, 'পাশফেল'-নামে ভিন্ন একটি গল্প 'হালখাতা'-নামক ছোটদের বার্ষিকীতে বঙ্গাব্দ ১৩৪৮-এ প্রকাশিত হয়েছিল।

২ 'ফেরিওলা'—১৩৫৮ 'শারদীয় যুগান্তর'-এ প্রকাশিত গল্প। ডায়েরি ১৯৫০-এর তথ্য :

14.9.51 যুগান্তর (শারদীয়া) "ফেরিওলা" 75/-

লেখকের পঞ্চদশ-সংখ্যক গল্পগ্রন্থ 'ফেরিওলা'-র নামগল্প। প্রথম প্রকাশ মে ১৯৫৩। বৈশাখ ১৩৬০। ক্যালকাটা পাবলিশার্স।

৩ 'পাষণ্ড'—'লাজুকলতা'-র (১৯৫৪) অন্তর্ভুক্ত। 'মার্জিনাল নোট'-অনুযায়ী, প্রথম প্রকাশ "শারদশ্রী" ১৩৫৮। ডায়েরি ১৯৫০-এর তথ্য :

30.8.51 শারদশ্রী শারদীয়া গল্প 'পাষণ্ড' 25/-

১৮৫/১ 'লাজুকলতা' (১৯৫৪) গল্পগ্রন্থের নামগল্প। প্রথম প্রকাশ : 'হিমাদ্রি' শারদীয় ১৩৫৯। ডায়েরি ১৯৫০-এর তথ্য :

21.8.52 'হিমাদ্রি' শারদীয়া সংখ্যা গল্প 'লাজুকলতা' বাবদ 50/-

১৮৬/১ 'বাস্তবিক' নামটি, দেখা যাচ্ছে, কোনো-না-কোনোভাবে ব্যবহারের জন্য লেখক খুবই উৎসুক ছিলেন। আলোচ্য অংশে উল্লিখিত এই নামে 'মজুরদের নিয়ে উপন্যাস' লেখার পরিকল্পনা অবশ্য শেষপর্যন্ত বাস্তব রূপ নেয় নি। কিন্তু 'বাস্তবিক' নাম দিয়ে লেখকের একটি উপন্যাসের সামান্য কিছু অংশ অধুনালুপ্ত 'অনন্যা' মাসিকপত্রে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। এ-ছাড়া, বর্তমান ডায়েরির ১৯৭-সংখ্যক মুদ্রিতপাঠ দেখে মনে হয়, 'বাস্তবিক'-নামে একটি মাসিকপত্র সম্পাদনার পরিকল্পনাও লেখক একসময় করেছিলেন।

'অনন্যা'-পত্রিকার নিম্নোক্ত তিনটি সংখ্যায় 'বাস্তবিক'-উপন্যাসের পর-পর তিনটি কিস্তি প্রকাশিত হয়—পরবর্তী কোনো কিস্তি প্রকাশিত হয়েছিল কি না আমাদের জানা নেই :

১. প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যা মাঘ ১৩৫৮
২. প্রথম বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যা ফাল্গুন ১৩৫৮
৩. প্রথম বর্ষ তৃতীয় সংখ্যা চৈত্র-বৈশাখ ১৩৫৮-৫৯

'বাস্তবিক'-উপন্যাসটির উপরোক্ত অংশগুলি, কিছু-কিছু চরিত্রের অদলবদল ও অন্যান্য পরিবর্তন-সহ, লেখকের ৩১-সংখ্যক উপন্যাস 'পরাধীন প্রেম'-এর প্রথমাংশে ব্যবহৃত হয়। 'পরাধীন প্রেম' : প্রথম প্রকাশ জ্যৈষ্ঠ ১৩৬২। মে ১৯৫৫। রীডার্স কর্নার।

১৮৭/১ নির্দেশপঞ্জি ৬৬/১ দ্রষ্টব্য।

২ সাময়িকপত্রে প্রকাশিত উপন্যাসটির কোন্ অংশ পর্যন্ত মুদ্রিত বইয়ের বিশেষ একটি ফর্মায় ধরল—এইভাবে তিনটি ফর্মার হিসাব।

১৮৯/১ 'ইতিকথার পরের কথা'—লেখকের দ্বাবিংশ-সংখ্যক উপন্যাস। প্রথম প্রকাশ ভাদ্র ১৩৫৯। আগস্ট ১৯৫২। বেঙ্গল পাবলিশার্স।

২ উল্লিখিত সংখ্যাটি 'নতুন সাহিত্য'-পত্রিকার বঙ্গাব্দ ১৩৫৮-র ভাদ্র সংখ্যা।

প্রসঙ্গত, 'ইতিকথার পরের কথা' উপন্যাসটি 'নতুন সাহিত্যে'র মাঘ ১৩৫৭ থেকে চৈত্র ১৩৫৮ সংখ্যায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। একমাত্র ১৩৫৮ শারদায় সংখ্যায় উপন্যাসের কোনো কিস্তি যায় নি—উক্ত সংখ্যায় প্রকাশিত হয় লেখকের একটি প্রবন্ধ, 'সাহিত্য করার আগে'; প্রবন্ধটি লেখকের একমাত্র প্রবন্ধগ্রন্থে সংকলিত হয়েছে।

৩ নির্দেশপঞ্জি ৩৪/১ দ্রষ্টব্য।

১৯১/১ ‘সাহিত্যে যেদিন থেকে—’ : ঠিক এই নামে, বা উল্লিখিত বিষয়ে, কোনো প্রবন্ধ লেখক শেষপর্যন্ত সম্পূর্ণ করেন নি। তবে লেখকের কাগজপত্রের সঙ্গে ‘কল্লোল-যুগ’ তথা নিজের সাহিত্যজীবনের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে পরিকল্পিত একটি বড় লেখার দু’টি পূর্ণ পৃষ্ঠা পাণ্ডুলিপি পাওয়া গিয়েছে। এই অসম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপি থেকে আরম্ভের কিছু অংশ উদ্ধৃত হল :

> মাসিক বসুমতীর সম্পাদকমশাই প্রত্যক্ষভাবে তাগিদ দিয়ে এ লেখাটা লেখাচ্ছেন সন্দেহ নেই। লেখকদের প্রাণ তোষণ করা, তাগিদে কাজ আদায় করার কৌশল তিনি ভালভাবেই আয়ত্ত করেছেন।
>
> এ লেখাটার জন্য আসল দায়িক কিন্তু আমাদের বন্ধুবর অচিন্ত্যকুমার!
>
> তিনি ‘কল্লোলযুগ’ না লিখলে সরাসরি সাহিত্য-জীবনের গত দিনের অভিজ্ঞতাকে ভিত্তি করে, বাংলার সমাজ ও সাহিত্যের এক অতি বিচিত্র ও বিস্ময়কর যুগ সম্পর্কে এখনি এরকম কোন বই লিখে ফেলার কল্পনাকে প্রশ্রয় দিতাম না। বড় জোর দু’টি একটি প্রবন্ধ। চল্লিশ হতে না হতে অতীত স্মৃতির রোমন্থন কিসের? কম করে আরও বিশ বছর বাংলা সাহিত্যের সেবা করার ইচ্ছা আমি রাখি!
>
> কিন্তু সাহিত্য-চর্চা সুরু করার বেলা যেমন ঘটেছিল এই লেখার ব্যাপারেও ঠিক তাই ঘটল। আরও অনেক দেরীতে যা করা উচিত মনে করেছিলাম সে কাজ করতে হল অনেক আগেই!···

১৯২/১ নির্দেশপঞ্জি ১৮২/৪ দ্রষ্টব্য।

১৯৩/১ ‘আরোগ্য’—লেখকের পঁচিশতম উপন্যাস। প্রথম প্রকাশ জ্যৈষ্ঠ ১৩৬০।১৯৫৩। ক্যালকাটা বুক ক্লাব।

২ সম্ভবত ‘আরোগ্য’-র জন্য ভূমিকার খসড়া, কিন্তু প্রকাশিত গ্রন্থে কোনো ভূমিকা নেই।

১৯৪/১ ‘মাসিক বসুমতী’-পত্রিকায় অনিয়মিতভাবে প্রকাশিত ‘একটি চাষীর মেয়ে’-নামক (ফাল্গুন ১৩৫৯—অগ্রহায়ণ ১৩৬১) অসম্পূর্ণ উপন্যাসের উপসংহার। এ-বিষয়ে স্বর্গত সজনীকান্ত দাস লিখেছেন :

> শ্রীমান প্রাণতোষ ঘটকের নিকট সংবাদ পাইলাম, মানিক ‘মাসিক বসুমতী’তে প্রকাশার্থ ‘একটি চাষীর মেয়ে’র উপসংহার ‘কুলির বৌ’-এর একটি অধ্যায় মাত্র তাঁহাকে দিয়া গিয়াছেন। (মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় স্মৃতি-সংখ্যা ‘পরিচয়’, পৌষ ১৩৬৩)

লেখকের মৃত্যুর পর, ‘একটি চাষীর মেয়ে’ সম্পূর্ণ করেন শ্রীসুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায় এবং ‘মাটি-ঘেঁষা মানুষ’ নামে তা গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় (১৯৫৭। ডি. এম. লাইব্রেরি) —প্রকাশকের বিজ্ঞপ্তি থেকে মনে হয়, পরিবর্তিত নামটি লেখকই দিয়ে গিয়েছিলেন।

শ্রীসুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায় তাঁর নিজের ভূমিকায় লিখেছেন :

'মাটি-ঘেঁষা মানুষ' সম্পূর্ণ করবার আগেই 'কুলির বৌ'-এর একটি মাত্র কিস্তি তিনি লিখেছিলেন। সঙ্গতি রক্ষার জন্যে মাসিক বসুমতীতে প্রকাশিত 'কুলির বৌ'-এর একটি মাত্র অধ্যায়ের সামান্য অংশ পরিবেশ অনুযায়ী 'মাটি-ঘেঁষা মানুষে' জুড়ে দেওয়া সমীচীন মনে করেছি।

১৯৫/১ নির্দেশপঞ্জি ১৮২/১ দ্রষ্টব্য।

১৯৬/১ নির্দেশপঞ্জি ১৮২/২ দ্রষ্টব্য।

১৯৭/১ নির্দেশপঞ্জি ১৮৬/১ দ্রষ্টব্য।

১৯৮/১ 'সার্বজনীন'—লেখকের চব্বিশ-সংখ্যক উপন্যাস। প্রথম প্রকাশ অক্টোবর ১৯৫২। ডি. এম. লাইব্রেরি।

১৯৯/১ চরিত্রপঞ্জির প্রাথমিক খসড়া হিসাবে, লেখকের সাতাশ-সংখ্যক উপন্যাস 'নাগপাশ'-এর কিছু আভাস পাওয়া যায়, কিন্তু নেহাতই আভাস।

'নাগপাশ' : প্রথম প্রকাশ এপ্রিল ১৯৫৩। সাহিত্য-জগৎ, কলকাতা।

২০০/১ ১.৮.৫২ তারিখে 'পদ্মানদীর মাঝি'-র চলচ্চিত্ররূপ-বিষয়ে এম. কে. প্রোডাকশন-এর সঙ্গে লেখকের চুক্তিপত্র সম্পাদিত হয় মোট পনেরো শত টাকার সর্তে। কিন্তু প্রযোজক-সংস্থা পরবর্তী উদ্যোগ গ্রহণ না করায় চুক্তি বাতিল হয়ে যায়। প্রসঙ্গত, লেখকের জীবিতকালে এবং মৃত্যুর পর আরো একাধিক সংস্থা উক্ত উপন্যাসটির চিত্রস্বত্ব কেনেন, কিন্তু প্রতিটি প্রয়াস একইভাবে ব্যর্থ হয়। পারিবারিকসূত্রে জানা যায়, সর্বশেষ-সম্পাদিত একটি চুক্তি এখনো বলবৎ আছে।

২০৬/১ ডায়েরি ১৯৫০ থেকে :

12.9.52 সচিত্র ভারত থেকে 'চিকিৎসা' গল্পের জন্য চেক 50/-
(চেক ফেরৎ এসেছে 7.10.52)
(মনি অর্ডারে টাকা 14.10.52)

উল্লিখিত 'চিকিৎসা' গল্পটি 'লাজুকলতা'র (১৯৫৪) অন্তর্ভুক্ত।

২১৮/১ মূল গল্প : 'মেজাজ', 'ছোটবকুলপুরের যাত্রী'-র (১৯৪৯) অন্তর্ভুক্ত।

উল্লিখিত ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছিল কি না, হয়ে থাকলেও কোথায় ও কবে, আমাদের জানা নেই।

২২০/১ নির্দেশপঞ্জি ২১৮/১ দ্রষ্টব্য।

২২৫/১ লেখকের কিছুকালের গৃহভৃত্যের এক পুত্রের নাম ছিল মানিক দাস—সে কি লেখকের কাছে তার আত্মকাহিনী বলেছিল ?

২২৯/১ ডায়েরি ১৯৫০ থেকে :

2.12.52 সাহিত্য জগত কালিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে নতুন উপন্যাস 'নাগপাশ' বাবদ অগ্রিম 50/-

চুক্তি : প্রথম সংস্করণ—

১১০০ বই ছাপবে। ১০০০ বইয়ের মোট দামের ২০% রয়ালটি দেবে। বই ১০ থেকে ১৪ ফর্মার মধ্যে হবে। ৬ মাসের মধ্যে কপি দেব। কপি দেওয়ার সময় ২০০৲ টাকা, বাকী বই বার হলে সাত দিনের মধ্যে।

'নাগপাশ' : প্রথম প্রকাশ এপ্রিল ১৯৫৩। আয়তন ১২ ফর্মা+৪

২৩১/১ 'অহুঁ'—অর্থ উদ্ধার করা যায় নি।

২৪৪/১ নির্দেশপঞ্জি ১৯৮/১ দ্রষ্টব্য।

২ ডায়েরি ১৯৫০ থেকে :

23.11.51. ডি. এম. লাইব্রেরি 'সার্বজনীন' বাবদ আগাম চেক 400/-
(কপি দিলাম—১১০০ সং—২০% মুদ্রিত মূল্য)
11.12.51 ডি. এম. লাইব্রেরি 'সার্বজনীন'
নতুন বেশী কপি দেওয়ায় চেক আগাম 300/-
26.12.52 D. M. Library সার্বজনীন বাকী 100/-

৩ 'গল্পভারতী'—সাহিত্যপত্রিকা।

৪ স্বর্গত কথাসাহিত্যিক উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। তাঁরই সম্পাদিত 'বিচিত্রা'-পত্রিকায় (১৩৩৪-৪৪) লেখকের প্রথম গল্প 'অতসীমামী' প্রকাশিত হয় (২য় বর্ষ ২য় খণ্ড ১ম সংখ্যা পৌষ ১৩৩৫)। 'বিচিত্রা'-র ৮ম বর্ষ (১৩৪১) পর্যন্ত লেখকের প্রথম জীবনের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য গল্প উক্ত পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল।

স্বর্গত গঙ্গোপাধ্যায় শেষ জীবনে 'গল্পভারতী'-র সম্পাদনা করেন। এই পত্রিকায় প্রকাশিত লেখকের শেষ জীবনের বেশ কিছু গল্প এখনও অগ্রথিত অবস্থায় ছড়িয়ে আছে।

২৪৬/১ চেক্-ভাষায় প্রকাশিত লেখকের সতেরোটি গল্পের সংকলন, OPIUM. A Jiné Povídky (Praha 1956)-নামক গ্রন্থের অন্যতম রচনা হিসাবে 'চিহ্ন'-র উল্লিখিত অনুবাদটি প্রকাশিত হয়।

২৪৮/১ শ্রীঅনিলকুমার সিংহ।

২ 'ত্রিদিব'—কে হতে পারেন অনুমান করা গেল না।

৩ 'অহিংসা'—লেখকের অষ্টম-সংখ্যক উপন্যাস। 'পরিচয়'-পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত।

সূচনা : ৮ম বর্ষ ২য় খণ্ড ১ম সংখ্যা মাঘ ১৩৪৫

সমাপ্তি : ১০ম বর্ষ ১ম খণ্ড ৬ষ্ঠ সংখ্যা পৌষ ১৩৪৭

প্রথম কিস্তির শুরুতে 'প্রথম ভাগ' ব'লে উল্লেখ ছিল। কিন্তু পরবর্তী কোনো কিস্তিতে কোনো 'ভাগ'-এর উল্লেখ নেই।

গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশ : ১৯৪১। ডি. এম. লাইব্রেরি।

৪ বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির কর্তৃক দু'-খণ্ডে প্রকাশিত 'মানিক-গ্রন্থাবলী'।
১ম ভাগ : জুলাই-আগস্ট ১৯৫০।
২য় ভাগ : ফেব্রুয়ারি-মার্চ ১৯৫২।
'অহিংসা', দ্বিতীয় ভাগের অন্তর্ভুক্ত। যতদূর জানা যায়, 'অহিংসা' গ্রন্থাবলীভুক্ত হবার জন্য উল্লিখিত 'মামলা' শেষপর্যন্ত হয় নি।

২৪৯/১ ডায়েরি ১৯৫০ থেকে :
2.1.53 রিডার্স কর্নার থেকে 'লাজুকলতা' গল্পের বই বাবদ আগাম 150/
(১৫%—১১০০)

২৫০/১ সম্ভবত, গণনাট্য সংঘের নিরঞ্জন সেন-এর ভাই শ্রীসচ্চিদানন্দ সেন মজুমদার।
২ 'পদ্মানদীর মাঝি'-র চলচ্চিত্ররূপ। লেখকের জীবিতকালে এবং মৃত্যুর পর দু'বার শ্রীসচ্চিদানন্দ সেন মজুমদার উক্ত উপন্যাসটির চলচ্চিত্র-রূপায়ণের প্রাথমিক উদ্যোগ নেন, কিন্তু দু'বারই তা প্রাথমিক প্রয়াসের স্তরে থেকে যায়। প্রসঙ্গত, নির্দেশপঞ্জি ২০০/১ দ্রষ্টব্য।

২৫২/১ বেঙ্গল পাবলিশার্স-কর্তৃক প্রকাশিত 'সাহিত্যের খবর'—সঠিক অর্থে 'পত্রিকা' বলা চলে না, উক্ত প্রকাশনা-সংস্থার প্রচার-পুস্তিকা। প্রথম প্রকাশকাল সম্ভবত বঙ্গাব্দ ১৩৬০। ১৩৬২-১৩৬৪ বঙ্গাব্দের সংখ্যাগুলি দেখার সুযোগ আমাদের হয়েছে—কোনোটাই আয়তনে ডবল ডিমাই ৮-১৬ পৃষ্ঠার বেশি নয় ; উক্ত সময়কালের সম্পাদক শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়।

২ 'মুস্তাক আলী'—যেভাবেই হোক, লেখক নামটি ভুল লিখেছেন। সঠিক নামটি হবে—মুজ্‌তবা আলী।

২৫৮/১ 'চিহ্ন'-উপন্যাসটির চেক্-সংস্করণ প্রকাশ-সম্পর্কে Czechoslovak Theatrical and Literary Agency-র সঙ্গে লেখকের চুক্তিপত্র সম্পাদিত হয় ২৬ জানুয়ারি ১৯৫৩ তারিখে। অন্যান্য কাগজপত্র থেকে যতদূর জানা যায়, উপন্যাসটির আয়তন পৃথক গ্রন্থ হিসাবে প্রকাশের উপযোগী না-হওয়ায়, 'চিহ্ন' শেষপর্যন্ত চেক্-ভাষায় প্রকাশিত লেখকের একটি গল্পসংকলনের অন্তর্ভুক্ত হয়—নির্দেশপঞ্জি ২৪৬/১ দ্রষ্টব্য।

২৬৩/১ নির্দেশপঞ্জি ১৩৫/১ দ্রষ্টব্য।

২৭২/১ স্তালিনের মৃত্যু উপলক্ষে লেখকের এক-পৃষ্ঠার একটি সংক্ষিপ্ত রচনা, 'মহামানব স্তালিন', 'পরিচয়'-পত্রিকার স্তালিন-সংখ্যায় প্রকাশিত হয় : চৈত্র ১৩৫৯। পৃঃ ১৯৩। রচনাটি লেখকের প্রবন্ধগ্রন্থে সংকলিত হয় নি।

২৭৩/১ ফিটের আক্রমণ : নির্দেশপঞ্জি ৩১/১ দ্রষ্টব্য।

২৭৪/১ নির্দেশপঞ্জি ৪৭/১ দ্রষ্টব্য।

২৭৫/১ ডায়েরি ১৯৫০ থেকে :

22.3.35

'World Wide Film Ltd (information) পক্ষ থেকে Herbert Marshall 5000/-

'পদ্মানদীর মাঝি'র World Cinema right কেনার option বাবদ প্রেরিত চেক 250/-

চুক্তি : option ৩ মাসের জন্য

৩ মাস পরে আবার 250/- দিয়ে আরও ৩ মাসের option কেনার অধিকার

উল্লিখিত বিষয়ে, দ্বিতীয় দফা ৩ মাসের Option বাবদ একইরূপ অর্থপ্রাপ্তির উল্লেখ আছে 25. 7. 53 তারিখে, তারপর আর কোনো নোট নেই। প্রসঙ্গত দ্রষ্টব্য নির্দেশপঞ্জি ২০০/১

২৭৭/১ 'সহরবাসের ইতিকথা'—লেখকের দ্বাদশ-সংখ্যক উপন্যাস। প্রথম প্রকাশ : 'শারদীয় আনন্দবাজার পত্রিকা', ২২ আশ্বিন ১৩৪৯। ৯ অক্টোবর ১৯৪২।

গ্রন্থাকারে প্রথম মুদ্রণ : ফাল্গুন ১৩৫২। ফেব্রুয়ারি ১৯৪৬। ডি. এম. লাইব্রেরি।

২ দ্বিতীয় সংস্করণ আষাঢ় ১৩৬০ ; সংশোধিত, পরিবর্ধিত ও লেখকের ভূমিকা-সহ। বেঙ্গল পাবলিশার্স।

২৭৮/১ তৎকালীন ক্যালকাটা পাবলিশার্স-এর অন্যতম পরিচালক শ্রীক্ষিতীশ সরকার।

২৮০/১ গৃহপালিত কুকুর। কুকুরটির মৃত্যু পারিবারিক শোকের কারণ হয়।

২৮১/১ শ্রীসচ্চিদানন্দ সেন মজুমদার (?)। নির্দেশপঞ্জি ২৫০/১ দ্রষ্টব্য।

২ নির্দেশপঞ্জি ২৫০/২ দ্রষ্টব্য।

২৮৬/১ প্রগতি লেখক সংঘের পঞ্চম বা শেষ বার্ষিক সম্মেলন। নির্দেশপঞ্জি ১৪/১ দ্রষ্টব্য।

২৯১/১ 'পুতুলনাচের ইতিকথা'র গুজরাতী সংস্করণ—'মাটিনা মহেল' : অনুবাদক শ্রীকান্ত ত্রিবেদী। প্রথম প্রকাশ ১৯৫৩। প্রকাশক ভগীলাল গান্ধী, চেতন প্রকাশন গৃহ লিঃ। গোড়েগাঁও, বোম্বাই।

প্রচ্ছদচিত্রটিও অনুবাদ—প্রচলিত বাংলা সংস্করণের মাখন দত্তগুপ্ত-কর্তৃক অঙ্কিত প্রচ্ছদচিত্রের কাঁচা অনুকরণ।

গুজরাতী সংস্করণ ছাড়াও, উক্ত উপন্যাসটির হিন্দী, কানাড়া ও তেলেগু সংস্করণও হয়েছে।

প্রসঙ্গত, ভারতীয় সাহিত্য আকাদেমি-কর্তৃক 'পুতুলনাচের ইতিকথা'-র নিম্নোক্ত দু'টি অনুবাদ এ-যাবৎ প্রকাশিত হয়েছে :

১. *The Puppets' Tale*—Translated by Sachindralal Ghosh. 1968.

২. *Pavakaliyute Katha*—Malayalam translation by Nilina Abraham. 1972.

এতদ্ব্যতীত প্রকাশিত হয়েছে আলোচ্য উপন্যাসটির চেক্‌ ও সুইডিশ সংস্করণ।

২ ডায়েরি ১৯৫০ থেকে :

22.4.53 পুতুলনাচের ইতিকথা—
গুজরাতী সংস্করণ বাবদ চেক 125/-

৩০৭/১ ডাঃ সফিউদ্দীন কিচলু—তৎকালীন All India Peace Council-এর সভাপতি এবং Congress Working Committee-র প্রাক্তন সদস্য।

ডাঃ কিচলুকে 'International Stalin Peace Prize for the promotion of peace among nations'-প্রদান উপলক্ষে, তাঁকে সংবর্ধনা জানানোর উদ্দেশ্যে পশ্চিমবঙ্গ শান্তি সংসদ এক সভার আয়োজন করেন ১১ মে ১৯৫৩ তারিখে, কলেজ স্কোয়ারের স্টুডেন্ট হল-এ। ১৯৫৩-র ১৪ মে তিনি কলকাতা আসেন।

৩১৩/১ তৎকালীন 'দৈনিক বসুমতী'-পত্রিকায় শ্রীশিবরাম চক্রবর্তী-র সাপ্তাহিক ফিচার 'বাঁকা চোখে'।

৩১৫/১ তৎকালীন 'চতুষ্কোণ'-পত্রিকার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট শ্রীপ্রদ্যোৎ গুহ।

৩১৯/১ স্বর্গত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়।

৩২২/১ ট্রামের দ্বিতীয় শ্রেণীতে এক পয়সা ভাড়া বৃদ্ধির প্রতিবাদে জুলাই ১৯৫৩-র ঐতিহাসিক আন্দোলন।

৩২৮/১ ডায়েরি ১৯৫০ থেকে :

13.7.53 ক্যালকাটা পাবলিশার্স ক্ষিতীশ সরকার ফিরিওলা বাবদ 30/-
(আজ 'তেইশ বছর আগে পরে' উপন্যাসের ফর্মা তিনেক কপি নিয়ে গেল। উপন্যাস বাবদ আগে ১০০৲ আগাম দেওয়া আছে। সম্পূর্ণ কপি দিলে সম্পূর্ণ টাকা—)

৩২৯/১ ডায়েরি ১৯৫০ থেকে :

14.7.53 সাহিত্য জগৎ কালিদাস
'হরফ' বাবদ আগাম চেক 50/-

৩৩১/১ জুলাই ১৯৫৩-র ট্রাম আন্দোলন উপলক্ষে আহূত ১৫ জুলাই-এর সাধারণ ধর্মঘট নিয়ে লেখকের 'ছড়া', ১৭ জুলাই ১৯৫৩-র 'দৈনিক স্বাধীনতা'-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। লেখকের কবিতা গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে।

৩৩২/১ নির্দেশপঞ্জি ২৭৫।১ দ্রষ্টব্য।

৩৪০/১ 'মাসিক বসুমতী'-পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত 'একটি চাষীর মেয়ে' বাবদ, প্রতি কিস্তি পঁচিশ টাকা হিসাবে পারিশ্রমিকের, তৃতীয় কিস্তি আষাঢ় ১৩৬০-এর প্রাপ্য টাকা। ডায়েরি ১৯৫০-এর নোট :

6.8.53 বসুমতী আষাঢ়
একটি চাষীর মেয়ে নগদ 25/-

৩৪৫/১ পশ্চিমবঙ্গের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী স্বর্গত ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়।

৩৫১/১ 'মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্ব-নির্বাচিত গল্প'—লেখকের জীবিতকালে প্রকাশিত তাঁর শেষ গল্প-সংকলন, গল্প-সংখ্যা কুড়ি। লেখকের স্বহস্তের প্রতিলিপিতে ভূমিকা 'লেখকের কথা'-সহ। প্রথম প্রকাশ ৭ আষাঢ় ১৩৬৮। জুন ১৯৫৬। দ্বিতীয় মুদ্রণ আশ্বিন ১৩৬৮। ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং, কলকাতা।

২ ডায়েরি ১৯৫০ থেকে :

2.9.53

Indian Associated Publishing Co. Ltd. হইতে "স্বনির্বাচিত গল্প"

প্রথম সংস্করণ বাবদ চেক 900/-

১৫০০ কপি

মোট মুদ্রিত মূল্যের ১৫% রয়ালটি

কমপক্ষে ১৪ ফর্মা

৩৫৩/১ 'তেইশ বছর আগে পরে'—লেখকের ছাব্বিশ-সংখ্যক উপন্যাস। প্রথম প্রকাশ অক্টোবর ১৯৫৩। ক্যালকাটা পাবলিশার্স।

৩৫৪/১ স্বর্গত প্রাণতোষ ঘটক, 'মাসিক বসুমতী'-পত্রিকার তৎকালীন সম্পাদক। স্বর্গত ঘটকের আগ্রহাতিশয্যে লেখকের শেষজীবনের অনেক লেখা 'বসুমতী'-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়, বেশ কিছু এখনও অগ্রথিত অবস্থায় ছড়িয়ে আছে।

৩৫৭/১ 'সশস্ত্র প্রহরী'—১৯৫৩-র 'শারদীয় স্বাধীনতা'য় প্রকাশিত গল্প। লেখকের জীবিতকালে গ্রন্থভুক্ত হয় নি। মৃত্যুর পর প্রকাশিত 'মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্প-সংগ্রহে' (১৯৫৭) প্রথম সংকলিত।

২ 'বিষ'—লেখকের কোনো গ্রন্থে এ-যাবৎ সংকলিত হয় নি। প্রথম প্রকাশ 'শারদীয় মধ্যবিত্ত' ১৯৫৩। ডায়েরি ১৯৫০ থেকে :

14.10.53 মধ্যবিত্ত থেকে 'বিষ' গল্পের জন্য নগদ 15/-

৩ প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ১৯৫৪।

৩৫৯/১ 'ছোট একটি গল্প'—এ-যাবৎ গ্রন্থভুক্ত হয় নি। ডায়েরি ১৯৫০ থেকে :

29.9.53 'শারদা' থেকে 'ছোট একটি গল্প' বাবদ ২৫৲

২ 'সাহিত্যের কানমলা'—'শারদীয়া বসুমতী' ১৯৫৩-য় প্রকাশিত লেখকের প্রবন্ধ। লেখকের একমাত্র প্রবন্ধগ্রন্থ 'লেখকের কথা'য় সংকলিত হয় নি। মৃত্যুর পর প্রকাশিত 'উত্তরকালের গল্পসংগ্রহে'র প্রথম সংস্করণে (নভেম্বর ১৯৬৩) পরিশিষ্ট হিসাবে সংযোজিত এবং পরবর্তী সংস্করণে (অক্টোবর ১৯৭২) বর্জিত হয়। প্রসঙ্গত, শেষ জীবনে লেখক এমন কিছু গল্প লেখেন যা একইকালে বা আগে-পরে রচিত উপন্যাসের অংশবিশেষ। এ-জাতীয় গল্প এবং সংশ্লিষ্ট উপন্যাসের নাম, সাদৃশ্যের প্রকৃতি ইত্যাদির প্রাথমিক বিবরণ প্রথম প্রকাশিত হয় বর্তমান সম্পাদক-কর্তৃক সম্পাদিত লেখকের 'শ্রেষ্ঠ-গল্পে'র নূতন চতুর্থ সংস্করণে (আষাঢ় ১৩৭২। ১৯৬৫)। 'সাহিত্যের

কানমলা'-প্রবন্ধটি এ-জাতীয় গল্প-সম্পর্কে লেখকের সচেতন কৈফিয়ৎ এবং অন্তিমপর্বের রচনাপদ্ধতি ও মানসিকতা-সম্পর্কে আলোকপাতকারী এক উল্লেখযোগ্য রচনা।

৩ 'অগ্নিশুদ্ধি'—১৯৫৩ 'শারদীয় গল্পভারতী'তে প্রকাশিত গল্প। এ-যাবৎ গ্রন্থভুক্ত হয় নি।

৪ ডায়েরি ১৯৫০ থেকে :

4.10.53 'গল্পভারতী' থেকে 'অগ্নিশুদ্ধি' বাবদ নগদ 50/-

৩৬১/১ 'রত্নাকর'—১৯৫৩ 'শারদীয় মুখপত্রে' প্রকাশিত গল্প। এ-যাবৎ গ্রন্থভুক্ত হয় নি।

ডায়েরি ১৯৫০ থেকে :

1.10.53 মুখপত্র থেকে 'রত্নাকর' গল্পের জন্য নগদ 35/-

২ নির্দেশপঞ্জি ৩৫৯/২ দ্রষ্টব্য।

৩৬৩/১ নির্দেশপঞ্জি ৩৫৩/১ দ্রষ্টব্য।

৩৬৪/১ নির্দেশপঞ্জি ৩৬৩/১ দ্রষ্টব্য।

২ ডায়েরি ১৯৫০ থেকে :

4.10.53 ক্যালকাটা পাবলিশার্স

'ফেরিওলা' এবং 'তেইশ বছর আগে পরে'

হিসাবে চেক 262/8

৩ নির্দেশপঞ্জি ৩৫৯/৪ দ্রষ্টব্য।

৩৭৭/১ কিশোর-পত্রিকা 'আগামী'-র জন্য লেখা। সম্ভবত, অসম্পূর্ণ উপন্যাস 'মাটির কাছে কিশোর কবি'র কিস্তি।

২ বাড়িওলার সঙ্গে মামলা। বাড়িওলা বাড়ি ছাড়বার নোটিশ দিয়েছিলেন—ওই বাড়িরই অপরাংশে স্থাপিত ইস্কুল (জাগৃতি শিশু উদ্যান) সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে।

৩৮০/১ 'প্রাণেশ্বরের উপাখ্যান'—লেখকের জীবদ্দশায় সাময়িকপত্রে প্রকাশিত তাঁর শেষ উপন্যাস, বড়দিন-সংখ্যা 'উল্টোরথ'-এ প্রকাশিত। গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশ, লেখকের মৃত্যুর অব্যবহিত পর, ডিসেম্বর ১৯৫৬। বেঙ্গল পাবলিশার্স।

বইটির মুদ্রণ শুরু হয় দু'বছর আগে, ১৯৫৪-র শেষ দিকে।

৩৮১/১ লেখকের নিজের হাতে লেখা তাঁর সংসার-খরচার শেষ হিসাব। এর ঠিক দু'দিন পর, ২ ডিসেম্বর ১৯৫৬ তারিখে, সম্পূর্ণ সংজ্ঞাহীন অবস্থায় নীলরতন সরকার হাসপাতালে নীত হয়ে, ৩ ডিসেম্বর ১৯৫৬ সোমবার অতি প্রত্যুষে তিনি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন।

—

পত্রিকার কথা

গত শারদীয় সংখ্যার পর বর্তমান সংখ্যাটি একাদশ বর্ষের তৃতীয়-চতুর্থ যুগ্ম (বিশেষ) সংখ্যারূপে প্রকাশিত হল। যথাসাধ্য চেষ্টা সত্ত্বেও পত্রিকা প্রকাশে আবার অনেক দেরি হয়ে গেল। গ্রাহক ও পাঠকবর্গ ধৈর্য হারিয়েছেন, আমরা আন্তরিক দুঃখিত। দেরি হওয়ার প্রধান যা কারণ, তা ছাপাখানা ছেপে দিতে সম্ভবত রাজি হবে না।

শারদীয় সংখ্যায় কিছু অংশ প্রকাশের পর মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডায়েরির অবশিষ্ট অংশ একটি সংখ্যায় ছেপে দেওয়াই, ধারাবাহিক প্রকাশের চাইতে, আমরা যুক্তিসংগত মনে করছি। সেই হিসেবেই বর্তমান বিশেষ সংখ্যার কথা আমরা ভাবি। ডায়েরি ছাড়া অন্যান্য নোটবই বা বিচ্ছিন্ন কাগজপত্রে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অপ্রকাশিত রচনার যেসব হদিশ পাওয়া গেছে তা এক্ষণের পরবর্তী কয়েক সংখ্যায়, যথারীতি অন্য লেখকদের রচনার পাশাপাশি, প্রকাশিত হতে থাকবে। সেখানেও লক্ষ রাখা হবে যাতে এক জাতীয় বস্তু একত্র ও পূর্ণাঙ্গভাবে প্রকাশিত হয়।

এক্ষণের পরবর্তী সংখ্যাটি সম্পর্কে আমরা এখুনি কিছু সুস্পষ্ট প্রতিশ্রুতি দিতে পারছি না। অনুকূল সুযোগ ঘটলে অল্প কিছুকালের মধ্যেই আর একটি সংখ্যা প্রকাশের যথাসাধ্য চেষ্টা আমরা করছি। আশা করা যাচ্ছে ঐ সংখ্যায় শ্রীবিনয় ঘোষের পূর্ব-প্রতিশ্রুত দীর্ঘ প্রবন্ধটি ছাপা সম্ভব হবে।

বর্তমান সংখ্যায় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডায়েরিগুলি, বিস্তারিত তথ্য-সংকলনসহ, সমাপ্ত হল। অতঃপর এই বিষয়ে পাঠকেরা তাঁদের মতামত বিচার-বিশ্লেষণ বা সমালোচনা আমাদের কাছে পাঠাতে পারেন। 'অপ্রকাশিত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়'-কে প্রকাশের যে-পরিকল্পনা আমরা নিয়েছি তার মূল উদ্দেশ্যই হচ্ছে প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত মিলিয়ে সমগ্রভাবে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পর্কে প্রকৃত মূল্যায়ন ও নতুন সমালোচনার সূত্রপাত করা। আমরা আশা করতে পারি এক্ষণ পত্রিকায় যথাসম্ভব সে কাজ চলতে থাকবে।

শারদীয় সংখ্যায় 'ডায়েরি'র কিছু অংশ প্রকাশ সম্ভব হয়েছিল যাঁদের সহায়তায় এবারেও ঠিক তাঁদেরই অকুণ্ঠ সহযোগিতা আমরা পেয়েছি। নতুন ক'রে তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ বাহুল্য মনে করি।

—

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতিকৃতি

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সর্বজনপরিচিত যে বিশেষ ছবিটি সর্বত্র মুদ্রিত হয়ে থাকে, তার বাইরে তাঁর কোনো একক বা গ্রুপ ফোটোগ্রাফের সন্ধান কেউ আমাদের দিলে আমরা বিশেষ কৃতজ্ঞ থাকব। কারো কাছে তাঁর ছবি থাকলে আমরা কপি করিয়ে নিতে পারি। এজন্য উপযুক্ত দক্ষিণা দিতে আমরা প্রস্তুত।

—

শ্রীসত্যজিৎ রায়-কৃত স্কেচ-প্রসঙ্গে

গত শারদীয় সংখ্যার জন্য শ্রীসত্যজিৎ রায় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি স্কেচ আঁকেন। এবারে প্রকাশিত স্কেচটি তিনি এঁকেছিলেন অনেকদিন আগে, ১৯৪৮-৪৯ সালের কাছাকাছি। বিখ্যাত বিজ্ঞাপন-প্রতিষ্ঠান ডি. জে. কেমারের সঙ্গে তিনি তখন যুক্ত। 'পার্ক ইংক' নামে একটি কালির বিজ্ঞাপনে ব্যবহারের জন্য সে সময়ে তিনি সাহিত্যিকদের একটি ক'রে স্কেচ করছিলেন। বিভূতিভূষণকে সামনে বসিয়ে স্কেচ করার কথা তাঁর স্মরণ আছে, মারি সিটনের বইতেও উল্লেখ আছে। তারাশঙ্করকেও এঁকেছেন। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্কেচটি তিনি করেন একটি অধুনালুপ্ত ফোটোগ্রাফের সাহায্যে। পরে এটি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের এগারটি গল্পের ইংরেজি অনুবাদ নিয়ে প্রকাশিত *Primeval And Other Storeis* (১৯৫৮) গ্রন্থের জ্যাকেটে ব্যবহৃত হয়েছিল।

—

মুদ্রণে সহায়তা

শ্রীঅরবিন্দ প্রেস

১৬ হেমেন্দ্র সেন স্ট্রীট, কলকাতা ৬

সিটি প্রিন্টিং ওয়ার্কস

২০ যুগলকিশোর দাস লেন, কলকাতা ৬

ব্লক ও প্রচ্ছদ মুদ্রণ

ইণ্ডিয়ান ফোটো এনগ্রেভিং কোম্পানি প্রাইভেট লিমিটেড

২৮ বেনেটোলা লেন, কলকাতা ৯

বাঁধাই

গৌরাঙ্গ বাইণ্ডার্স

৭৪ সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট, কলকাতা ৯

শ্রীপ্রবীর ঘোষ কর্তৃক ব্যবসা ও বাণিজ্য প্রেস, কলকাতা ৯ থেকে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক
৭৩ মহাত্মা গান্ধি রোড, কলকাতা ৯ থেকে প্রকাশিত।

এক্ষণ ॥ গ্রাহক ও এজেন্টদের প্রতি

বর্তমান পরিস্থিতিতে পত্রিকার গ্রাহক-চাঁদা বাড়িয়ে দিতে আমরা বাধ্য হয়েছি। এখন বার্ষিক চাঁদা ১২ টাকা। অনিবার্য কারণে পত্রিকার প্রকাশ অনিয়মিত হলেও গ্রাহকেরা এই চাঁদার মধ্যে বিশেষ সংখ্যাসহ মোট চারটি সংখ্যা পাবেন। রেজিস্ট্রি ডাকে পত্রিকা পেতে হলে অতিরিক্ত ৬ টাকা পাঠাতে হবে।

বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান বা লাইব্রেরিগুলির কাছে আবেদন, তাঁরা যেন বার্ষিক চাঁদা পত্রিকার নামে মনি অর্ডারে অগ্রিম পাঠান। আমাদের পক্ষে আগে থেকে বিল পাঠানো বা কলকাতার বাইরের চেক্ গ্রহণ করা সম্ভব নয়।

কলকাতার বাইরের এজেন্ট, যাঁরা ডাকে পত্রিকা নিতে চান, তাঁদের এখন থেকে ভি. পি-তে পত্রিকা পাঠানো যেতে পারে। কত কপি পত্রিকা দরকার তা আগে থেকে জানাতে হবে। তাঁরা যথারীতি ২৫% কমিশন পাবেন। ডাক-খরচ আমাদের।

একান্ত নিরুপায় হয়েই আমাদের উপরোক্ত ব্যবস্থা নিতে হচ্ছে। এজন্য কারো কোনো অসুবিধা ঘটলে আমরা দুঃখিত। বরাবরের মতো এক্ষণের অনুরাগী সমস্ত গ্রাহক ও এজেন্টদের সহৃদয় সহযোগিতার উপরই আমরা বিশেষভাবে নির্ভর করছি॥

এক্ষণ

১৯৫৬ সালের সংবাদপত্র রেজিস্ট্রেশন (কেন্দ্রীয়) আইনের ৮ ধারা অনুযায়ী বিজ্ঞপ্তি

১. প্রকাশের স্থান : কলকাতা
২. প্রকাশের কালানুক্রম : দ্বিমাসিক
৩. মুদ্রাকরের নাম : প্রবীর ঘোষ
জাতীয়তা : ভারতীয়
ঠিকানা : ৭৩ মহাত্মা গান্ধি রোড, কলিকাতা ৯
৪. প্রকাশকের নাম : প্রবীর ঘোষ
জাতীয়তা : ভারতীয়
ঠিকানা : ৭৩ মহাত্মা গান্ধি রোড, কলকাতা ৯
৫. সম্পাদকের নাম : সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় নির্মাল্য আচার্য
জাতীয়তা : ভারতীয় ভারতীয়
ঠিকানা : অব। এক্ষণ অব। এক্ষণ
৭৩ মহাত্মা গান্ধি রোড ৭৩ মহাত্মা গান্ধি রোড
কলকাতা ৯ কলকাতা ৯
৬. স্বত্বাধিকারী : নির্মাল্য আচার্য। ৭৩ মহাত্মা গান্ধি রোড, কলকাতা ৯

আমি, প্রবীর ঘোষ, এতদ্বারা ঘোষণা করিতেছি যে উপরে প্রদত্ত বিবরণ আমার জ্ঞান ও বিশ্বাসমতে সত্য। ১-৩-৭৫ (স্বাঃ) প্রবীর ঘোষ

We've proved our mettle in
MINING AND METALLURGY

Development Consultants

— a working mine of the finest expertise in technical consultancy

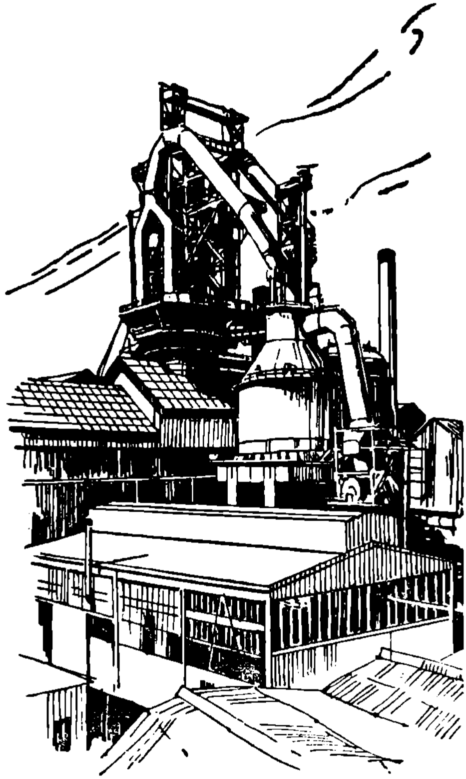

Our achievements speak for us Challenging assignments for the Ministry of Steel & Mines, Mahindra-Ugine Bharat Aluminium, Bolani Ores. Unichem (Syria) — these and many other undertakings show our ability for successfully implementing mining and metallurgical projects in India and abroad.

Whether it is a steel complex, special steel project, foundries, mining, mineral beneficiation or material-handling project, our experienced metallurgists, geologists, mining engineers and process engineers are fully equipped to offer complete consultancy services from feasibility studies to plant commissioning from mineral processing to steel making

As new projects keep coming up, Development Consultants' trusted veterans are being increasingly retained as consulting engineers That happens when you've proved your mettle Like we've done

DEVELOPMENT CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
Consulting Engineers to Indian industry
24-B Park Street Calcutta-700016 Phone 24-8153 Cable ASKDEVCONS, Telex 7401 KULCIA CA

Branches BOMBAY • NEW DELHI • MADRAS • DAMASCUS

EKSHAN Diary of Manik Bandyopadhyay : Rs. 4·00
Regn. No. 5308/61 A Special Number 1975/Vol. XI : No. 3-4

ত্রিপুরায় আসুন

এখানকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য

আদিবাসী সমাজের সহজ সরল আতিথেয়তা

প্রাচীন ভাস্কর্যের নিদর্শন

এবং

আধুনিক রুচিসম্মত

নানারকম কুটিরশিল্পের উপকরণ

আপনাকে মুগ্ধ করবে

ত্রিপুরা দেখুন

জনসংযোগ ও পর্যটন অধিকার : ত্রিপুরা সরকার